সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

M.Phil

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ঃ ২০০২

গবেষক
শালমা নাসরীন

RB
B
410.9
NAS
C-2

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

GIFT

400615

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য
উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর; ২০০২

400615

Dhaka University Library
400615

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

গবেষক

সালমা নাসরীন

রেজি নং- ৮৫/ ৯৭-৯৮

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন কবির

অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

400615

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

ভাষাতত্ত্ব বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগে এম. ফিল. ডিগ্রির জন্য *'সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ'* শিরোনামে উপস্থাপিত এই অভিসন্দর্ভটি বা এর অংশবিশেষ ইতোপূর্বে কোনো পত্রিকা বা অন্য কোথাও ছাপানো হয়নি এবং কোথাও ডিগ্রির জন্য জমা দেয়া হয়নি।

ডক্টর রাজীব হুমায়ুন কবির
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সালমা নাসরীন
১৭।১২।২০০২
সালমা নাসরীন
গবেষক

400615

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়ঃ

ভূমিকা ১-১৪

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ

ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ ১৫-৩৫

তৃতীয় অধ্যায়ঃ

সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক শব্দ ৩৬-৪৯

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

সামাজিকবন্ধন, বিয়ে ও স্নেহ-ভালবাসাকেন্দ্রিক শব্দ ৫০-৫৯

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন ও প্রাসঙ্গিক শব্দ ৬০-৬৮

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ

বিদেশ এবং বিদেশি ভাষা প্রভাবিত রাজনীতিকেন্দ্রিক বাংলা শব্দ ৬৯-৭৯

সপ্তম অধ্যায়ঃ

উপসংহার ৮০

গ্রন্থপঞ্জি ৮১-৮৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

শব্দের গঠনঃ প্রথাগত, সাংগঠনিক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিবেচনা

উপন্যাসসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের কাপালিক, নবকুমারকে নিয়ে বিশেষ উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কোথায় যাচ্ছেন- এ ধরনের এক প্রশ্নের উত্তরে কাপালিক ব্যবহার করেছিলেন একটি শব্দ। শব্দটি হচ্ছে 'বধার্থ'। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের গঠনশৈলী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক গবেষক বলেছেন, তৎসম এই ভারি শব্দটির ব্যবহারে কাপালিক চরিত্রের নৃশংস দিক যেভাবে ফুটে উঠেছে একটি দেশি শব্দের ব্যবহারে এভাবে ফুটে উঠতো না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'শাস্তি' গল্পের শেষ দিকে বিচারক চন্দরার কাছে জানতে চেয়েছিলেন ফাঁসির আগে সে তার স্বামীকে দেখতে চায় কি না? চন্দরা উচ্চারণ করেছিল 'মরণ' শব্দটি। চন্দরা কি স্বামীকে দেখতে চেয়েছিল? 'মরণ' শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে চন্দরা কি স্বামীর প্রতি ঘৃণার প্রকাশ ঘটিয়েছিল? অথবা এ শব্দ ব্যবহারে মাধ্যমে বিচারকের অন্যায় বিচারের অসহায় প্রতিবাদ জানিয়েছিল? এ তিনটির কোনটি সত্য তা কেউ জানেন না। রবীন্দ্রনাথ হয়তো একটি শব্দ ব্যবহারের মধ্যমে ত্রিমুখী ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছিলেন। পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপিয়ার তাঁর 'হ্যামলেট' নাটকে ব্যবহার করেছিলেন এ বাক্যটি 'To be or not to be that is the question'। হ্যামলেট উচ্চারিত 'To be or not to be' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার নিয়ে সাহিত্য সমালোচকগণ আলোচনা করেছেন কয়েক শতাব্দী ধরে। মেলেনি উত্তর। বাংলা সাহিত্যে একবার খুনের মামলা হয়েছিল। শোনা যায় বিদ্রোহী কবি নজরুলের কোনো একটি কবিতায় 'খুন' শব্দের ব্যবহার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ মৃদু আপত্তি তুলেছিলেন। এ আপত্তি নিয়ে অন্তত কলমযুদ্ধে খুনোখুনির উপক্রম হয়েছিল। অবশেষে ব্যারিস্টার প্রমথ চৌধুরীর ওকালতিতে 'বঙ্গ সাহিত্যে খুনের মামলা'র অবসান ঘটেছিল।

Dhaka University Institutional Repository

কোনো ভাষার শব্দ-ব্যবহার নিয়ে শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, ভাষাতাত্ত্বিক এবং বিবিধ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ হতে পারে। ভাষাতত্ত্বে ব্যবহৃত প্রথাগত ও সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেছেন। প্রধানত– ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর রফিকুল ইসলাম, ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, ডক্টর মনিরুজ্জামান ও আরো অনেকে। সাংগঠনিক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বিশ্লেষণের প্রয়াস চালিয়েছেন ডক্টর পবিত্র সরকার, ডক্টর মৃণাল নাথ, ডক্টর রাজীব হুমায়ুন প্রমুখ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভে প্রথাগত ও সাংগঠনিক পদ্ধতিতে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণে কতিপয় উদাহরণ উপস্থাপনের পর সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার শব্দগঠন প্রক্রিয়া প্রায় একই রকম। প্রায় প্রতিটি ভাষার একটি শব্দমূল (root) থাকে। শব্দমূলের আগে অথবা পরে প্রথাগত ব্যাকরণের ভাষায় উপসর্গ (prefix), প্রত্যয়- বিভক্তি (suffix) ইত্যাদি যুক্ত করে নতুন শব্দের গঠন (derivation) ও সম্প্রসারণের (inflection) প্রক্রিয়া চলে। বাংলা শব্দ ও শব্দ গঠন প্রক্রিয়া অনেকটা এরকম। যেমন– মূল শব্দ 'ফল'। মূল শব্দ 'ফল' এর আগে 'স' যোগ করে গঠিত হয় 'সফল' (স+ফল = সফল)। 'সফল' এর পরে 'তা' যোগ করে হতে পারে 'সফলতা'। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, শব্দমূলের আগে পরে উপসর্গ, প্রত্যয়- বিভক্তি যোগ করতে গিয়ে শব্দ গঠন প্রক্রিয়ায় কিছু ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনঘটতে পারে বা ঘটে থাকে। যেমন– মূল শব্দ 'জয়' তার আগে 'পরা' যোগ হয়ে গঠিত হয় 'পরাজয়'। পরাজয় শব্দের পরে 'এর' যোগ হয়ে হয় 'পরাজয়ের' ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি ভাষায়ও একই রকমের গঠন সুলভ। (১) মূল শব্দ master। মূল শব্দের আগে 'head' যুক্ত করে গঠিত হয় headmaster ও headmaster শব্দের পরে 's' যোগ করে হয় ' headmasters ' । (২) মূল শব্দ shirt। মূলশব্দের আগে half যোগ করে গঠিত হতে পারে halfshirt । বলা প্রয়োজন, headmaster এবং halfshirt শব্দ দুটি বাংলা ভাষায় বাংলা শব্দের মত প্রতিনিয়তই ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাধারণ নিয়মের বাইরে শব্দগঠনের ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মও পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় সুলভ। আরবি ও তুর্কি ভাষা থেকে দু ধরনের ব্যতিক্রমী নিয়ম উপস্থাপিত হলো।

(ক) আরবি ভাষা

পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় root বা শব্দমূলভুক্ত শব্দসমূহ একসঙ্গে বসে। আরবি ভাষায় root ভুক্ত বর্ণসমূহ সাধারণত একসঙ্গে বসে না। ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এ ধরণের root কে discontinuous root বা discontinuous morph বলে। উদাহরণঃ- d (দাল), r (রে), s (সিন)- দাল, রে, সিন এ তিনটি বর্ণ দিয়ে discontinuious morph গঠিত। এ discontinuious morph এর আগে, মাঝে এবং শেষে বিভিন্ন prefix, infix এবং suffix যুক্ত হয়ে বিভিন্ন শব্দ গঠিত হতে পারে। যেমন- মাদ্রাসা শব্দটির গঠন হবে নিম্নরূপঃ

	d	r	s
ma	d	ra	sa

দাল, রে, সিন এর আগে, মাঝে এবং পরে বিভিন্ন prefix, infix এবং suffix যুক্ত হয়ে গঠিত হতে পারে 'মোদারেস'। মোদারেস শব্দটির গঠন প্রক্রিয়া নিম্নরূপঃ-

	d	r	s
mo	da	re	s

Dhaka University Institutional Repository

(খ) তুর্কি ভাষা

বাংলা 'ফল' শব্দের আগে 'স' এবং পরে 'তা' যোগ এর মাধ্যমে গঠিত সফলতা শব্দের উদাহরণ দেয়া হয়েছে আগে। সফলের সঙ্গে য-ফলা যোগ করলে বাংলা সন্ধির গুণবৃদ্ধির সূত্রানুসারে শব্দটি পরিণত হয় 'সাফল্য' শব্দে। পণ্ডিতদের মতে তুর্কিভাষায় prefix, suffix অথবা infix যোগ করলেও ধ্বনিগত কোনো পরিবর্তন হয় না। ডক্টর আবুল কালাম মনজুর মোরশেদের ' আধুনিক ভাষাতত্ত্ব' গ্রন্থ থেকে একটি দীর্ঘ উদ্ধৃতি উপস্থাপিত হলো।

"যৌগিক ভাষার বহুল প্রসার লক্ষ্য করা যায়। এই শ্রেণীর ভাষায় রূপমূলগত উপাদান পরস্পর সংবদ্ধ হয়ে থাকে। দুটো বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সংহতিমূলক ভাষার সঙ্গে যৌগিক ভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত, প্রত্যেকটি উপাদান স্বতন্ত্র রূপমূলরূপে লক্ষণীয়, এবং দ্বিতীয়ত, বাক্যের সমস্ত উপাদান একত্রবদ্ধ হয় না। প্রথম বৈশিষ্ট্য যৌগিক ভাষার প্রধান প্রকৃত বলে চিহ্নিত করা যায়। উদাহরণ স্বরূপ তুর্কী ভাষার উল্লেখ করা যেতে পারে। তুর্কী ভাষায় পুরুষ বা বচন ছাড়া ক্রিয়াভাব প্রকাশকরূপ sev-mek 'ভালোবাসা', নঞর্থক রুপ হচ্ছে sev-me-mek 'না ভালবাসা', আত্মবাচক রূপ sev-in-mek 'নিজেকে ভালবাসা', কর্মবাচ্যমূলক ক্রিয়া sev-il-mek 'ভালবাসার জন্য', পারস্পরি রূপ sev-ish-mek 'পরস্পরকে ভালবাসা', সাময়িক রূপ sev-dir-mek 'একজনকে ভালবাসার কারণ'। উপরোক্ত রূপ ছাড়াও রূপমূলের গঠন প্রকৃতি পরিবর্ধন করা সম্ভব। যেমন, sev-dir-il-mek 'ভালবাসার জন্য আনীত', sev-in-dir-il-mek 'আনন্দ করার জন্য আনীত', sev-ish-dir-il-mek 'পরস্পরকে ভালবাসার জন্য আনীত', sev-ish-dir-il-me-mek 'পরস্পরকে ভালবাসার জন্য আনীত হয়নি' ইত্যাদি" (আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ; ১৯৮৫;১১৪)।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা শব্দের গঠন ও প্রথাগত পদ্ধতি

বাংলা শব্দের গঠন প্রক্রিয়া বর্ণনা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' গ্রন্থে যে পরিভাষাসমূহ ব্যবহার করেছেন সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মৌলিক বা স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ, সাধিত শব্দ, প্রত্যয়নিষ্পন্ন, সমস্ত, প্রকৃতি বা ধাতু, প্রাতিপদিক, পদ, কৃৎ, তদ্ধিত, প্রত্যয়, উপসর্গ, সমাস, শব্দদ্বৈত, শব্দরূপ ইত্যাদি। তাঁর গ্রন্থ থেকে শব্দ গঠনের কয়েকটি উদাহরণ উপস্থাপিত হলো। সংস্কৃত কৃদন্ত শব্দের উদাহরণঃ-

(১) পিপাসা '√পা+সন্' = 'পিপাস্' + 'অ' = 'পিপাস' + 'আ' = 'পিপাসা' শব্দ= 'পান করিবার ইচ্ছা' (সুনীতিকুমার; ১৯৪৫; ১৪৩)।

(২) কৃপা

"√কৃপ্ + অঙ + টাপ্ = কৃপা"

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ

"অ = অঙ্"; "ভিদ" প্রভৃতি অনেকগুলো ধাতু, সেগুলি প্রত্যয়ান্ত নহে, এবং সেগুলিতে দীর্ঘ স্বরধ্বনিও নাই, সেগুলি হইতে পূর্ববৎ স্ত্রীলিঙ্গময় ভাব-বাচক সংজ্ঞা সৃষ্টি করিতে এই "অঙ" (= অ) "প্রত্যয় যুক্ত হয়। ডক্টর সুনীতিকুমারের গ্রন্থে প্রদত্ত অসংখ্য উদারণে না গিয়ে ডক্টর রামেশ্বর'শ এর গ্রন্থ থেকে 'আমি' শব্দের প্রথাগত পদ্ধতি অনুসারে উদাহরণ উপস্থাপিত হলো।

আমিঃ সং অস্মদ্ শব্দের করণকারকের বহুবচন অস্মাভিঃ > প্রা অম্হাহি (স্ম্ > ম্স্ঃ বিপর্যাস>? ম্হ। ভ্ = ব্ + হ্> হ্ঃ ব্ -এর লোপ) > অপ. অম্হহি (হা> হঃ আ-কারের ক্ষীনতা)> প্রা. বা অম হে (আহ্মে, আম্ভে, অহ্মে, অম্ভে) (ই> এঃ স্বরসঙ্গতি হহি> হেঃ একটি হ- এর লোপঃ সমাক্ষর লোপ)> ম বা আহ্মি> আমি (হ্ম = ম্ + হ্ > ম্ঃ নাসিক্য ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতার লোপ। অস্মাভিঃ (বহুবচন)> আমি

Dhaka University Institutional Repository

(একবচন)ঃ অর্থসংকোচ। অথবা বৈদিক অস্মে (সম্প্রদান/ অধিকরণ)> প্রা. অম্হে (স্ম্ > ম্স্ঃ বিপর্যাস। ম্স্> ম্হ্ঃ স্-এর হ-কারীভবন)> প্রা-বা অম্হে> মা-বা আহ্মি> আমি (হ্ম= ম্হ্>মঃ মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ)।

অথবা বৈদিক ৪র্থ/ ৭মীর বহুবাচনের পদ অস্মে> তা অমহে (স্ > হ; হ্ম> মহঃ বিপর্যাস)> প্রা-বাং আমহে/ অমহে> আম্হি> ম- আহ্মি> আ- বাং আমি (হ্ম> ম্হ> মঃ মহাপ্রাণ নাসিক্যের মহাপ্রাণতার লোপ) (রামেশ্বর শ; ১৪০৩; ৬৭৮)।

কোনো শব্দের গঠন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথাগত পদ্ধতির এ ধরনের প্রয়াস কতটা যুক্তিযুক্ত বাংলা ব্যাকরণ রচনায় তা ভেবে দেখার অপেক্ষা রাখে। এমনও হতে পারে কোনো কোনো শব্দের ব্যাখ্যা জরুরি আবার আধিকাংশ শব্দের ব্যাখ্যা অপ্রয়োজনীয়। কিছু শব্দের গঠন বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় নিজেই বলেছেন–'বাঙালির পক্ষে কিন্তু এইরূপ বিশ্লেষ নিরর্থক; বাঙ্গালার পক্ষে এই প্রকারে শব্দকে মৌলিক, পূর্ণার্থ, অবিশ্লিষ্ট বা অবিভক্ত শব্দ বলিয়া ধরাই সঙ্গত হইবে' (পূর্বোক্ত; সুনীতিকুমার; ২১২)।

বাংলা শব্দের গঠনঃ সাংগঠনিক পদ্ধতি

বাংলা ভাষার শব্দের গঠনপ্রণালী ও তার বর্ণনা বিশ্লেষণে গোটা ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীরও দুই তৃতীয়াংশ সময় ধরে ব্যাকরণবিদগণ প্রথাগত ব্যাকরণের কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ ছিলেন। বিশ শতকের প্রায় এক চতুর্থাংশ সময় কেটে যাওয়ার পর কালানুক্রমিক– তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বে অর্থাৎ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৯৬৩) এবং সুকুমার সেন (১৩৬৪) তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রণালী পদ্ধতি অনুসরণে বাংলা শব্দের কালানুক্রমিক বর্ণনার সূত্রপাত করেন। পরবর্তীকালে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার প্রেক্ষিতে সাংগঠনিক কিংবা রূপান্তরমূলক ব্যাকরণের পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলা শব্দের গঠন-প্রণালী বা তার

Dhaka University Institutional Repository

রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের চেষ্টাও যে হয়নি, তা নয়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সর্বপ্রথম বাংলা ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্রে সে প্রচেষ্টা শুরু হয় এবং এখন পর্যন্ত তার ফলাফল যৎসামান্য। বাংলা শব্দতত্ত্ব বিষয়ক নিবন্ধ ও গ্রন্থসমূহের পর্যালোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠে। আর তা হল– অভিধান সংকলক, বৈয়াকরণ ও ভাষাবিজ্ঞানী যাঁরাই বাংলা শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছেন, যে পদ্ধতি তাঁরা অনুসরণ করুন না কেন, সর্বত্রই তাঁদের রচনা ও আলোচনার মধ্যে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে পৃথক দুটি প্রবণতা লক্ষিত হয়েছে। অধিকাংশ গবেষকই বাংলা শব্দের গঠন কৌশল বর্ণনাই, তার ব্যবহার বিধি প্রণয়নে প্রথাগত ব্যাকরণে বিশেষ করে সংস্কৃত ব্যাকরণে অনুশাসনকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ..... আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের রূপতত্ত্ব অধ্যায়ের কাজ হলো শব্দের অভ্যন্তরীণ সংগঠন বিশ্লেষণ করা, তার বিভিন্ন উপাদানের বিশেষ করে শাব্দিক ও ব্যাকরণের রূপের প্রকৃতি চিহ্নিত করে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের আন্তর রহস্য উন্মোচন করা। বর্তমানে শতাব্দীর দুই-তৃতীয়াংশ কেটে যাবার পর মাত্র এই সেদিন আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বাঙালি গবেষকগণ সাংগঠনিক ও সৃষ্টিশীল ব্যাকরণের পদ্ধতিতে বাংলা ভাষার রূপতত্ত্বের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন (শামসুন নাহার গফুর; ১৯৯৪; ১৪১-১৪৮)।

শব্দগঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বা বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের বড় অবদান Morphology বা রূপমূলতত্ত্ব। Morpheme (রূপমূল), Bound morpheme (বদ্ধরূপমূল), allomorph (সহরূপমূল) ইত্যাদি পরিভাষা আবিষ্কারের ফলে শব্দের গঠন, বিশ্লেষণ সহজতর হয়েছে। একটি মুক্তরূপমূলের আগে অথবা পরে বদ্ধরূপমূল যুক্ত করে বাংলা ভাষার শব্দ গঠিত হতে পারে। এ ধরনের বক্তব্যে নতুনত্ব হয়তো নেই। ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ অন্য পরিভাষা ব্যবহার করে একথাগুলো অবশ্যই বলেছেন। কিন্তু সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা সহরূপমূলের ধারণা প্রদান করে শব্দগঠন সম্পর্কিত অনেক সমস্যা সমাধান

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। বাংলা বহুবচন সূচক রূপমূলের অনেকগুলো আকার বৈচিত্র্যের মধ্যে -রা, -এরা, -গণ এ তিনটি ব্যাখ্যা সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞান পূর্ববর্তী ব্যাকরণে খুব একটা নেই বললেই চলে। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ যখন বলেন 'রা' বসে স্বরান্ত শব্দের পরে, 'এরা' বসে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের পরে এবং 'গণ' বসে কোনো ব্যক্তিকে সম্মান প্রদর্শনের পূর্বে তখন শব্দের গঠন বিশ্লেষণ অনেক সহজ হয়ে পড়ে।

শব্দের সংজ্ঞা এবং সীমা নির্ধারণে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ যখন বলেন একটি মুক্তরূপমূলের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে শব্দ গঠিত হতে পারে, তখন শব্দের সংজ্ঞা এবং সীমা নির্ধারণ সহজ হয়ে পড়ে। ধরা যাক 'ছেলে' একটি মুক্তরূপমূল এবং একটি শব্দ। ছেলেরা, ছেলেদেরকে, ছেলেমি, ছেলেমিকে এর প্রত্যেকটি কি এক একটি শব্দ? সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের প্রাথমিক সংজ্ঞানুসারে যেহেতু 'ছেলে' এর সঙ্গে একটি মাত্র বদ্ধরূপমূল 'মি' যুক্ত হয়েছে সেহেতু 'ছেলেমি' একটি শব্দ এবং অনুরূপ 'ছেলেরা'ও একটি শব্দ। সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের শব্দকেন্দ্রিক বিভিন্ন সংজ্ঞা থেকে সরল শব্দ, জটিলশব্দ এবং মিশ্র বা যৌগিক শব্দ, নির্ণয়ে কোনো জটিলতা থাকে না।

(ক) সরল শব্দ= একটি মুক্তরূপমূল

উদাহরণ- ছেলে।

(খ) জটিলশব্দ = একটি মুক্তরুপমূল+ এক বা একাধিক বদ্ধরূপমূল।

উদাহারণ- ছেলেরা, ছেলেদেরকে।

(গ) মিশ্র বা যৌগিকশব্দ = দুটি বা দুয়ের অধিক মুক্তরূপমূল = যদি তারা একটি শব্দের মত কাজ (function) করে।

উদাহরণ: 'তোমার ছেলেমেয়ে ক'জন' বাক্যে- 'তোমার সন্তান ক'জন' বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এ বাক্যে ছেলেমেয়ে রূপমূল দুটি একটি শব্দের মত কাজ করেছে। শব্দের derivation এবং Inflection -এর ক্ষেত্রে সাংগঠনিক বা বর্ণনামূলক

Dhaka University Institutional Repository

ভাষাতত্ত্ব সহজ সংজ্ঞা ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। Derivation বলতে সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ নতুন শব্দ গঠনের কথা বলেন এবং শব্দের শ্রেণী পরিবর্তনের উপর জোর দেন এবং Inflection বলতে শব্দের সম্প্রসারণের কথা বলেন। ধরা যাক্ 'ছেলে' থেকে সৃষ্ট দুটি শব্দ 'ছেলেমি' এবং 'ছেলেরা' সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানুসারে সহজে বলা সম্ভব ছেলে এর সঙ্গে 'মি' যোগ করে একটি নুতন শব্দ ছেলেমি গঠিত হয়েছে। ছেলে থেকে সৃষ্ট ছেলেরা শব্দটি সত্যিকার অর্থে কোনো নতুন শব্দ তৈরি করে না। ফলে ছেলেরা শব্দকে ছেলে শব্দের সম্প্রসারণ বলা চলে। বাড়ি বাড়ি, করে করে, করে ফেল, গান করা এই শব্দগুলোর গঠন বিশ্লেষণ সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে যথেষ্ট সহজ:

(ক) বাড়ি বাড়ি = $N_1 + N_1$

(খ) করে করে = $V_1 + V_1$

(গ) করে ফেল = $V_1 + V_2$

(ঘ) গান করা = $N_1 + V_1$

প্রথাগত এবং সাংগঠনিক পদ্ধতিতে শব্দগঠন সংক্রান্ত আরো অনেক পরিভাষা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য, বিমিশ্রণ (contamination), জোড়কলম শব্দ (portmanteau word), সঙ্কর শব্দ (Hybrid word), মুণ্ডমাল শব্দ (Acrostic word), অনুকার শব্দ (Echo word), ভুয়া শব্দ (Ghost word), লোকনিরুক্তি (Folk- Etymology), শ্রুতিধ্বনি (Glide), বিষমচ্ছেদ (metanalysis / নিষ্কালন/ ভ্রান্তিবিশ্লেষ) ইত্যাদি।

(ক) সাদৃশ্য এবং উদাহরণ

টাকার কুমির। মূলে ছিলো টাকার কুবির (কুবের অর্থাৎ যক্ষ)। যেহেতু কুমির শব্দের সঙ্গে বাঙালি বেশি পরিচিত সেজন্য টাকার কুমিরের সাদৃশ্যে টাকার কুবির হয়েছে, টাকার কুমির।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) বিমিশ্রণ ও উদাহরণ

ভাষাবিদ ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু ব্যাখ্যা দিয়েছেন- 'একটি শব্দ ব্যবহার করতে গিয়ে অন্য একটি অধিক পরিচিতি ধ্বনি সাদৃশ্যযুক্ত শব্দ মনে ভেসে ওঠে। এই দুই শব্দের মিলিত একটা তৃতীয় শব্দ গড়ে ওঠে, তখন এই গঠন প্রক্রিয়ার নাম মিশ্রণ'। যেমন > পোর্তুগীজ 'পাউ' এবং হিন্দুয়ানী 'রুটি' যোগে> পাঁউরুটি (তরুণ ঘোষ; উদ্ধৃত; ১৩৫)

(গ) জোড়কলম শব্দ ও উদাহরণ

কোন একটি শব্দ বা তার অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দ জুড়ে তৈরি হয় জোড়কলম শব্দ। যেমন- আরবি 'মিন্নৎ' সংস্কৃতি বিজ্ঞপ্তি= বাংলা মিনতি (আ. মিন্না+বাং বিনতি = মিনতি)।

(ঘ) সঙ্কর শব্দ ও উদাহরণ

ইংরেজি ভাষার একটি শব্দ হেড এর সঙ্গে সংস্কৃত 'পণ্ডিত' যুক্ত হয়ে সঙ্কর শব্দ তৈরি হয়েছে। ইংরেজি হেড+ পণ্ডিত= হেডপণ্ডিত।

(ঙ) মুণ্ডুমালশব্দ ও উদাহরণ

সাধারণত বাক্যাংশ বা নামের শুধু প্রথম অক্ষর যোগে গঠিত হয় মুণ্ডুমাল শব্দ। যেমন- ঢাবি = ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পাউবি= পানি উন্নয়ন বোর্ড, কাবিখা= কাজের বিনিময়ে খাদ্য ইত্যাদি। অনুরূপ ইংরেজিতে

UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

(চ) অনুকার শব্দ ও উদাহরণ

মূলত সাদৃশ্যের কারণে সৃষ্টি হয় অনুকার শব্দ। একে প্রতিধ্বনি শব্দও বলা হয়। যেমন–শাড়ি টাড়ি, মিষ্টি টিষ্টি।

Dhaka University Institutional Repository

(ছ) ভুয়া শব্দ ও উদাহরণ

উৎস বা মূল নেই এরূপ শব্দই হচ্ছে ভুয়া শব্দ, যেমন- প্রোথিত। সংস্কৃতে প্রোথ্ নামে ধাতু নেই- অথচ 'প্রোথিত' শব্দ পোঁতা অর্থে ব্যবহৃত (তরুণ ঘোষ; ১৩৬)।

(জ) লোকনিরুক্তি ও উদাহরণ

অস্পষ্ট বা কঠিন শব্দকে সহজ ও পরিচিত রূপ দেয়ায় তৈরি হয় লোকনিরুক্ত শব্দ। যেমন– Armchair থেকে আরামকেদারা, হসপিটাল থেকে হাসপাতাল ইত্যাদি। আরামকেদারা– আরামদায়ক কেদারা বা চেয়ার, অর্ধশয়ানে থাকবার চেয়ার, স্বাচ্ছন্দবোধ হয় এমন কেদারা। ইংরেজি arm-chair থেকে শব্দটি বাংলায় এসেছে। যার অর্থ হাতলওয়ালা চেয়ার, easy-chair অর্থে ব্যবহৃত। আমাদের সামাজিক জীবনে আরামে বসবার জন্য কোনো চেয়ার ছিল না। সংস্কৃত চতুষ্কী থেকে বাংলায় চৌকি পাওয়া যায়। ইংরেজদের আগমনের পর ইজিচেয়ার ও আর্মচেয়ারের আগমন ঘটে। পরে বাংলা ভাষায় বিদেশি উৎসের দেশি উপকরণজাত শব্দ হিসেবে 'আরামকেদারা' তৈরি হয়। আরাম বাংলায় ব্যবহৃত ফারসি শব্দ, যার অর্থ সুস্থ্য বা রোগমুক্ত। কেদারা বাংলা শব্দ যার অর্থ চৌকি বা চেয়ার। Arm chair এর আর্ম ধ্বনি সাদৃশ্যে আর্ম> আরম>আরাম) তৈরি হয়েছে আরামকেদারা।

(ঝ) বিষমচ্ছেদ ও উদারণ

সংস্কৃত নবরঙ্গ অথবা ফারসি নারাঙ্গ থেকে Orange । ডক্টর সুকুমার সেনের বিশ্লেষণ– "সংস্কৃত 'নবরঙ্গ' ফারসি 'নারাঙ্গ', তাহা হইতে আরবি 'নারাঞ্জ', তাহা হইতে আধুনিক ইংরেজিতে an orange । এইভাবে Norange শব্দ দাঁড়াইল Orange" (পূর্বোক্ত; তরুণ ঘোষের উদ্ধৃতি; ১৩৮)।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ও গঠন বিশ্লেষণ

বাংলা শব্দের গঠন, বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এর ক্ষেত্রে বাংলার প্রথাগত ভাষাবিজ্ঞানী এবং সাংগঠনিক ভাষাবিজ্ঞানীগণ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যে-কোনো পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। তাঁদের অবলম্বিত পদ্ধতিতেও স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা ছিল। সমাজভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁদের অন্যতম সীমাবদ্ধতা ছিল সমাজসূত্রের সঙ্গে ভাষাসূত্রকে সম্পর্কিত না করা। তাঁদের সীমাবদ্ধতার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে এই কথা ভুললেও চলবে না যে সত্যিকার অর্থে সমাজভাষাবিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়েছে ১৯৬০ দশকে।

শ্রেষ্ঠ ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি Competence পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। সমাজভাষাবিজ্ঞানী ডেল হাইমস বলেছেন Competence এর চাইতে বেশি জরুরি Communicative Competence (ভাববিনিময় যোগ্যতা)। Communicative competence এর বাংলা উদাহরণ দিতে গিয়ে ডক্টর রাজীব হুমায়ুন আপনি, তুমি, তুই সর্বনাম এবং সম্পর্কিত ক্রিয়া করেন, করো, কর্ এর কথা বলেছেন। (রাজীব হুমায়ুন; ২০০১; ১১)। সমাজভাষাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত কয়েকটি পরিভাষা বাংলা শব্দ গঠন বিশ্লেষণের জন্য জরুরি। সেগুলো হচ্ছে ডায়গ্লসিয়া, সঙ্কেত বদল, বাইলিঙ্গুয়ালিজম, পিজিনিকরণ, ক্রেওলিকরণ, রেজিস্ট্রার, সম্বোধনসূচক রূপমূল ইত্যাদি।

বাংলায় তাহারা–তারা, অদ্য–আজ ইত্যাদি জোড়া শব্দ রয়েছে। সমাজভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিকোণ থেকে এ জোড়া শব্দের পেছনে রয়েছে সাধুরীতি, চলতিরীতির নিয়মিত ব্যবহার। প্রসঙ্গত আল্লাহ/ ঈশ্বর, বেহেশত/ স্বর্গ/ দোজখ/ নরক ইত্যাদি জোড়া শব্দের পেছনে রয়েছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। প্রতিশব্দ ব্যবহারের প্রসঙ্গ এখানে উঠতে পারে। নারী প্রসঙ্গে মহিলা, ভদ্রমহিলা, নারী, ললনা, সুকেশা, সুদন্তী, অক্ষতযোনি এরকম প্রচুর প্রতিশব্দ বাংলায় রয়েছে। এ প্রতিশব্দ সমূহের ব্যবহার কি আকস্মিক এসব শব্দের ব্যবহার কি সুচিন্তিত? এসব শব্দের নির্বাচনে সমাজ-সংস্কৃতির প্রসঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

মাথায় রাখা যেতে পারে। ভদ্রমহিলা অর্থে 'মাতারি' শব্দটি কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়। যে নারীর চুল সুন্দর নয় তাকে সুকেশা বলা আর কানা ছেলেকে পদ্মলোচন বলা একই কথা। ইংরেজি Virgin অর্থ বাংলা অভিধানে অক্ষতযোনি শব্দটি রয়েছে। এ শব্দটি তথাকথিত সতীত্ব চিন্তার ধারক বাহক। পুরুষ ও পুরুষশাসিত সমাজের কুরুচির পরিচায়ক। প্রসঙ্গত আপামোর শব্দটির কথা বলা যেতে পারে। আ+পামোর মিলে গঠিত হয়েছে আপামোর শব্দটি। 'পামোর' শব্দটি যদি তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে আধুনিক শ্রেণীসাম্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আপামোর শব্দটি ব্যবহার যুক্তিযুক্ত নয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানী লেবভ 'কাহ' এবং 'কার' ব্যবহার প্রসঙ্গে Code switching এর কথা উত্থাপন করেছেন। বাংলায় মারা গেছে অর্থে Code switching এর কথা বলেছেন মুহম্মদ আব্দুল হাই এবং আরো কেউ কেউ (রাজীব হুমায়ুন; পুর্বোক্ত)।

কথ্য বাংলায় সম্বোধনসূচক রূপমূল হিসেবে ব্যবহৃত হয়– মনি, জান, -ষু, -য়েষু ইত্যাদি। ভাষাতত্ত্বের দশজন ছাত্রের মাঝে আঘোষিত জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে কাকামনি, ভাবিজান, কল্যাণীয়েসু, কল্যাণীয়াসু ইত্যাদি শব্দে ব্যবহৃত সম্বোধনসূচক রূপমূল সম্পর্কে অনেকেই সচেতন নন।

সালাত/নামায, সাওম/ রোযা, কিতাব, মক্তব ইত্যাদি শব্দের গঠন সম্পর্কে মাথা ঘামান না আনেকেই। গায়েহলুদ, চাষাভুষো, ছোটলোক ইত্যাদি শব্দকে সাধিত শব্দ হিসেবে বলাই কি শেষ কথা হবে? না কি এসব শব্দের গঠনের পেছনে রয়েছে সমাজ সংস্কৃতি ও সমাজ মানসের একটি ধারাবাহিকতা? মোগলরা ভারতবর্ষে না এলে হয়তো নামায, রোযা শব্দ বাংলায় প্রচলিত হতো না। অন্যদিকে বিয়ে উপলক্ষে বর কনের গায়ে হলুদ মাখানোর প্রথা এবং সম্পর্কিত অনুষ্ঠান না থাকলে গায়ে হলুদ শব্দটির জন্ম হতো না। 'ছোটলোক' শব্দটির গঠন নিয়ে কী বলা যেতে পারে? ছোট+লোক= ছোটলোক। ছোটলোক কি? ছোট কি ইংরেজি small অথবা বাংলা কমবয়সীর প্রতিশব্দ। বাংলাদেশের সকলেই ছোটলোক শব্দের প্রচলিত অর্থ জানে।

Dhaka University Institutional Repository

ছোটলোক ব্যবহৃত হয় সমাজের অবহেলিত এবং তথাকথিত অনভিজাতদের ক্ষেত্রে। ছোটলোকের বিপরীত শব্দ বড়লোক। বড়লোক মানে লম্বা লোক নয়। এমন এক সময় আসবে বাংলা ভাষায় বড়লোক ছোট লোকদের গঠন সম্পর্কে এবং তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে হয়তো সকলেই সচেতন হবেন। শব্দের জগৎ একই সঙ্গে আকর্ষণীয় এবং জটিল। শব্দ সৃষ্টির ভেতরের রহস্য সাধারণ মানুষ জানে না। তাঁরা শুধু শব্দ ব্যবহার করেন ভাব বা তথ্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে। ভাষাবিজ্ঞানের গবেষক হিসেবে এখানে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের একটি সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস করে আলোচনা-বিশ্লেষণ করা হয়েছে সীমিত পরিসরে এবং বলা যায় বর্তমান অভিসন্দর্ভে শব্দের গঠন বিশ্লেষণে সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ ব্যবহারের সূচনামাত্র।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ

ক. ভূমিকা

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক মানুষ তাঁর জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, স্রষ্টা, ইহলোক, পরলোক ইত্যাদি নিয়ে কমবেশি চিন্তা করেন। এই চিন্তার ফসল ধর্ম। পৃথিবীতে ধর্মের সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ধর্মসমূহ হলো – ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্ট ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি। পৃথিবীর অধিকাংশ ধর্ম প্রবর্তক দাবী করেন তিনি স্রষ্টার প্রতিনিধি এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মগ্রন্থ স্রষ্টাকর্তৃক প্রেরিত। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন স্রষ্টা ছাড়াও মানুষ সূর্য, দেব-দেবী, গাছপালা, ইত্যাদি উপাসনা করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মচিন্তা এবং ধর্মকেন্দ্রিক বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান জন্ম দিয়েছে অসংখ্য শব্দ।

বাংলাদেশে প্রধান চারটি ধর্মীয় সম্প্রদায় আমরা লক্ষ করে থাকি। যেমন– হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান ও বৌদ্ধ। বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাষা ব্যবহারে সুস্পষ্ট কিছু পার্থক্য দেখা যায়। প্রত্যেক ধর্ম সম্প্রদায়ের বিশেষ করে মুসলমানদের ধর্মকেন্দ্রিক মৌলিক শব্দ ছাড়াও রয়েছে ঋণকৃত অনেক শব্দ। ইসলাম ধর্মের কারণে সৃষ্ট হয়েছে কোরআন ও হাদিসকেন্দ্রিক প্রচুর শব্দ। মুসলমানগণ ধর্মকেন্দ্রিক যেসব শব্দ ব্যবহার করে তার প্রায় সব শব্দ আরবি বা কোরআনকেন্দ্রিক নয়। উর্দু, ফারসি, হিন্দি, সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা থেকে এসেছে ধর্মকেন্দ্রিক অনেক শব্দ। নিচে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়কেন্দ্রিক শব্দ ও প্রাসঙ্গিক ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো।

খ. ইসলাম ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ

১. ইসলামী শব্দের সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত আছে ইসলাম, আল্লাহ, খোদা, কোরআন, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, কালেমা, হযরত মোহাম্মদ (সঃ), হাদিস, শিয়া, সুন্নী, পয়গম্বর,

Dhaka University Institutional Repository

রসুল, ঈদুল ফিত্‌র, ঈদুল আয্‌হা, মক্কাশরীফ, কাবাশরীফ ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ। এসব শব্দের সরাসরি অর্থ অনেক সময় অভিধানের সুলভ। কিন্তু ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক এমনকি ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে (Etymological) সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা যথেষ্ট হয়নি।

ইসলাম ধর্ম মানে শান্তির ধর্ম। একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ইসলাম শব্দ কীভাবে গঠিত হয়েছে তা অনেকেরেই অজানা। ইসলাম শব্দের মূলে রয়েছে s l m ও তিনটি discontinuous morph. আরবি ভাষার শব্দগঠনের নিয়ামানুসারে s l m এর সাথে infix যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে সালাম। সালাম একটি ক্রিয়াপদ। মূল অর্থ বিরোধ বিবাদ এড়িয়ে শান্তি স্থাপন করা। সালাম থেকে গঠিত হয়েছে ইসলাম। আরবি ভাষায় মূল রূপমূল অথবা একটি রূপমূলের আগে 'মিম' যুক্ত হয়ে সাধারণত গঠিত হয়- যে করে ধরণের শব্দ। এই হিসেবে সালাম অথবা ইসলামের আগে বদ্ধরূপমূল 'মিম' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে মুসলিম। মাঝে infix সমূহের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটেছে। তাহলে মুসলিম শব্দের অর্থ দাঁড়ায় যিনি শান্তিতে বিশ্বাস করেন। এখানে ইসলামে মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) এর নামের মোহাম্মদ অংশের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। হে, মিম, দাল দিয়ে গঠিত হয়েছে হামদ শব্দ। হামদ মুক্তরূপমূলের আগে মিম বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে মোহাম্মদ/ মুহম্মদ শব্দটি। হামদ শব্দের অর্থ প্রশংসা। মুহম্মদ শব্দের অর্থ প্রশংসনীয়/ প্রসংসিত।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ যথাক্রমে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত। ঈমান থেকে গঠিত হয়েছে বাংলায় ঈমানদার, বেঈমান ইত্যাদি বহু শব্দ। ঈমানদার শব্দটি গঠিত হয়েছে আরবি ঈমানের সঙ্গে ফারসি 'দার' বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে। অনেকটা এইরকমভাবে 'বেঈমান' শব্দটি গঠিত হয়েছে ঈমান রূপমূলের আগে ফারসি 'বে'

Dhaka University Institutional Repository

বদ্ধরূপমূল যুক্ত হয়ে। বেঈমান শব্দটির মূল অর্থ হওয়া উচিত ঈমানহীন অথবা ইসলামধর্মে অবিশ্বাসী। কিন্তু বাংলায় এই শব্দের অর্থ দাঁড়িয়েছে বিশ্বাসঘাতক, অকৃতজ্ঞ। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বল যায় বেঈমানের 'ঈ' স্বরধ্বনিটি অর্ধস্বর ধ্বনিতে পরিণত হয়েছে।

নামায শব্দটির ইতিহাস বিস্ময়কর না হলেও চমকপ্রদ। বাঙালি মুসলমানগণ সুদীর্ঘকাল ধরে পরম বিশ্বাসের সঙ্গে নামায পড়ে আসছেন। কিন্তু নামায শব্দটি আরবি ভাষায় নেই। আরবি ভাষায় নামাযের প্রতিশব্দ সালাত। একই কথা রোযা শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। রোযা শব্দটি ফারসি। রোযার মূল শব্দ সাওম বা সিয়াম। সাওম শব্দের বহুবচন হচ্ছে সিয়াম। সাওম মাসের আক্ষরিক অর্থ restraint; abstinence from all improper or unlawful acts. (গোলাম মাকসুদ হিলালী; ১৯৬৭; ২৮৪)। রোযার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দসমূহের মধ্যে উল্লেযোগ্য হচ্ছে রমজান/রমযান, ঈদুল ফিত্‌র আরো অনেকশব্দ। বাহার উদ্দিন লিখেছেন– 'রমজান' শব্দটি আরবি 'রমজ' ধাতু থেকে আগত। 'রমজ' মানে দাহ, তাপ, পোড়ানো। আরবি শব্দতাত্ত্বিকদের ধারণা, চান্দ্র মাস চালু হওয়ার [চান্দ্র বর্ষই নিয়ন্ত্রিত করে মুসলমানদের উৎসব] অনেক আগে প্রাচীনকালে গরমের মৌসুমে এই মাস পড়ত বলে এর নাম হয় রমজান। রমজানের সঙ্গে উপবাসের আরবি প্রতিশব্দের ধ্বনিগত কোনো মিল নেই। উপবাসের আরবি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'সওম'। এর অর্থের সঙ্গেও উপবাস ব্রতের কোনো মিল নেই। এর অর্থ হলো আরাম বা বিশ্রামে থাকা। ..... "এবং হিযরতের পরেই সম্ভবত ইহুদি বা সিরিয়াক সূত্র থেকে উপবাসের প্রতিশব্দ হিসাবে সওম শব্দটি গ্রহন করেন মুহম্মদ। কোরআনের ১৯ নং সূরা মরিয়মের ২৭ নং আয়াতে সওম শব্দটির উল্লেখ আছে" (মুনতাসীর মামুন;২০০০;১৪)। বাংলা ভাষায় দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত শব্দ রমজান এবং রমযান ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় ফারসি ভাষার প্রভাবে রমযান এবং বাংলার ধ্বনি বৈশিষ্টানুসারে রমজান

Dhaka University Institutional Repository

শব্দটি প্রচলিত। অতি সম্প্রতি ব্যবহৃত হচ্ছে 'রমাদান'। রমাদানের 'দ' আসলে জোয়াদ এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিভাষায় interdental। ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছিলেন, ইরানিরা আরবের ধর্ম নিয়ে ছিল, ভাষা ও সংস্কৃতি নেয়নি। নামায, রোযা, ইসলামের মূল স্তম্ভের পরিচয়বাহী এ শব্দ দুটি একথাই সত্যতা প্রমাণ করেন । বাহার উদ্দিনের আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়ে সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে ইতি টানা যায়। "ঈদ, সওম এবং রমজানের মূল অর্থ এবং তাদের উৎসভূমির ভিত্তিতেই অনুমান হয় রোজার উপবাস জন্ম নিয়েছে কৃষিনির্ভর সমাজে হয়ত বা প্রাচীন সিরিয়ায়"। (মুনতাসীর মামুন; ২০০০; ১৩) ।

ঈদুল ফিতর বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে বহুল প্রচলিত। ঈদুল ফিতরকে কেউ কেউ ভুলক্রমে ফেতরার ঈদ বলে থাকেন (বিশেষ করে গ্রামে শব্দটি প্রচলিত)। 'ঈদ' আরবি শব্দ। এর দুটি আভিধানিক অর্থ পাওয়া যায়। এক, পুনর্গমন বা বার বার ফিরে আসা; দুই, আনন্দ। অন্যদিকে ফিতর শব্দের অর্থ ভেঙ্গে দেওয়া, অন্য অর্থ বিজয়। দীর্ঘ এক মাস রোজা রাখা বা উপবাস করার পর যে উৎসব পালন করা হয়, তাই ঈদুল ফিতরের উৎসব। 'বিজয়' অর্থটি ব্যঞ্জনাময়। পুরো রমজান মাস রোজা রেখে মানুষ তার কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে এক ধরনের বিজয় অর্জন করে এ অর্থে তা বিজয় উৎসবও বটে। (শিশু বিশ্বকোষ; ১ম খণ্ড; ২৪৭)

সাধারণ জনগণের কাছে ঈদুল ফিত্‌র ঈদ অথবা ছোট ঈদ হিসেবে পরিচিত। শিক্ষিত ব্যক্তিরা বলেন ঈদুল ফিত্‌র। এখানে দুটি ভাষাতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলা সন্ধির নিয়মানুসারে ঈদ-উল হয়েছে ঈদুল/ইদুল আর অন্যদিকে যেহেতু বাংলা শব্দের শেষে যুগ্ম ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয় না সেহেতু ফিত্‌র হয়েছে ফিতর। ঈদ-উল-আয্‌হা শব্দটি বাংলায় 'ইদুল আযহা' অথবা 'ঈদ-উজ-জোহা' হিসাবে পরিচিত। সাধারণ জনগণসহ অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান ঈদ-উল-আযহার বদলে কোরবানীর ঈদ, বক্‌রি ঈদ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেন। কোরবানী শব্দটির মূলে রয়েছে আরবি

Dhaka University Institutional Repository

শব্দ গঠনের নিয়মানুসারে discontinuous ক্বাফ, রে, বে। ক্বাফ, রে, বে - এর সঙ্গে prefix, suffix, infix যুক্ত হয়ে কোরবান এবং কোরবানী শব্দ দুটো গঠিত হয়েছে। মূল অর্থ নৈকট্য লাভ করা অথবা উৎসর্গ করা। "কুরবানী- একটা প্রথা যা বহু প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। 'কুরবানী' শব্দটি ক্রিয়াপদ- এসেছে 'কুরবান' থেকে- অর্থ উৎসর্গ করা। হিব্রুতে বলা হয় কোরবান (Kurban) কু-র-ব ধাতু থেকে উৎপন্ন। ধাতুগত অর্থে এর মানে হয় নৈকট্য। দেবতা ঈশ্বর বা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে যা উৎসর্গ যারা হয় তাও কুরবান নামে পরিচিত। এই প্রথা আদিকাল থেকে চলছে। আদমের দুই পুত্র হাবিল ও কাবিল ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কুরবান করল। যেমন কোরআনে আছে "এবং তাহাদের নিকট সত্যভাবে অদমের দুই পুত্রের কথা বর্ণনা করা হয়। যখন তাহারা উভয়ে কুরবানী করেছিল তখন একজনের উৎসর্গ কবুল হয়েছিল" (কোরআন; ৫ ঃ ২৭)। তাছাড়া আরও আছে দুই স্থানে (৩ঃ১৮৩ এবং ৪৬ঃ২৮)। যেখানে বলা হয়েছে "যাহারা বলে, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদিগকে তাগিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়াছেন যে, আমরা যেন ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো রসুলের ওপর ঈমান না আনি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আমাদের জন্য এমন কুরবানী (করার আদেশ) লইয়া আসে যাহা অগ্নি গ্রাস করে" (৩ঃ ১৮৩)। অতএব তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে (তাঁহারা) নৈকট্য লাভের জন্য যাহাদিগকে মাবুদরূপে গ্রহণ করিয়াছিল উহারা কেন তাহাদের সাহায্যে আসিল না" (৪৬ঃ২৮)। প্রথমোক্ত স্থানে 'কুরবান' উৎসর্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু পরবর্তী স্থানে নৈকট্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (সাদউল্লাহ; দৈনিক জনকণ্ঠ; ঈদ-উল-আযহা সংখ্যা; ১৭)।

বক্‌রি ঈদ শব্দের সামাজিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন– "কোরবানীর ঈদ না হয় বোঝা গেল, কিন্তু বকরী ঈদ? অনেকের ধারণা সুরা বাকারা থেকে 'বকরী' শব্দটি চালু হয়েছে। বাকারা সুরায় গাভী সম্পর্কে বলা হয়েছে, কিন্তু তা অন্য প্রসঙ্গে। ঈদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তাছাড়া বকরী মানে আমরা

Dhaka University Institutional Repository

নিদিষ্টভাবে একটি পশু ছাগল (খাসী) কেই বুঝি। একশো বা দেড়শো বছর আগে বাংলাদেশে গরু কোরবাণী দেয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশেষ করে হিন্দু জমিদারের অঞ্চলে যেখানে গরু কোরবাণী সম্পর্কে তারা বৈরি মনোভাব পোষণ করতেন। কোরবাণী যদি কেউ দিতেন তাহলে খাসী বা ছাগলই দিতেন। 'বকরা' মানে গাভী। আরবি এই শব্দটির বিকৃত রূপ হয়েছে 'বক্‌রি'। কিন্তু গরু যেহেতু কোরবাণী দেওয়া সম্ভব নয়, কোরবাণী দেওয়া হচ্ছে ছাগল, তাই বকরী মানে দাঁড়িয়ে গেল ছাগল"। (পূর্বোক্ত; ২০০০; ২৭)।

সম্মানসূচক রূপমূল, বন্ধরূপমূল ও সংক্ষিপ্ত রূপ প্রসঙ্গঃ ইসলামকেন্দ্রিক, কয়েকটি মুক্তরূপমূলের সঙ্গে শরীফ রূপমূল যুক্ত করে সম্মান দেখানোর একটি নিয়ম প্রচলিত আছে। যেমন- কোরআন শরীফ, দুরুদ শরীফ, হাদীস শরীফ, বোখারী শরিফ, মক্কাশরীফ, কাবাশরীফ ইত্যাদি। ইরানের কবি রুমি রচিত মসনবী গ্রন্থকে অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করা হয় বলে কেউ কেউ গ্রন্থটিকে মসনবী শরীফ বলেন।

ইসলামে মহানবী হয়রত মোহাম্মদের নামের পাশে বন্ধনীতে লিখিত হয় সঃ অথবা দঃ। সঃ এর পূর্ণরূপ হলো সল্লল্লাহু আলাহিস সালাম। দঃ এর পূর্ণরূপ দরুদ। অর্থাৎ পাঠককে হযরত মোহাম্মদের নাম উচ্চরণের সঙ্গে দরুদ অর্থাৎ (সঃ) পড়তে বলা হচ্ছে। দরুদ শব্দটি এসেছে ফারসি দুরুদ থেকে যার অর্থ দোয়া, দয়া ইত্যাদি। সঃ দঃ এর মতো বিভিন্ন নবী ও খলিফাদের নামের পাশে বন্ধনীতে আঃ, রাঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন হযরত নূহ (আঃ), হয়রাত ওমর (রাঃ) ইত্যাদি। আঃ এর পূর্ণরূপ আলাহিস সালাম। (রাঃ) এর পূর্ণরূপ রাদিয়াতাল্লাহ/রাজিয়াল্লাহ আনহু। নবী কন্যা ও পত্নীর ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় রাদিআল্লাহ আনহা। রাদিআল্লা, রাজিআল্লা এর মধ্যে 'দ' এবং 'জ' এর উচ্চারণ কোনটিই সঠিক নয়। দ, জ এর বদলে হবে জোয়াদ এর উচ্চারণ। IPA- এর ভাষায় interdental। প্রসঙ্গত সম্মানিত নবী এবং ইসলামী শাস্ত্র উচ্চশিক্ষা লাভকারী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে কয়েকটি

Dhaka University Institutional Repository

উপাধি ব্যবহৃত হয়। যেমন– হযরত, আল্লামা, মাওলানা, মৌলভী, মুন্সী ইত্যাদি। ১৯৯০ দশকের পূর্বে শুধুমাত্র নবীদের নামের আগে হযরত শব্দ ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে বাংলাদেশে কোনো কোনো ইসলামী শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির নামের আগেও হযরত উপাধি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আল্লামা শব্দটি অতি উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের নামের আগে ব্যবহৃত হতো ১৯৯৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত। যেমন- আল্লামা ইকবাল। এখন ইসলাম ধর্মে উচ্চশিক্ষিত কোনো কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রেও আল্লামা ব্যবহৃত হয়।

মাদ্রাসার সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী নামের আগে মাওলানা, ফাজেল পাশ ব্যক্তিদের নামের আগে মৌলভী এবং মাদ্রাসায় সামান্য কিছু লেখাপড়া করেছেন এমন ব্যক্তিদের নামের আগে মুন্সী ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। পুরুষদের নামের আগে মোহাম্মদ ও মেয়েদের নামের আগে মোসাম্মৎ এবং নামের পরে বেগম, খাতুন, খানম ইত্যাদি শব্দও সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। বাঙালি মুসলমানের অধিকাংশ আসল (মূল) নাম আরবি-ফারসি প্রভাবিত (রাজীব হুমায়ুন; ২০০১;৭১)। মুসলমান পুরুষদের নামের আগে শতকরা নব্বই ভাগের অধিক ক্ষেত্রে মুহম্মদ ব্যবহৃত হয়। যেমন– মুহম্মদ আবুল হুসেন, মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ইত্যাদি। অর্থাৎ সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায় নামের আগে স্বধর্মের রসুলের নাম সংযোজিত হয়েছে। অথবা এও হতে পারে মুহম্মদ শব্দের মাধ্যমে মুহম্মদী ধর্ম বোঝানো হয়েছে। ১৯৬০-৭০ দশক পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলমান মহিলাদের নামের আগে মোসাম্মৎ শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মোসাম্মৎ শব্দের মূল অর্থ ভদ্রমহিলা। ধর্মীয় অনুষঙ্গবাহী অন্য দুটি পদবি হচ্ছে সৈয়দ, কোরায়শী। এ দুটি পদবিধারীগণ নিজেদেরকে হযরত মোহাম্মদ এবং কোরাইশ বংশের উত্তরাধিকারী বলে দাবী করেন, এ দাবীর পেছনে সত্যতা থাক বা না থাক। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন বাঙালি মুসলমানের অনেকেই তাদের আরবি-ফারসি নামের অর্থ জানেন না।

Dhaka University Institutional Repository

২. *শব্দের গঠন এবং রূপমূল সম্পর্কে অসচেতনতা*

আরবি-ফারসিজাত শব্দসমূহের গঠন এবং রূপমূল সম্পর্কে স্বাভাবিক অসচেতনতা রয়েছে। এটি দোষের কিছু নয়। ভবিষ্যতের সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ভাষাতাত্ত্বিকগণ সব শব্দের গঠন সম্পর্কে সচেতন হলে বাংলা ভাষায় ভাষাতত্ত্ব চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটবে। যেমন বাংলায় 'বিসমিল্লাহ' শব্দটি মুসলমান পরিবারে 'বিসমিল্লা' হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। খাওয়ার শুরুতে এবং অনেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ শব্দের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। মাঝে মাঝে 'বিস্‌মিল্লায় গলদ'ও হয়। এবং হিন্দু পরিবারেও মাঝে মাঝে বিসমিল্লায় গলদ হতে শোনা যায়। বাংলা ভাষাভাষী জনগণের ধারণায় বিসমিল্লাহ একটি শব্দ। এ শব্দটির মধ্যে মুক্তরূপমূলসহ যে চারটি রূপমূল আছে তা বিশ্লেষণ করলেই পাওয়া যায়। আরবিতে বিসমিল্লাহ শব্দটি গঠিত হয়েছে বে+ইসম+এ+আল্লাহ এ চারটি রূপমূল দ্বারা। একই কথা পয়গম্বর শব্দের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাংলা ভাষাভাষীর ধারণায় (Concept) এ পয়গম্বর শব্দটি একটি মাত্র রূপমূল দিয়ে গঠিত। পয়গম্বর শব্দে কমপক্ষে দুটি রূপমূল (পয়গম+বর) রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে দেখা যায় 'বাংলায়' ব্যবহৃত আরবি-ফারসিজাত ধর্মীয় অনেক শব্দেই 'হ' লোপ পায়। যেমন– আল্লাহ> আল্লা, ঈদগাহ> ঈদগা, বিসমিল্লাহ> বিসমিল্লা ইত্যাদি (সৌরভ সিকদার; ২০০২; ২৩৩)

৩. *ইসলামী শব্দ ও শব্দসমষ্টির ভুল প্রয়োগ*

আরবি ফারসির প্রভাবে বাংলায় আশেক, আশেকান, মুরিদ, মুরিদান, শহীদ, শহীদান, আসামি, আসিমিয়ান এ জাতীয় কিছু শব্দ এসেছে। মুক্তরূপমূলের সঙ্গে বহুবচনসূচক '-আন' যুক্ত হয়ে আশেকান, মুরিদান, শহীদান, আসামিয়ান ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়েছে। আসামিয়ান শব্দটি আজকাল অপ্রচলিত। শহীদান শব্দটি ধর্মযুদ্ধে বিশেষ করে ইসলামের জন্যে শাহাদাৎ বরণকারীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ার কথা। কিন্তু আজকাল শহীদ শব্দটি ভাষাশহীদ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ এমনকি

Dhaka University Institutional Repository

পশ্চিমবঙ্গের কোনো ন্যায় সংগ্রামে প্রাণদানকারী হিন্দু ব্যক্তির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে। আশেকান, মুরিদান, শহীদান প্রত্যেকটি শব্দই বহুবচন। বহুবচনসূচক 'আন' সম্পর্কে সচেতন নন বলে অনেকেই ব্যবহার করেন মুরিদানদের, শহীদানদের ইত্যাদি শব্দ। বাংলায় জান্নাতবাসী, আব্বাজান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বাংলা ভাষাভাষী হিন্দুরাও ব্যবহার করেন স্বর্গীয় পিতা, স্বর্গীয় মাতা ইত্যাদি শব্দ। এ শব্দসমষ্টির প্রয়োগে ভুল রয়েছে। ইসলামী শাস্ত্রানুসারে মৃত্যুর বহুবছর পরে কিয়ামত হবে, তারপর হাশরের ময়দানে বিচার হবে। বিচারের পর কেউ জান্নাতবাসী, কেউবা জান্নাতবাসিনী হবেন। যেহেতু শেষ বিচারের আগে কে জান্নাতবাসী হবেন অথবা হবেন না তা বলা সম্ভব নয়, তাই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয়া ভুল। হৃদয়ের আবেগ, মনের আবেগ, সন্তানের আবেগকে প্রশ্রয় দিলে এ ধরণের ভুল প্রয়োগকে মেনে নেয়া যেতে পারে। প্রসঙ্গত বিধর্মী ও সহধর্মীনি নিয়ে আলোচনা চলতে পারে। বাঙালি মুসলমানের ধারণায় (Concept) বিধর্মী বলতে যার ধর্ম নেই অথবা নাস্তিককে বোঝায়। একজন হিন্দু অথবা খ্রিস্টানকে বিধর্মী না বলে ভিন্নধর্মী বা ভিন্নধর্মাবলম্বী বলাই শ্রেয়। সহধর্মী, সহধর্মীনি স্ত্রী লিঙ্গবাচক শব্দ। স্বামীর সঙ্গে একই ধর্মে বিশ্বাসী স্ত্রী হলেন সহধর্মীনি। সামাজিক, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক দম্পতির ক্ষেত্রে এখন এ শব্দটি প্রযোজ্য নয়। তাই প্রশ্ন করা যেতে পারে "প্রমিলা সেনগুপ্ত কি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সহধর্মীনি ছিলেন?"

400615

বাংলাদেশের অনেকের নাম আব্দুল খালেক, আব্দুল মালেক, আব্দুল মা'বুদ, আব্দুর রাজ্জাক ইত্যাদি। আব্দুল খালেক মানে স্রষ্টার বান্দা (দাস), আব্দুল মালেক মানে প্রভুর বান্দা, আব্দুল মা'বুদ মানে স্রষ্টার বান্দা, আব্দুর রাজ্জাক মানে রিযিকদাতার বান্দা। কোনো মানুষ খালেক (স্রষ্টা), মালেক (প্রভু), মাবুদ (স্রষ্টা), রাজ্জাক (রিযিক প্রদানকারী) হতে পারেন না। অথচ মালেক, মালেক সাহেব/সাব, খালেক, খালেক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সাহেব/ সাব, মাবুদ, মাবুদ সাহেব/সাব, নামে প্রতিদিন হাজার হাজার লোককে ডাকা হয়। উপভাষায় এ পরিস্থিতি আরো করুণ। উপভাষাসমূহে খালেইক্কা, মালেইক্কা, রাজ্জাইক্কা ভাষা শোনা যায় প্রতিনিয়ত। শব্দের অর্থের বিষয়ে উদাসীন বা অসচেতন বলে এ ধরনের শব্দ নির্বাচন করা হয় নামের ক্ষেত্রে।

৪. ইসলামী শব্দের ধ্বনি ও রূপমূলগত ধ্বনি পরিবর্তন (Morphophonemic change)

ইংরেজি ভাষায় ব্যবহৃত এ্যাডাম, মেরি, জ্যাকব, আব্রাহাম আরবি ও বাংলায় পরিবর্তিত হয়েছে যথাক্রমে আদম, মরিয়ম, ইয়াকুব এবং ইব্রাহীম হিসেবে। রমযান, রমাদান সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ক্বারি শব্দের প্রথমে রয়েছে আরবি 'ক্বাফ' এবং ক্বারি শব্দটির জন্ম হয়েছে কোরআনের বিশুদ্ধ উচ্চারণকারীর জন্য। বাংলায় ক্বারি শব্দের বদলে কারি শব্দ শোনা যায় প্রায় সময়ে। আরবি, ফারসি প্রভাবিত শের-এ-বাংলা, খাতুন-এ-জান্নাত, কোরআন-এ-হাফেজ, কায়েদ-ই-আজম ইত্যাদি শব্দ সমষ্টি বাংলায় আনায়াসে পরিবর্তন হয়ে যায় শেরে বাংলা, খাতুনে জান্নাত, কোরানে হাফেজ, কায়েদে আজম ইত্যাদিতে।

শের-এ-বাংলা এবং কায়দ-ই-আজম এ দুটি শব্দসমষ্টি যে উপাধি বিশেষ এ তথ্য অনেক বাঙালি পাঠকেরই অজানা।

৫. ইসলামী শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকা

(অ) কোরআন হাদিসকেন্দ্রিক শব্দঃ আল্লাহ, ইসলাম, মোহাম্মদ, কোরআন, কোরআন মজিদ, কোরআন শরীফ, আদম, হাওয়া, হাদিস, নামায, হজ্জ, যাকাত, মোহাদ্দেস, শিয়া, সুন্নি, হানাফি, আহলে হাদিস, আহলে সুন্নত, আহমদিয়া, ইবাদত, ইফতার, সালাত, ইসলামিয়া, কিবলা, কিবলারোখ, খুতবা, খলিফা, খিলাফত, তাওহিদ, আযান, মোয়াজ্জেম, পয়গম্বর, রসুল ও আরো অসংখ্য শব্দ।

Dhaka University Institutional Repository

(আ) ইসলামী আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক শব্দঃ ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আয্হা, মোহররম, আসুরা, তাজিয়া, ফতেহা-ইয়াজ দহম, মিলাদ-উন-নবী, মিলাদ শরীফ, শব-ই-কদর, শব-ই-মেরাজ, শব-ই-বরাত, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ।

(ই) ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কিত শব্দঃ মাদ্রাসা, মোদারেস, মক্তব, ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, জামাতে উলা, আলেম, ফাজেল, ক্বারি, কোরআনে হাফেজ, তালেবে আলেম, তালেবান ইত্যাদি।

(ঈ) ইসলামী শব্দ বিবিধঃ আবে জমজম, আবে হায়াত, জেহাদ, মুজাহিদ, দজ্জাল, সরাব, সুফি, বাউল, ফকির, মাইজভান্ডারি, রাজাকার, মৌলবাদী, আল-বদর, আল-শামস, জিয়ারত, হারাম, হালাল, শিরক, হেরা গুহা, ইন্তেকাল, ওফাত, গায়েবানা জানাজা, কুলখানি, চেহলাম, চল্লিশা, কারবালা কান্ড, হাতেম দিল, হাতেম-তাই, শয়তান, ইবলিশ, ওমরা হজ্জ, ইফতার পার্টি ও আরো অসংখ্য শব্দ। বাংলায় আসার পর বাংলা ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কিছু কিছু শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে।

ফারসির প্রভাবে সালাতের বদলে নামায বহুল প্রচলিত হয়েছে। শয়তান এবং ইবলিশের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে। আল-বদর, আল-শামস, রাজাকার শব্দসমূহে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পর পরিবর্তিত অর্থে বহুল প্রচলিত হয়েছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি হয়েও পশ্চিম পাকিস্তানীদের সঙ্গে আঁতাত করে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়ার জন্য ঐতিহাসিক-সামাজিক কারণে বাংলায় মূল রাজাকার শব্দের অর্থেরই বদল ঘটেছে। এটি এখন বিশ্বাসঘাতক অর্থে প্রয়োগ হয়। এ প্রসঙ্গে "মীরজাফর" শব্দটির কথাও উল্লেখ করা যায়। বর্তমান গবেষণায় পরিসরের সংক্ষিপ্ততার কারণে অধিকাংশ শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। বাংলায় বহুল প্রচলিত কয়েকটি শব্দের গঠন নিচে বর্ণিত হলোঃ-

Dhaka University Institutional Repository

(১) জালেম, জুলুম, মজলুম এ শব্দগুলো বাংলায় প্রচলিত। আরবি ভাষাতত্ত্বের নিয়মানুসারে ও শব্দ সমূহের গঠন সম্পর্কিত একটি ছক নিচে উপস্থাপিত হলো।

	z		l		m (root discontinuous)
	z	a	l	e	m (infix a e)
	z	u	l	u	m (infix u, u)
mɔ	z		l	u	m (prefix mɔ , infix u)

(২) শহীদ, শাহাদাত শব্দ দুটি বাংলায় বহুল প্রচলিত। এ শব্দের গঠন নিম্নরূপ।

š		h		ḍ			(root discontinuous)
š	ɔ	h	i	ḍ			(infixɔ, i)
š	a	h	a	ḍ	a	ṭ	(infix a, a, a)

শহীদ আরবি শব্দ। ফারসি বদ্ধরূপমূল 'দান' মিলে পরবর্তীকালে শহীদান শব্দটি গঠিত হয়েছে।

গ. হিন্দুধর্ম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক শব্দ

বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনগণের সংখ্যা সর্বাধিক। ফলে বাংলা ভাষায় হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অসংখ্য শব্দ রয়েছে। শব্দগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা নিম্নরূপঃ

(অ) মূল শাস্ত্রকেন্দ্রিক শব্দঃ ঈশ্বর, ঐশ্বরিক, বেদ, বৈদিক, বেদান্ত, বৈদান্তিক, বিষ্ণু, বৈষ্ণব, শক্তি, শাক্ত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সহ আরো অসংখ্য শব্দ।

(আ) আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক শব্দঃ অগ্নিপূজা, অগ্নিসাক্ষী, আগমনী, আদ্যশ্রাদ্ধ, আল্পনা, কীর্তন, নামসংকীর্তন, অষ্টপ্রহর কীর্তন, গঙ্গাযাত্রা, জন্মাষ্টমী, দীপাবলী

Dhaka University Institutional Repository

(দেওয়ালী), ধর্মঘট, কুশপুত্তলিকা, ব্রত, অন্নপ্রাসন, নবপত্রিকাস্নান, কলাবউ, ভাইফোঁটা প্রভৃতি শব্দ।

(ই) হিন্দু দেবদেবী ও অবতার কেন্দ্রিক শব্দঃ শিব, পার্বতী, অন্নপূর্ণা, উর্বশী, দূর্গা, চণ্ডী, কালি, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, পাণ্ডব, কৌরব, অর্জুন, দ্রৌপদী, নটরাজ ও আরো অসংখ্য শব্দ।

(ঈ) শিক্ষাকেন্দ্রিক শব্দঃ আশ্রম, তপোবন, তপস্বী, দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চর্তুবেদী, শাস্ত্রী ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ।

(উ) বিবিধ শব্দঃ কুরুক্ষেত্র, লঙ্কাকাণ্ড, তিলক, তিলোত্তমা, দক্ষিণা, দেবদাসী, দেবোত্তর, দত্ত, দৈব, সতীদাহ, গৌরীদান, কুমারীপূজা, পূজনীয়, কাঁসার ঘন্টা, সাঁখ, পতিদেব, পতিপরমেশ্বর, কুলীন, কৌলিন্য, কৌলিন্যপ্রথা, বৈষ্ণব, অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব, ভাবসম্মিলন, অভিসার, অভিসারিকা, খণ্ডিতা ইত্যাদি শব্দ।

২. শব্দের গঠনঃ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ

হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অধিকাংশ শব্দ সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত। এই হিসেবে পণ্ডিতগণ এসব শব্দের প্রসঙ্গে তৎসম ও তদ্ভব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। তৎসম শব্দের অর্থ তার সমান অর্থাৎ সংস্কৃত শব্দের মত।

যে সব শব্দ সংস্কৃতের অবিকৃত রূপে প্রাকৃত ব্যবহৃত হোত, প্রাকৃতে বৈয়াকরণিকেরা তার নামকরণ করেছিলেন তৎসম শব্দ। ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে বিচার করে বলা যায়, 'তৎ' বা তার অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার ' সম' রূপে ব্যবহৃত বা উচ্চার্য শব্দগুলিই তৎসম শব্দ। বাংলা ভাষায় অজস্র তৎসম শব্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। এগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে অবিকৃত রূপেই গৃহীত হয়েছে। তবে ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে স্বাচ্ছন্দে দেখানো চলে যে, সংস্কৃত ধ্বনিসাম্য বাংলার নিজস্ব উচ্চারণ রীতিতে পরিত্যক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

যেমন– পদ্ম, শ্মশান, লক্ষ্মী, ওঁ, জিহ্বা ইত্যাদি অসংখ্য তৎসম শব্দ বাংলায় ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয় (তরুণ ঘোষ; ১৯৯৬; ৭৩)।

পদ্ম ও লক্ষ্মী শব্দের সংস্কৃত উচ্চারণ পদ্ম ও লক্ষ্মী। কিন্তু শব্দ দুটি বাংলায় উচ্চারিত হয় যথাক্রমে পদ্দ ও লক্‌খি।

এধরনের ধ্বনি পরিবর্তন দেখানো যার অনেক সংস্কৃত শব্দে। যেমন– ঈশ্বর শব্দটির কথা ধরা যাক। ঈশ্বর শব্দ সংস্কৃত, হিন্দি উচ্চারণ ইশওয়ার (Iswar)। বাংলা উচ্চারণ ইশ্‌শর। অর্থাৎ 'ঈ' 'ই'-তে পরিণত হয়েছে। অন্তস্থ -ব বানানে আছে, উচ্চারণে নেই। ব-ফলা যুক্ত অধিকাংশ শব্দে বাংলায় দ্বিত্ব হয়। যেমন– 'শ্ব' হয়েছে শশ।

ঈশ্বরের পর স্বয়ং বিদ্যাদেবীর উপরেও কম অবিচার হয়নি। সরস্বতী শব্দের মূল সংস্কৃত উচ্চারণ সরসওয়াতি (Soroswati)। বাংলা উচ্চারণ 'শরশশতি'। দন্ত্য-স এর ব্যবহার বাংলায় কম বলে সব দন্ত্য-স তালব্য-শ তে পরিণত হয়েছে। মুহম্মদ আবুল হাই এর ভাষায় পশ্চাৎ দন্তমূলীয় 'শ' তে পরিণত হয়েছে (মুহম্মদ আব্দুল হাই; ১৯৬৪; ১২৮;)। সরস্বতীর দন্ত্য-স ব-ফলা যথারীতি দ্বিত্ব হয়েছে শশ।
হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক অধিকাংশ শব্দের গঠন বিশ্লেষণে দুতিনটি সূত্রের প্রাধান্য রয়েছে। এবং এ সূত্রসমূহ গুণবৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত। গুণবৃদ্ধি অনুসারে কোনো মুক্তরূপমূলের শেষে - ইক/ষ্ণিক য-ফলা ইত্যাদি যুক্ত হলে বাংলা প্রারম্ভিক ধ্বনিগুলোর গুণবৃদ্ধি ঘটে।

অর্থাৎ অ> আ, ই/ ঈ> ঐ, উ> ঔ, ই/ ঈ এ> ঐ, ও/ উ> ঔ। এ সূত্রসমূহ মনে রাখলে ঐশ্বরিক শব্দের মধ্যে ঈশ্বরকে এবং বৈদিক শব্দের মধ্যে বেদকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গঠন বিশ্লেষণ ঃ ঐশ্বরিক, ই> ঐ। ইক এর প্রভাবে ই পরিণত হলো ঐ-কার এ। ফলে ঈশ্বর হলো ঐশ্বর। এরপর হলো ঐশ্বরিক। একই সূত্রেবৈদিক শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বেদ+ইক বৈদিক। ইক এর প্রভাবে বেদের 'এ' হলো 'ঐ'। তাহলে বেদ হয়ে গেল বৈদ। বৈদ+ইক = বৈদিক।

তেত্রিশ কোটি দেব-দেবতা, অসংখ্য পৌরাণিক চরিত্র এবং বারো মাসের তের পার্বন এবং পার্বন সংশ্লিষ্ট আচার অনুষ্ঠান বিষয়ক শব্দের বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান সুকঠিন। কাজেই কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বিশ্লেষণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হলোঃ

(অ) দেবতা

"দেবতা এই শব্দের আক্ষরিক অর্থ যাঁরা আপন ক্রীড়া বা দীপ্তি দ্বারা বিশ্ব ব্যপ্ত করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে এই শব্দ ও তার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। সংস্কৃতিতে দেব্স, লাতিন ভাষায় দেব্স্ দেইতাস, লিথুয়ানিয়ায় দেবস্, ফরাসিতে দেইতি, ইংরেজিতে ডেইটি, ইতালিতে দেইতা, স্পেনীয় দেইদাদ, ক্রোশিয়ায় দেইতাত, ফারসিতে দাব্র, জার্মানিতে দেইদাদি। ঋদ্বেগে অদিতি, অগ্নি, ইন্দ্র, বায়ু, বরুন, প্রজাপতি, বিষ্ণু, সবিতা প্রভৃতি তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম আছে (শিশু ১৯৯৭; ১৩৬; তৃতীয় খন্ড)।

দেব-দেবতা, দেব-দেবী, দৈবচক্র, দৈবিক ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক শব্দ বাংলায় বহুল ব্যবহৃত। দেবী শব্দটি দেবের স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হতো। যেমন- দূর্গাদেবী, মনসাদেবী, দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

গবেষক বিজনবিহারী ভট্টাচার্যের মতে– "কিছুদিন আগেও বাংলাদেশে কেবল ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীলোকগণই নামের শেষে দেবী লিখিতেন। এখন 'দেবী' শব্দের ব্যবহার

Dhaka University Institutional Repository

জাতি বিশেষ নিবন্ধ নহে। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশের রমনীরাই আজকাল নামের শেষে 'দেবী' লিখিতেছেন। তখন থিয়েটারে বায়স্কোপে অভিনেত্রীরাও দেবী। বিদেশী মহিলারাও মধ্যে মধ্যে শখের ভারতীয় নাম লইয়া প্রাণে একটি 'দেবী' সংলগ্ন করেন। ইংরেজীতে নামের শেষে যে Esq. লেখা হয় তাহাও প্রথমে আমাদের দেবীর মতই সমাজের একটা বিশেষ সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের লোকের পক্ষে প্রযুক্ত হইত। এখন Esq. এর ব্যবহার বিরল" (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য; ১৯৫০; ৩২)।

দৈবচক্র আর ঘটনাচক্র কথার অর্থ এক। ডক্টর রাজীব হুমায়ুনের মতে– যিনি দৈবে অথবা দেব-দেবতা বিশ্বাস করেন না তিনি দৈবচক্র ব্যবহার না করে সচেতনভাবে ব্যবহার করেন ঘটনাচক্র।

(আ) দুর্গাপূজা প্রসঙ্গেঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাকেন্দ্রিক দুর্গাপূজা এবং সম্পর্কিত শব্দসমূহ হচ্ছে দুর্গা, দুর্গাপ্রতিমা, দশভুজা, তৃনয়নী, সিংহবাহিনী, মহিষমর্দিনী, কলাবউ, নবপত্রিকা স্নান, বাসন্তী পূজা, শারদীয়া পূজা ইত্যাদি। দুর্গাপূজার ভাষাতাত্ত্বিক গঠন নিয়ে একাধিক মত প্রচলিত:

(১) দুর্গ নামের এক অসুরকে বধ করেছিলেন বলে নাম হয়েছে দুর্গা। অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক গঠন দুর্গ+আ = দুর্গা।

(২) দুর্গা নামের আসল অর্থ ছিল দূর্গম স্থানের অধিষ্ঠাত্রী। পরে অর্থ হয়েছে দূর্গে অর্থাৎ সঙ্কটে ত্রানকর্তী। (শিশু বিশ্বকোষ; ২৫৭; তৃতীয় খণ্ড)

(৩) দুর্গতিনাশিনী বলে দুর্গা। অর্থাৎ দুর্গতি বা কষ্ট থেকে যিনি মানুষকে মুক্তি দেন।

(৪) দুর্গার এক নাম দশভুজা। ভাষাতাত্ত্বিক গঠন দশ+ভুজ (হাত)+আ।

(৫) দুর্গার তিনটি চোখ বলে তিনি ত্রিনয়নী। অর্থাৎ গঠনঃ ত্রি+নয়ন+ঈ।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) দুর্গার বাহন সিংহ। এজন্য তিনি সিংহবাহিনী। গঠনঃ সিংহ + বাহন (বহন থেকে বাহন) + ঈ।

(৭) দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেন। এজন্য তার নাম মহিষমর্দিনী। গঠনঃ মহিষ+মর্দন+ঈ। মহিষমর্দিনী শব্দের অসুর বর্জিত হয়েছে।

(৮) দুর্গার আরেক নাম পার্বতী। পর্বত কন্যা বলে তিনি পার্বতী। গঠনঃ পর্বত+ঈ = পার্বতী। গুণবৃদ্ধির সূত্রানুসারে পর্বতের প হয়েছে পা (প>পা))।

(৯) শরৎকালে এ পূজা অনুষ্ঠিত হয় বলে দুর্গাপূজার নাম শারদীয়া পূজা। শারদীয়া শব্দের গঠনঃ শরৎ+ঈয়+আ = শারদীয়া। প্রথম অক্ষরের 'শ' গুণবৃদ্ধির ফলে 'শা' হয়েছে (শ > শা)। ঈয় বদ্ধরূপমূলের ঈ এর প্রভাব শরৎ এর 'ৎ' 'দ' এ পরিণত হয়েছে।

(১০) দুর্গাপূজা কেন্দ্রিক একটি শব্দ নবপত্রিকা স্নান। অধিকাংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বীর ধারণা নবপত্রিকায় স্নান মানে নতুন ফল পাতার স্নান। আসলে এটি নয়টি ফল পাতার স্নান। এ নয়টি ফলপাতা হচ্ছে- কলা, ডালিম, ধান, হলুদ, মানকচু, কচু, বেল ইত্যাদি। কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং, কচুঃ। বিল্বা শোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকাঃ ॥ (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৯৯৬; ১১৭৭; ১ম খণ্ড)।

কালী ও প্রাসঙ্গিক শব্দঃ কালী, কালীদেবী, দশমহাবিদ্যা, সিদ্ধকালী, ভদ্রকালী, শশ্মানকালী, মহাকালী এবং আরেকটি জনপ্রিয় নাম শ্যামা। শ্যামা থেকে সৃষ্ট হয়েছে বাঙালি প্রিয় সঙ্গীত শ্যামাসঙ্গীত। আবার শ্যামাসঙ্গীতের অন্যতম স্রষ্টা রাম প্রসাদের নামানুসারে আরেকটি জনপ্রিয় বাংলা শব্দ সৃষ্টি হয়েছে রামপ্রসাদী। শ্যামাসঙ্গীত আর রামপ্রসাদী এখন প্রায় সমার্থক। কালীর চার হাতে চারটি অস্ত্র। এ কারণে সৃষ্টি হয়েছে চারটি শব্দ। কালীর গলায় নরমুণ্ডের মালা সেজন্য হয়তো কালীর আরেকটি

Dhaka University Institutional Repository

নাম নৃমুণ্ডমালিনী। কালীর সাথে সম্পর্কিত অন্য শব্দসমূহ হচ্ছে কালীমন্দির, কালী বাড়ি, কালীতলা, কালীঘাট, কালীগাছ প্রভৃতি। বাংলাদেশের সন্দ্বীপসহ বিভিন্ন স্থানে যে বটগাছের তলায় কালীপূজা হয় সে বটগাছকে বলা হয় কালীগাছ।

(ই) সরস্বতী ও প্রাসঙ্গিক শব্দঃ সরস্বতী বিদ্যাদেবী। এজন্য সরস্বতী এক নাম বাগ্‌দেবী। বাগ্‌দেবীর শব্দের গঠন নিম্নরূপঃ বাক্ + দেবী = বাগ্‌দেবী। বাক্ শব্দের 'ক' দেবী শব্দের 'দ' এর প্রভাবে 'গ' তে পরিণত হয়েছে। সরস্বতীর হাতে আছে বীণা তাই তিনি বীণাপাণি। শব্দের গঠনঃ বীণা + পাণি (হাত) = মিশ্রশব্দ। সরস্বতী শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আগেই প্রদান করা হয়েছে।

(ঈ) লক্ষ্মী সম্পর্কিত শব্দঃ লক্ষ্মী সম্পদের দেবী। প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী নিম্নরূপঃ লক্ষ্মীপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ভাদুই লক্ষ্মীপূজা, পৌষ লক্ষ্মীপূজা ইত্যাদি। দেবীলক্ষ্মীর অনেক নাম কমলা, কমলালয়া, পদ্মা, পদ্মাসেনা, পদ্মালয়া ইত্যাদি। বাংলায় দুটি ঘরোয়া শব্দ অলক্ষ্মী, লক্ষ্মী ছাড়া। যার সাথে লক্ষ্মী নেই সে অলক্ষ্মী এবং যাকে লক্ষ্মী ছেড়ে গেছে সে লক্ষ্মীছাড়া। আর এ শব্দ দুটির সোজা অর্থ সম্পদহীন দরিদ্র ব্যক্তি।

৩. *হিন্দু ধর্ম ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা*

হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে ও আচার অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক অসংখ্য শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীপাবলী বা দেওয়ালি, জন্মাষ্টমী, রামায়ণ, মনসা, মনসামঙ্গল, কুরুক্ষেত্র, অন্নদামঙ্গল, অন্নপূর্ণা, দেবদাসী, লঙ্কাকাণ্ড, উল্টোরথ, গঙ্গাযাত্রা, কুশপুত্তলিকা, আদ্যশ্রাদ্ধ, কৌলিন্য প্রথা, বৈষ্ণবধর্ম, গৌরচন্দ্রিকা ও আরো অসংখ্য শব্দ। অভিসন্দর্ভের কথা বিবেচনা করে এখানে সীমিত পরিসরে শব্দগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি শব্দ, শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষিত হচ্ছে। এখানে বলা প্রয়োজন হিন্দু দেব দেবীদের আচার অনুষ্ঠানের জন্ম বাঙালির জীবন আচার তথা সংস্কৃতি চিন্তার সাথে সম্পর্কিত।

Dhaka University Institutional Repository

দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে সকল প্রকারের দূর্গতি থেকে মুক্তিলাভের আশায়। লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মী পূজার মূলে রয়েছে সম্পদের আকাঙ্খা। বিদ্যাদেবী সরস্বতীর জন্ম হয়েছে শিক্ষা ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক চিন্তা থেকে। চাঁদ সওদাগরের প্রবল বিরোধীতা সত্ত্বেও জন্ম হয়েছে সর্পদেবী মনসার সাপের দংশন থেকে মুক্তি লাভের আশায় বাঙালি মানস জন্ম দিয়েছে মনসাদেবীর।

দিল্লীর কাছাকাছি গিয়ে বাঙালি উচ্চারণে কেউ যদি কুরুক্ষেত্র দেখতে চান তাহলে তাকে কেউ দেখিয়ে দিতে পারবেন না। কুরুক্ষেত্র শব্দটির সঠিক ও মূল উচ্চারণ কুরুখষেত্রা। 'ক্ষ' যেহেতু বাঙালি উচ্চারণে ক্ ষ্ এর বদলে ক্ খ উচ্চারিত হয় সেজন্য কুরুখষেত্রা হয়েছে কুরুক্ষেত্র।

বাংলাদেশে মাঝে মাঝেই কুশপুত্তলিকা দাহ করতে দেখা যায়। 'কুশ' শব্দের মূল অর্থ এক জাতীয় ঘাস। পুত্তলিকা শব্দের পরিবর্তিত রূপ পুতুল। আগের দিনে কারো মৃতদেহ না পাওয়া গেলে বার বছর পর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হতো। আজকালে জীবন্ত রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে হাতের নাগালে না পাওয়া গেলে তার কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এ প্রসঙ্গে আরেকটি শব্দ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। শব্দটি হচ্ছে অতিশ্রুত 'সতী + দাহ + প্রথা = সতীদাহ প্রথা। সতী নারীকে দাহ করার কথা বললে ভবিষ্যতের পাঠক হয়তো এ শব্দের মূল অর্থ বুঝতে পারবেন না। সতীদাহের পেছনে লুকিয়ে আছে হিন্দু শাস্ত্র মতে স্বামীর মৃত্যুর পর এক বা একাধিক স্ত্রীকে নিষ্ঠুরভাবে পুড়িয়ে মারবার ইতিহাস।

ঘ. বাংলাদেশে প্রচলিত অন্যান্য ধর্মকেন্দ্রিক শব্দ

(১) বৌদ্ধধর্ম কেন্দ্রিক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ গৌতম বুদ্ধ, বুদ্ধদেব, সিদ্ধার্থ, বোধিবৃক্ষ, বৌদ্ধধর্ম, ত্রিপিটক, নির্বান, মহাথেরো, ভিক্ষু, ভান্তে, প্যাগোডা, চৈত্য,

Dhaka University Institutional Repository

বিহার, শালবন বিহার, বৈশাখী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, বৌদ্ধপূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, প্রবারণা, জাতক, আম্রপালি ইত্যাদি।

(২) খ্রিস্টধর্মকেন্দ্রিক শব্দের সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ গড, যিশু, যিশুখ্রিস্ট, ফাদার, পাদ্রী, নান, গির্জা, চার্চ, ক্রিসমাসডে, বড়দিন, মরিয়ম, মেরি, ক্যাথলিক, প্রটেস্টান, ওল্ড টেষ্টামেন্ট, নিউ টেষ্টামেন্ট, খ্রিস্টান, বাইবেল, ফিরিঙ্গি ইত্যাদি।

ঙ. *ধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ*

বিভিন্ন ধর্ম সহাবস্থানের কারণে ধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ বা একই ধারণার (Concept) জন্য বাংলায় একাধিক শব্দের প্রচলন রয়েছে।

(১) ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে প্রচলিত জোড়া শব্দ

ধারণা	*আরবি প্রভাবিত*	*ফারসি প্রভাবিত*
স্রষ্টা	আল্লাহ	খোদা
প্রার্থনা	সালাত	নামায
ধর্মীয় উপবাস	সিয়াম/ সিয়াম সাধনা	রোযা

(২) ইসলাম ও হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক জোড়া শব্দ

ধারণা	*মুসলিম ব্যবহৃত আরবি ফারসি প্রভাবিত*	*হিন্দু ব্যবহৃত সংস্কৃত প্রভাবিত*
স্রষ্টা	আল্লাহ/ খোদা	ঈশ্বর/ ভগবান
পরকালের সুখের আবাস	বেহেশ্‌ত	স্বর্গ
পরকালের শাস্তিপ্রাপ্তদের স্থান	জাহান্নাম/ দোজখ	নরক

এবিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন সমাজভাষাবিজ্ঞানের গবেষক রাজীব হুমায়ুন (সমাজভাষাবিজ্ঞান; ২০০১; ৭০)।

Dhaka University Institutional Repository

চ. হিন্দুয়ানি বাংলা বনাম মুসলমানি বাংলা

সৈয়দ সুলতান, মোজাম্মিল এবং আব্দুল হাকিম প্রমুখের আমল থেকে অর্থাৎ পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতক থেকে মুসলমানি বাংলা, হিন্দুয়ানি বাংলা, দোভাষী বাংলা, বিদ্যাসাগরী বাংলা, আলালী বাংলা নিয়ে প্রচুর তর্ক বির্তক ও গবেষণা হয়েছে। এ বিতর্কের অসারতা প্রমানের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে অনেকেই লিখেছেন। বাংলা ধর্মকেন্দ্রিক মিশ্র শব্দের ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক দেখিয়েছেন ডক্টর রাজীব হুমায়ুন। তাঁর মতে জলোচ্ছ্বাস শব্দের জল সম্পর্কে সচেতন নন অনেক মুসলমান। অন্যদিকে পানসে বা পান্তা শব্দের পানি শব্দের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন নন অনেক হিন্দু। (রাজীব হুমায়ুন; ২০০১; ৭৭)। Climate প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বেতার, টেলিভিশনে আবহাওয়া শব্দের ব্যবহারে অনিচ্ছার কারণে মাঝে মাঝে 'জলহাওয়া' ব্যবহার করতে শোনা যায়। জল শব্দটি বাংলায় প্রচলিত হলেও হাওয়া শব্দটির আরবি ফারসির উৎস সম্পর্কে অনেকেই অসচেতন। বাংলাদেশেও এরকম প্রবণতা মাঝে মাঝে লক্ষ করা যায়। ধর্মীয় দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশের অনেকেই আচার্য, উপাচার্য ব্যবহার করতে চান না। কিন্তু তারা অনায়াসে ব্যবহার করেন বহু দূরের বিদেশি ইংরেজদের ব্যবহৃত চ্যান্সেলর, ভাইস চ্যান্সেলর শব্দ দুটি। গরিব এবং খুন শব্দকে তাড়াবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের অনেক লেখক-সাংবাদিক চেষ্টা চালিয়েছেন বহুবার। কিন্তু কিছুতেই বাংলার গরিবদের সংখ্যা এবং সন্ত্রাসীদের খুনাখুনি কমছে না।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক শব্দ

ক. ভূমিকা

বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজকাঠামো অনেকটা এরকম- সাধারণত স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত হয় একটি পরিবার। কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি বাড়ি। কয়েকটি বাড়ি নিয়ে একটি পাড়া, কয়েকটি পাড়া নিয়ে একটি গ্রাম এবং এক বা একাধিক গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন। একটি থানা বা উপজেলার সমাজ সংস্কৃতি প্রায় একই রকম। অন্যদিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা এবং বিভাগের সমাজ-সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে একটি উপজেলার সংস্কৃতি থেকে অন্য উপজেলার সংস্কৃতি খুব বেশি আলাদা নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের একটি গ্রামে বা একটি শহরে যে সামাজিক কাঠামো সমাজ বিবর্তন লক্ষ করা যায় বাংলাদেশের অধিকাংশ গ্রাম ও শহরের সেই কাঠামোর ভিন্নতা খুব একটা লক্ষ করা যায় না। বাংলাদেশ এখনও কৃষিপ্রধান দেশ। এখানো দেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে। ফলে তাদের প্রতিদিনের জীবনযাপনকেন্দ্রিক শব্দ বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীকালে নগরকেন্দ্রিক জীবনসভ্যতা এবং উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণী সৃষ্টির কারণে শব্দভাণ্ডারে স্বাভাবিক পরিবর্তন আসছে এমনকি গ্রামীণ কিছু কিছু শব্দ সভ্যতার পরিবর্তনের কারণে বিলুপ্ত হতে চলেছে। বাংলার গ্রাম ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা এবং সমাজ পরিবেশের কারণে সৃষ্ট কতিপয় শব্দ নিচে বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হলো।

খ. শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পিতার কর্তৃত্বকেন্দ্রিক এবং কোনো কোনো দেশে মাতার কর্তৃত্বকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে। এর ফলে ইংরেজিতে সৃষ্ট হয়েছে যথাক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

Patriarchal এবং Matriarchal এ দুটি শব্দ। ধারণা করা হয় এরই প্রভাবে বাংলায় তৈরি হয়েছে যথাক্রমে পিতৃতান্ত্রিক (পিতৃ+তন্ত্র+ইক) এবং মাতৃতান্ত্রিক (মাতৃ+তন্ত্র+ইক) শব্দ দুটি। বাংলাদেশের অধিকাংশ পরিবার পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। দুই একটি উপজাতির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারে কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। যেমন গারো সমাজ।

বাংলাদেশের সাধারণ একটি পরিবার স্বামী স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে গঠিত হলেও এখনো গ্রামের অনেক পরিবার স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে স্বামীর মা বাবা ভাইবোনকে একই সঙ্গে বসবাস করতে দেখা যায়। এ ব্যবস্থার কারণে সৃষ্ট হয়েছে একান্নবর্তী পরিবার। এ শব্দের গঠন নিম্নরূপঃ

এক+অন্ন+বর্তী+পরিবার। অর্থাৎ তারা এক ঘরে রান্না করা খাবার খায়। একান্তবর্তী পরিবার ভেঙ্গে গেলে গ্রামে এখনও ব্যবহৃত হয় 'জুদা' শব্দটি। বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ব্যবহৃত হয় জুদা শব্দটি অর্থাৎ অমুক পরিবার জুদা (অর্থাৎ পৃথক হয়ে যাওয়া) হয়ে গেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে "আলাদা হয়ে গেছে", "ভিন্ন হয়ে গেছে" এ ধরনের শব্দ শোনা যায়।

বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামোর কারণে সৃষ্ট হয়েছে অনেকগুলো স্বজনসূচক শব্দ (Kinship terms)। যেমন– পিতা-মাতা, ভাই-বোন, দাদা-দাদি, চাচা-চাচি, মামা-মামি, পিসি-পিসা, মাসি মেসু ইত্যাদি অনেক শব্দ। এ শব্দগুলোর সঙ্গে তো–তুতো যুক্ত হয়ে সৃষ্ট হয়েছে আরো অনেক শব্দ। যেমন– খালাতো, মামাতো, চাচাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ইত্যাদি। অন্যদিকে সামাজিক স্তর বিন্যাসের কারণে বিভিন্ন শব্দ গঠনে এসেছে অনেক বৈচিত্র্য।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার শহর ও গ্রামঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক পাড়া ও সমজে রয়েছে প্রধানত দুটি ধর্মকেন্দ্রিক জনগণের অস্তিত্ব। দুটি জনগোষ্ঠী, হিন্দু ও মুসলমানের অস্তিত্ব। এর ফলে সৃষ্ট হয়েছ কতিপয় স্বজনসূচক জোড়া শব্দ। যেমন–

ধারণা	*মুসলিম ব্যবহৃত শব্দ*	*হিন্দু ব্যবহৃত শব্দ*
জনক	আব্বা/ বাবা	বাবা
জননী	আম্মা/ মা	মা
বাবার বোন	ফুফু	পিসি
মায়ের বোন	খালা	মাসি
ভাইয়ের স্ত্রী	ভাবি	বৌদি
বোনের স্বামী	দুলাভাই	জামাইবাবু

এ তালিকা সুদীর্ঘ না করে আরো কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমত ইংরেজির প্রভাবে জনক সম্বোধনের ক্ষেত্রে ড্যাডি, মাম্মি, মা, জননী ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। ফরাসি 'ফিয়াসে' শব্দটিও ইংরেজি ভাষা হয়ে বাংলায় প্রেমিকা অর্থে উচ্চবিত্ত সমাজে ব্যবহার হতে দেখা যাচ্ছে সম্প্রতি। অন্যদিকে সম্মান প্রদর্শনের জন্যে সম্বোধনকালে সম্বোধনসূচক জান, জি, মশাই, দেব, বাবু, মনি ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন– আব্বাজি, আব্বাজান, মামনি, পিতৃদেব, পিসে মশাই, জামাই বাবু ইত্যাদি। পিতৃদেব শব্দ থেকে বোঝা যায় পিতাকে এক সময় দেবতার মতো মনে করা হতো। এসব শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন খুব কঠিন নয়। বৌদি শব্দটির গঠন নিম্নরূপঃ

বউ+দিদি। দিদি শব্দের শেষ দি বাদ দিয়ে (deleted) বৌদি শব্দটি গঠিত হয়েছে। এ শব্দের সহজ সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা এরকম। ভাইয়ের বউকে দেবর অথবা ননদেরা বড় বোন হিসেবে দেখছে। প্রসঙ্গত 'বউ মা' শব্দটির কথাও

Dhaka University Institutional Repository

আসতে পারে। বউ এবং মা দুটি মুক্তরূপমূল দিয়ে গঠিত বউমা শব্দটির মূলে আছে ছেলের বৌকে কন্যা হিসেবে মর্যাদা দেয়ার বিষয়টি।

'তো' এবং 'তুতো' আসলে একই রূপমূলের সহরূপমূল। স্বরান্ত শব্দের শেষে "তো" এবং ব্যঞ্জনান্তক শব্দের শেষে সাধারণত 'তুতো' বসে থাকে। যেমন– খালাতো, মাসতুতো, তালতো ইত্যাদি। পিসি শব্দের 'ই' morphophonemic change এর কারণে deleted হয়ে 'পিস' হয়েছে। তার সঙ্গে তুতো যুক্ত হয়ে হয়েছে পিসতুতো। গবেষকদের মতে -তো, -তুতো, Suffix সামাজিক নৈকট্যের ইঙ্গিতবাহী (রাজীব হুমায়ুন; ২০০১; ৩৮)

প্রসঙ্গত ইংরেজি mother in law এর সঙ্গে বাংলার শ্বশ্রু মাতা অর্থাৎ শ্বাশুড়ি শব্দের তুলনা করা যেতে পারে। ইংরেজিতে স্বামী বা স্ত্রীর মা আইনের ফলে সৃষ্ট মা। বাংলায় এটিকে আইনের ফলে সৃষ্ট মা ভাবা হয় না, আপন মা হিসেবে ভাবা হয়। সম্বোধনেও তার প্রতিফলন রয়েছে। বাংলার প্রায় প্রত্যেক বর বধূ তাদের শ্বশুর শ্বাশুড়িকে মা-বাবা / আব্বা আম্মা হিসেবে সম্বোধন করে থাকে।

স্বজনসূচক শব্দাবলীর বিশ্লেষণ করলে সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু সীমাবদ্ধতাও চোখে পড়বে। Husband শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে বাংলায় আছে স্বামী, বর, কর্তা, পতি, গৃহকর্তা ইত্যাদি। অন্যদিকে স্ত্রী শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে রয়েছে স্ত্রী, পত্নী, গৃহিনী, গিন্নী, অর্ধাঙ্গিনী, রমনী, গৃহকর্তী, শয্যাসঙ্গিনী, জীবনসঙ্গিনী ইত্যাদি। অধিকাংশ মহিলা স্বামীর নাম না ধরে ওগো, শুনছ, রহিমের আব্বা, পতিদেব, পতিপরমেশ্বর ব্যবহার করে থাকেন। সর্বনাম এবং সম্মানসূচক রূপমূল ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্বামী প্রসঙ্গে কোনো কোনো স্ত্রী আপনি এবং সঙ্গতিসূচক সহরূপমূল বা বদ্ধরূপমূল ন এ ব্যবহার করে থাকেন। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে Husband বোঝাতে স্বয়ং স্বামী শব্দটির প্রয়োগ সঠিক নয়। স্বামী মানে মাস্টার

Dhaka University Institutional Repository

অথবা প্রভু। স্বামীর অর্থ যেহেতু মাস্টার অথবা প্রভু সেহেতু আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী শব্দের ব্যবহার সঙ্গত নয়। কর্তা শব্দের অর্থ 'যে করে' হলেও কর্তা শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে প্রভু অথবা 'হেড' এর ব্যঞ্জনা। ভবিষ্যতে হয়তো স্বামীর বদলে ব্যবহৃত হবে জীবনসাথী বা জীবনসঙ্গী জাতীয় কোনো শব্দ। এবারে ইংরেজি Wife এর কিছু বাংলা প্রতিশব্দ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। অর্ধাঙ্গিনী, গৃহিনী, গিন্নী অনেকটা সম্মানসূচক। অর্ধাঙ্গিনী হয়তোবা ইংরেজি better half এর আদলে সৃষ্ট। কিন্তু শয্যাসঙ্গিনী এবং রমনী শব্দ বিশ্লেষণ করলে শুধুমাত্র Sex partner এর ইঙ্গিত আসে। এ কারণে এ দুটি শব্দের ব্যবহার সচেতন লেখকের শব্দভাণ্ডার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। গৃহিনী বা গিন্নী শব্দটি ব্যঞ্জনা খারাপ না হলেও এ দুটি শব্দ বা এ শব্দ মেয়েদের ঘরে থাকা তথা House wife এর ইঙ্গিত দেয়। সংগত কারণেই সচেতন, শিক্ষিত চাকুরীজীবী মহিলারা বর্তমানে এধরনের শব্দ ব্যবহারে কখনো কখনো আপত্তিও করেন।

পরিবারের গণ্ডির বাইরে রাজা, প্রজা, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, বৈশ্য, আশরাফ, আতরাফ, কুলীন, অভিজাত, অনভিজাত, খানদান, খানদানি, শরীফ, ক্রীতদাস, ক্রীতদাসী ইত্যাদি শব্দের অস্তিত্ব বাংলা ভাষায় বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। প্রত্যেকটি শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে সামাজিক স্তরবিন্যাস। রক্ত, বর্ণ, বংশ, আভিজাত্য, অর্থ, রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে সম্পর্কিত এসব শব্দাবলী। এখনও রাজা প্রজা না থাকলেও মন্ত্রী, উপমন্ত্রী রয়েছে। আরো রয়েছে প্রতাপশালী নেতা। রয়েছে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। অমুক খুব বড় পোস্টে আছেন, অমুক অনেক টাকা মাইনে পান। এসব শব্দের পেছনে রয়েছে নগরকেন্দ্রিক চাকুরীজীবী এবং

রাজনৈতিক ক্ষমতাশালীদের ইতিবৃত্ত। পদবিরও পরিবর্তন ঘটেছে কিছুটা। শেখ, সৈয়দ, খান, চ্যাটার্জি, ব্যানার্জিরদের চাইতে এখন ফজলুল হক বি.এ, আবুল কাশেম

Dhaka University Institutional Repository

এম.এ., ডক্টর উদয়নারায়ণ, ব্যরিস্টার মুনিরুজ্জামান, প্রফেসর মোরশেদ এগুলোর গুরুত্ব অনেক বেশি। তাছাড়া বিলাত ফেরত, দুবাইওয়ালা, লন্ডনী, সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণে ইত্যাদি শব্দ যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

উপরের আলোচনায় নারী সম্পর্কিত কিছু শব্দ বিশ্লেষিত হয়েছে। এরকম আরো কয়েকটি শব্দ ও প্রাসঙ্গিক সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দেয়া হলোঃ

(১) অবলা

ভাষাতাত্ত্বিক গঠনঃ অ+বল+আ। অর্থাৎ নেই বল যার+স্ত্রী প্রত্যয় 'আ' = যে নারীর বল নেই। এ গঠনটি অত্যন্ত সহজ এবং সর্বজনবোধ্য। এ শব্দের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণও খুব একটা কঠিন নয়। 'অবলা' শব্দ থেকে বোঝা যাচ্ছে নারীদের একসময় দুর্বল এবং অসহায় ভাবা হতো।

(২) অন্তঃপুরিকা

ভাষাতাত্ত্বিক গঠনঃ অন্তঃ+পুর+ইকা। অর্থাৎ ভেতর বাস করে+স্ত্রী প্রত্যয় 'আ'। সমাজ ও সংস্কৃতি দৃষ্টিকোণ থেকে সহজে বোঝা যাচ্ছে এক সময় নারীদের স্থান ছিল অন্তঃপুরে।

(৩) অবরোধবাসিনী

শব্দের গঠনঃ অব+রোধ+বাস+ইনী। বেগম রোকেয়ার গ্রন্থের শিরোনামে ব্যবহৃত এ শব্দ ইঙ্গিত দেয় নারীদের অবরুদ্ধ জীবনের কথা।

(৪) কুমারী ও অক্ষতযোনি

ইংরেজী Virgin শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় কুমারী ও অক্ষতযোনি শব্দ দুটি। দুটি শব্দের মধ্যেই প্রাগবৈবাহিক জীবনে পুরুষের সাথে দৈহিক মিলন হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

এরকম ইঙ্গিতবাহী। কুমারী শব্দটি অসুন্দর না হলেও অক্ষতযোনি শব্দটি অবশ্যই অসুন্দর এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণে সামাজিক এবং আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে অক্ষতযোনি শব্দটি অভিধান থেকে নির্বাসিত হওয়া প্রয়োজন। অবশ্য একথাও স্বীকার্য এ শব্দটির ব্যবহার নেই বললেই চলে। প্রসঙ্গত নারীসম্ভোগ শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে আছে পুরুষের একপেশে নারীদেহ ভোগের ইঙ্গিত। যেহেতু পুরুষশাসিত সমাজ, তাই পুরুষসম্ভোগ শব্দ সৃষ্টি হয়নি।

(৫) পুরুষ প্রসঙ্গে ইতিবাচক-নেতিবাচক (Positive negative) দৃষ্টিকোণ থেকে বেশকিছু শব্দ রয়েছে। যেমন- সুপুরুষ, কাপুরুষ, নপুংশক, নামরদ, স্ত্রৈণ, পৌরুষ, পুরুষত্বহীনতা ইত্যাদি। এ শব্দগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে দৈহিক সক্ষমতা, অক্ষমতা এবং শৌর্যবীর্যের প্রসঙ্গ।

(৬) পুরুষ সমাজ প্রভাবিত নারীকেন্দ্রিক কিছু প্রতিশব্দের উল্লেখ করা যেতে পারে। সুকেশা, দুদন্তী, সুহাসিনী, সুনয়না, নিতম্বিনী, পদ্মিনী, হস্তীনি, যৌনাবেদনময়ী (Sexi), ছলনাময়ী ইত্যাদি শব্দ নিঃসন্দেহে পুরুষের নারীদেহের প্রতি আকর্ষণজাত শব্দ।

গ. ঘর-বাড়ি ও প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী

একদিকে গ্রামীণ সভ্যতা ও নগর সভ্যতা অন্যদিকে কৃষি সভ্যতা থেকে ব্যবসা ও চাকুরী নির্ভর সভ্যতার কারণে বাংলা শব্দভাণ্ডারে প্রচুর বৈচিত্র্য এসেছে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ইত্যাদি শ্রেণী সৃষ্টির কারণেও শব্দভাণ্ডারে সংযোজন-বিয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

(১) গ্রামীণ পরিবার কেন্দ্রিক শব্দ

মূলত কৃষিনির্ভর গ্রামীণ পরিবারে ঘর, উঠান, বাগ-বাগিচা, পুকুর, কাচারি, লাঙল, জোয়াল, গোয়াল ঘর, জমি, চাষাবাদ, ফসল, ভাত, চাষী, আউশ, আমন, বোরো,

Dhaka University Institutional Repository

ইরি, গোবর, সার, ইত্যকার অসংখ্য শব্দ রয়েছে। গৃহকেন্দ্রিক শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ছনের ঘর, মাঠির ঘর, টিনের ঘর। তাছাড়া আছে পাকের ঘর/রান্না ঘর/ রসই ঘর, ঢেঁকি ঘর ইত্যাদি। ছনের ঘর এবং টিনের ঘরসমূহ হতে পারে আটচালা, ছয়চালা, চৌচালা, তেচালা, দুচালা, একচালা। মাটির ঘর থেকে শুরু করে একচালা পর্যন্ত সকল শব্দের পেছনে রয়েছে ঘরের মালিকের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিচয়। আটচালা শব্দটি গঠিত হয়েছে আট+চাল+আ দিয়ে। টিন আবিষ্কৃত না হলে এবং অর্থবিত্ত না থাকলে আটচালা টিনের ঘরের জন্ম হতো না।

একসময় গোলাভরা ধানের কথা এবং গোয়াল ভরা গরুর কথা আমরা শুনেছি। গোলাভারা ধানের জন্যে কৃষিনির্ভর গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে ছিল গোলাঘর। বড়চাষী অথবা জমিদার শ্রেণীর অস্তিত্ব গ্রাম থেকে কমে যাচ্ছে বলে গোলাঘর শব্দটি আজ প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এক সময় গ্রামীণ সম্পন্ন পরিবারে অতিপ্রয়োজনীয় ঘর ছিল কাচারি ও আতুর ঘর। হিন্দু গর্ভবতী মহিলার জন্যে অবশ্যই আতুর ঘর থাকত। সন্তান জন্মের সময় কিংবা সন্তান জন্মের পর তাকে আতুর ঘরে কাটাতে হতো।

(২) নাগরিক ও আধুনিক সভ্যতা কেন্দ্রিক শব্দ

গ্রামের কিছু কিছু পরিবারের এবং শহরের বহু পরিবারে ঘরের কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে গেলে অর্থনেতিক-সামাজিক কারণে ভাষার ভাণ্ডারে যোগ হল অনেক নতুন শব্দ। অট্টালিকা, প্রাসাদ, পাকা দালাল, ফ্ল্যাট, এপার্টমেন্ট, মাল্টিস্টোরিড বিল্ডিং, হাইরাইজ বিল্ডিং, একতলা, দোতলা থেকে শুরু করে নয়তলা, দশতলা, চব্বিশতলা, পঁচিশতলা পর্যন্ত শব্দাবলী এবং সঙ্গে সঙ্গে সংযোজিত বলো ইংরেজি ফাষ্ট ফ্লোর, সেকেন্ড ফ্লোর, নাইনথ ফ্লোর, টেনথ ফ্লোর, লিফ্‌ট, আকাশচুম্বী ইত্যাদি শব্দ। বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকলে বাংলা বা আরবি-ফারসি শব্দের সন্ধান পাওয়া মুশকিল হবে। সেখানে পাওয়া যাবে মাস্টার বেডরুম, টয়লেট, কিচেন, সার্ভেন্ট রুম, ব্যালকনি প্রভৃতি শব্দ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বাথটাব। আরো ধনীদের বাড়িতে

Dhaka University Institutional Repository

পুকুরের সম্ভাবনা দেখা দিলেও সুইমিং পুল এসে পুকুরকে বিতাড়িত করেছে অনেক আগেই। বাড়ির আর্কিটেকচারাল প্ল্যান থেকে শুরু করে স্ট্রাকচারাল ডিজাইন পর্যন্ত সর্বত্রই ইংরেজি এবং ইংরেজি শব্দ। ইংরেজি শব্দের পেছনে ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষা Code switching এর কথা তোলা যেতে পারে। কিন্তু তার চাইতে গুরুত্বপুর্ণ হচ্ছে পাশ্চাত্য স্থাপত্যকলা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাব। এ সকল শব্দের অনেকগুলিই সরাসরি বিদেশাগত শব্দ, কিছু রয়েছে অনুবাদ ঋণ। আমাদের স্থপতি ও প্রকৌশলীগণ বাংলার ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘর বাড়ি তথা বহুতলা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা করলে হয়তোবা বাংলা শব্দ স্থান পেতে পারতো।

(৩) তৈজসপত্র

এবারে ঘরের তৈজসপত্র/ আসবাবপত্র এবং প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় তালিকার দিকে চোখ বোলানো যেতে পারে। গ্রামের মাটির সান্‌কিকে বহু আগেই বিতারিত করেছে অভঙ্গুর টিনের থালাবাসন এবং হালের মেলামাইন। আর মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্তের ঘরে বহু আগেই প্রবেশ করেছে চীনা মাটির প্লেট, স্টিলের দামি প্লেট এবং উন্নতমানের ক্রোকারিজ। 'বাটাভরা পান দেব' এর বদলে এখন হয়তো ব্যবহৃত হতে পারে 'ট্রে ভরা চা দেব'। আরো ধনীদের ঘরে (বিলাসবহুল ফ্ল্যাটে) প্রবেশ করলে দেখা যাবে রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, সেন্ডউইচ মেকার, ব্লেন্ডার, ওভেন ইত্যাদি। টেঁকির মৃত্যু প্রসঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল আগে। সমাজ সভ্যতা এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এবং আরো অনেক তৈজসপত্র এবং রান্না ও খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যু ঘটবে। Sound change এর সঙ্গে সংযোজিত হবে Word change অথবা Code change জাতীয় পরিভাষা।

ঘ. খাদ্য ও প্রাসঙ্গিক শব্দ

'আমরা সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে' দেবীর কাছে এ প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন মধ্যযুগের কবি ভারতচন্দ্র। মাছ-ভাত, ডাল-ভাত, শাক-ভাতের কথা অনেক লেখক-

Dhaka University Institutional Repository

লেখিকা এবং নেতানেত্রীর মুখে প্রায়শই শোনা যায়। বাঙালি খাদ্য তালিকায় গোশ্‌ত মাংস সংযোজিত হয়েছে কবে সঠিক বলা মুশকিল। তবে মুগলাই, কাবাব, বিরিয়ানী, পোলাও, কোরমা ইত্যাদি সম্ভবত সংযোজিত হয়েছে মোগল আমলে অথবা নবাবি আমলে। বিশ শতকে এসে ইংরেজ আমলে হয়তোবা বাংলা শব্দভাণ্ডারের আশে-পাশে উকি ঝুঁকি মারছিল– বিফ বারগার, হেম বারগার, পিৎজা, স্যান্ডউইচ, ব্রান্ডি, হুইস্কি, বিয়ার ইত্যাদি। বর্তমানে মোগল নেই, নবাব নেই, ইংরেজ নেই এমন কি কোনো বিদেশি প্রভুও নেই। কিন্তু বাংলা শব্দভাণ্ডার ভরে যাচ্ছে বিদেশি খাদ্যভাণ্ডার প্রভাবিত শব্দাবলীতে। পান্‌তা, র্ভতা, পাকন পিঠা, পার্টিসাপটা, চিতই পিঠা এখনও হয়তো গ্রামে বেঁচে আছে। শহরের ফাস্টফুডের দোকানে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে এমনকি উচ্চবিত্তের প্রাত্যহিক 'ডাইনিং টেবিলে' চলে আসছে চিকেন কর্নস্যুপ, থাই স্যুপ, ফ্রাইড রাইস, চিকেন ফ্রাইড রাইস, এগফ্রাইড রাইস, ফ্রাইড চিকেন, গ্রিল্ড চিকেন, পিৎজা, সাসলিক ইত্যাদি অসংখ্য খাদ্যকেন্দ্রিক শব্দ। আজকালকার টিন এজারদের ফাস্টফুড ছাড়া রুচি হয় না। বিদেশের সঙ্গে জয়েন্ট কলেবরেশনে তৈরি ম্যাগডোনাল্ড জাতীয় ফাস্টফুডের দোকান ছাড়া তাদের বিকেল কাটতে চায় না। ফাস্টফুডকেন্দ্রিক অধিকাংশ শব্দই পাশ্চাত্য প্রভাবিত। ফলে নববর্ষের সকালে অথবা 'এখানে বাঙালি খাবার পাওয়া যায়' সাইনবোর্ড সম্বলিত দু একটি দোকানে হয়তোবা খুঁজে বের করতে হবে পান্‌তা, পদ্মার ইলিশ এবং এ জাতীয় কিছু বাংলা খাবার। প্রসঙ্গত হুঁকো, আলবোলা, হুঁকোবর্দ্দা ইত্যাদি শব্দের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিড়ি সিগারেট, প্রায় বিতাড়িত করে চলেছে হুঁকা/ হুক্কা, ডাবা/ হোকো ইত্যাদিকে। জমিদারদের সুদৃশ্য আলবোলা যাদুঘরে স্থান পাওয়ার অপেক্ষায়। হুকাবর্দ্দার মারা গেছে। হুঁকাবর্দ্দার মানে হুকাসাজানো এবং পরিবেশনকারী।

ঙ. *পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধনকেন্দ্রিক শব্দ*

পোশাক, অলঙ্কার ও প্রসাধনকেন্দ্রিক শব্দের তালিকায় মহিলাদের প্রাধান্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। এর পেছনে রয়েছে সমাজ-সংস্কৃতির চিরন্তন রীতিনীতি।

Dhaka University Institutional Repository

(১) পোশাক

(অ) পুরুষের পোশাক

প্রাচীন বাংলার পুরুষের পোশাক কী ছিল- গামছা, লেংটি, ফতুয়া নাকি অন্যকিছু? গ্রাম বাংলার অধিকাংশ পুরষের প্রিয় লুঙ্গি কি বার্মিজ প্রভাবিত? এসব প্রশ্ন নিয়ে এখন আর বির্তকের সুযোগ নেই। লুঙ্গি, গামছা, ফতুয়া শত শত বছর ধরে বাঙালিদের প্রিয় পোশাকের তালিকায় ঠাঁই করে নিয়েছে। কাজেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক ভাবে এগুলোকে এখন আমাদের আত্মীকৃত আপন শব্দই বলতে হবে। এসব পোশাকের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের প্রিয় পোশাকের তালিকায় সংযোজিত হয়েছে সাদা ধুতি এবং একসময় বাঙালি মুসলমান বিশেষ করে মৌলভি মাওলানাদের পোশাকের তালিকায় সংযোজিত হয়েছিল আসকান, শেরওয়ানি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, চোস্ত পায়জামা, আলিগড়ি পায়জামা, নাগরা, নাগরা জুতা ইত্যাদি। হজ্জ করার পর অনেকেই ব্যবহার করতেন পাগড়ি। এখনও বিয়ের দিন ধনী গরিব অনেক মুসলমান পরে থাকেন আসকান, মুগলাই পাগড়ি ইত্যাদি। মুসলমান পুরুষ বিশেষ করে আরবি শিক্ষিতগণ পরে থাকেন বিভিন্ন ধরনের টুপি। যেমন- কিস্তি টুপি, গোল টুপি, জিন্নাহ টুপি ইত্যাদি। ১৯৪০ দশকের শেষ পর্যন্ত অনেকেই পরতেন রুমি টুপি। মুসলিম ব্যবহৃত আসকান, মুগলাই পাগড়ি ইত্যাদি ইসলামি এবং মোগল সভ্যতা প্রভাবিত। জিন্নাহ টুপি পাকিস্তানের স্রষ্টা মোহাম্মদ আলীর জিন্নাহ ব্যবহৃত টুপি অনুসারে প্রচলিত হয়েছিল। রুমি টুপির পেছনে লুকিয়ে আছে মসনবি খেতাব কবি রুমির নাম। রুমি টুপি সাধারণত লাল ধরনের ছোট বালতির আকারের এবং টুপির উপরে অংশের মাঝামাঝিতে একগুচ্ছ সুতো ঝুলে থাকতো।

হিন্দুদের ধুতি পরার বিশেষ কায়দার সঙ্গে একটি বিশেষ শব্দ সম্পর্কিত। শব্দটি হচেছ মালকোচা। ১৯৪৮ এর আগে মুসলমানদের মধ্যেও মালকোচা মেরে ধুতি পরার রেওয়াজ ছিল। অর্থাৎ সাধারণ পোশাক হিসেবে মুসলমানগণও ধুতি পরতেন।

Dhaka University Institutional Repository

(আ) মেয়েদের পোশাক

বাঙালি মেয়েদের প্রিয় পোশাক শাড়ি মসলিন থেকে শুরু করে জামদানি, বেনারসি ও টাঙ্গাইল শাড়ির অনেক আকৃতি প্রকৃতি এবং প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী রয়েছে। বেনারসি বলতে মূলত শাড়িকে বোঝানো হয় এবং বিয়ের শাড়িকে বোঝানো হয়। বেনারসি শাড়ি ছাড়া বাঙালি মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্তের বিয়ে অকল্পনীয়। ব্লাউজ অর্থে চোলি এবং এই ধরনের আরো কিছু শব্দ কষ্ট করে সংগ্রহ করা যাবে কিন্তু বাংলা শব্দ পাওয়া যাবে কী? এই কথার সরল অর্থ অধিকাংশ বাঙালি মহিলার মধ্যে বহুকাল ব্লাউজ পরার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। বর্তমানে টপলেস, স্লিভলেস শব্দাবলীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। স্লিভলেস মানে হাতখোলা ব্লাউজ। টপলেস অর্থ উপরে দিকে খোলা ব্লাউজ। চোলি শব্দটি হিন্দি। কিন্তু নানা কারণে হিন্দি পোশাকের প্রভাব খুব বেশি একটা দেখা যায়নি। সম্প্রতি হিন্দু পোশাক নির্মাতাদের দক্ষতায় বিভিন্ন ডিশ বা স্যাটেলাইন এবং চ্যানেলের কল্যাণে এবং হিন্দি ছবির নায়িকাদের প্রভাবে বাংলা শব্দভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছে বেশকিছু নতুন শব্দ। লেহেঙ্গা, থ্রিপিস, টুপিস। ১৯৬০ দশকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের মধ্যে ট্যাডি পোশাকের প্রচলন হয়েছিল। ১৯৭০ দশকে ট্যাডিকে তাড়িয়ে স্থান করে নিয়েছিল বেলবটম। অন্যদিকে বাঙালি খ্রিস্টান মহিলাদের কেউ কেউ পরতেন মিনি স্কার্ট। শিক্ষিত বাঙালিদের আজকাল অনেকেই পরেন মেক্সি।

বোরখা এবং পর্দা নিয়ে অনেক বির্তক হয়েছে বাংলায়। পর্দানশীন শব্দের জন্ম হয়েছে পর্দা এবং নশীন মিলিয়ে। আজকাল পর্দার প্রতিশব্দ হেজাব থেকে শুরু করে পর্দাকেন্দ্রিক বিভিন্ন শব্দ বাংলা শব্দভান্ডার সংযেজিত হয়েছে। বাঙালিদের পেশাকে বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে বিদেশি সভ্যতা এবং বিদেশি শব্দের প্রভাব। বাঙালি সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিশ্বাসী অধিকাংশ পুরুষ অনায়াসে পরেন ইংরেজ প্রভাবিত প্যান্ট, শার্ট, হাফশার্ট, ফুলশার্ট, ফুলপ্যান্ট, ন্যাকটাই এবং স্যুট কোট। বাঙালি মহিলাদের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যেও আজকাল শাড়ির বদলে সালোয়ার কামিজ প্রীতি লক্ষ করা যাচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রচুর শিক্ষিত মহিলাকে প্যান্ট শার্ট পরে অফিস করতে দেখা যেতে পারে।

২. অলঙ্কার

অলঙ্কার নারীর সৌন্দর্য এবং মর্যাদার প্রতীক। বিয়ে বা সামাজিক কোনো অনুষ্ঠানে অলঙ্কারহীন কোনো নারীর উপস্থিতি আমরা ভাবতেই পারি না। নারীদেহের বিভিন্ন অলঙ্কারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে অলঙ্কার কেন্দ্রিক প্রচুর শব্দ। যেমন- খোপার কাঁটা, সিঁথি পাটি, টিকলি, টায়রা, মুকুট, চিক, হাসুলি, গোল খাড়ু, বাক খাড়ু, রাজু, চন্দ্রহার, সাতনলি, পাচঁনলি, মাদুলি, শঙ্খমালা, সীতাহার, মঙ্গলসূত্র, নেকলেস, কানফুল, কানবালি, কানপাশা, ঝুমকা, কানমাকড়ি, ইয়ারিং, কানপাশা, চেইনটানা, ঝুমকা, নাকফুল, নথ, নোলক, নাকবালি, চুড়ি, বালা, রুলি, ব্রেসলেট, রিস্টলেট, মানতাসা, কমরদানি, শঙ্খবিছা, নূপুর, ঘুঙুর, মল, চুটকি ইত্যাদি। উল্লিখিত অলঙ্কারগুলো একসময় অভিজাত রমনীরা ব্যবহার করতেন। বর্তমানে নারীরা হালকা ওজন এবং হালকা ডিজাইনের অলঙ্কার পরতে পছন্দ করেন।

বর্তমান সময়ে আমরা যে অলঙ্কার দেখতে পাই তা হাজার বছরের বিবর্তিত রূপ। নৃবিজ্ঞানীদের মতে নারীর শৃঙ্খলের বিমুক্ত রূপই হচেছ অলঙ্কার। তবে এ শৃঙ্খল যে প্রাচীনকালে নারীকে শৃঙ্খলিত করেছে তা নয়, দাসশ্রেণীর পুরুষও ছিল সে সময় শৃঙ্খলিত। যিশুখ্রিস্টের জন্মের দুবছর আগে রোমে দাসদের গলায় এক ধরনের মোটা আংটা পরানো হতো এবং তাতে খোদাই করে লেখা থাকত- আমাকে আটকে রাখ যাতে পালিয়ে না যাই। তারই বিবর্তিত রূপ আজকের কণ্ঠহার। ঠিক তেমনিভাবে পায়ের শৃঙ্খল হচ্ছে মল। কেননা একসময় মেয়েরা যখন ঘরের বাইরে না বের হতে পারে সেজন্য তাদের পায়ে পারিয়ে রাখা হতো মল। ঘরের বাইরে বের হলে শব্দ শুনে যেন তাকে চিহ্নিত করা যায়। হাতের শৃঙ্খল বালা। তাই অলঙ্কারকে এখনও মনে করেন মুক্ত শৃঙ্খল।

Dhaka University Institutional Repository

(৩) প্রসাধন সামগ্রী

এসময় প্রসাধনসামগ্রী বলতে বোঝানো হতো স্নো, পাউডার, আলতা, কাজল, টিপ, লিপস্টিক, তেল ইত্যাদি। বর্তমানে প্রসাধনের ব্যবহারে এসেছে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এগুলির ব্যবহার এখন অনেকাংশে কমে গিয়ে তার জায়গা দখল করে নিয়েছে বিদেশ থেকে আসা নানা ধরনের বিলাসবহুল প্রসাধনসামগ্রী। যেমন- পারফিউম, মেকআপ, লিপলাইনার, ব্লাশার, আইশ্যাডো, ম্যানিকিউর, প্যাডিকিউর, হেয়ার ড্রায়ার, হেয়ারক্রিম, আফটার শেভ, লিকুইড ম্যাকআপ। মূলত ইংরেজ এবং ইউরোপীয় সভ্যতা থেকে এই শব্দগুলো আগত। বর্তমানে আলতার ব্যবহার নেই বললেই চলে। তার স্থান দখল করে নিচেছ মেহেদি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

সামাজিক বন্ধন বিয়ে ও স্নেহ ভালোবাসাকেন্দ্রিক শব্দ

ক. বিয়ে

পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে প্রধান বন্ধন বিবাহবন্ধন। বিয়ে প্রথাকে নিয়ে অনেক বির্তক আছে। কিন্তু বিয়ে প্রথার বিকল্প আজও আবিস্কৃত হয়নি। বিয়ের সাথে সম্পর্কিত শব্দ বিবাহ, শাদি, আংটি বদল, কাবিন, বাসর ঘর, বাগদান, গায়েহলুদ, বেনারসি, পাগড়ি, ঘটক, সাতপাকে বাঁধা, তালাক, বিধবা বিবাহ, সিদুঁর, লিভ টুগেদার, দেবর, ননদ এবং অবশ্যই স্বামী-স্ত্রী সহ অসংখ্য শব্দ। বিয়েকেন্দ্রিক শব্দাবলীর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় কোনো একটি বিয়ে সম্পর্কিত, ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক রীতিনীতি। বাংলা ভাষার হিন্দু মুসলমান দুই প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিয়ের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে কিছু কিছু মিল থাকলেও বিয়ে প্রক্রিয়া এবং ধর্মীয় কারণে এসেছে প্রচুর শব্দবৈচিত্র্য।

১. মুসলিম বিয়ে ও প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী

বিয়ে-শাদি, শাদি মোবারক, উকিল, উকিল বাপ, গায়েহলুদ, আক্দ, কাবিন, এজিন, বাসর ঘর, কবুল, পানচিনি, বেনারসি, পাল্কি, পাগড়ি, আসকান, শেরওয়ানি, দেনমোহর, কাজী, উকিল বাপ ইদ্দত, হিল্লে, হানিমুন, (এটি ইংরেজি শব্দ হলেও এখন প্রচলিত, কেউ কেউ মধুচন্দ্রিমাও ব্যবহার করেন) ওলিমা, বউভাত, তালাক, সতীন, স্বামী, স্ত্রী ইত্যাদি শব্দ মুসলমানদের বিয়ের সঙ্গে অবশ্যই সম্পর্কিত। মুসলিম বিয়েতে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কিছু নিয়ম পালনের দরকার না হলে বাংলা ভাষায় এ শব্দগুলো সংযোজিত হতো না। শাদি এবং শাদি মোবারক শব্দটি এখন বহুল প্রচলিত। একসময় শাদি শব্দ বুঝতে অনেকের অসুবিধা হতো বলে দুটি মুক্তরূপমূল মিলে বিয়ে-শাদি শব্দটি সৃষ্ট হয়েছিল। আক্দ শব্দের মূল অর্থ চুক্তিনামা।

Dhaka University Institutional Repository

বিয়ের কাজী বিয়ের সময় আক্‌দ পড়ান। যেহেতু বাংলায় শব্দের শেষে যুক্ত হসনান্ত যুক্তব্যঞ্জন হয় না, সেজন্য প্রচলিত উচ্চারণে আক্‌দ তার চাইতে বেশি আক্‌ত শব্দটি শোনা যায়। আক্‌দের সাথে সম্পর্কিত শব্দ হলো কবুল। কবুল আরবি শব্দ। মূল অর্থ সম্মতি। মুসলমান বর কনেকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয় আক্‌দ কবুল করলেন? তখন অর্থ দাঁড়ায় বিয়ের চুক্তিতে সম্মতি আছে কী? সোজা কথায় রাজী আছেন কী? তারপর প্রচলিত যৌতুক এর উদ্ধৃতি দেয়া যেতে পারে। 'মিয়া বিবি রাজী তো কিয়া করে গা কাজী'। কাজীর দায়িত্ব দুরকম। এখানে কাজীর অর্থাৎ বিয়ের কাজী প্রথম দায়িত্ব বিয়ে রেজিস্ট্রি করা। মাঝে মাঝে বিয়ে পড়াবার দায়িত্বও তাঁর কাঁধে পড়ে। আক্‌দ কবুলের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি শব্দ 'এজিন'। আরবি ইয়্যিন্ থেকে এজিন শব্দটি বাংলায় আসছে। এ শব্দের অর্থ সম্মতি। পর্দানশীল বিয়ের পাত্রী অন্দর মহলে অবস্থান করে বলে দুজন সাক্ষী তার এজিন অর্থাৎ সম্মতির কথা বিয়ে মজলিসে এসে জানান। কাবিন এবং কাবিননামা শব্দ দুটি মুসলিম বিয়ের সাথে সম্পর্কিত। কাবিন আরবি শব্দ নামা ফারসি শব্দ অর্থাৎ আরবি ও ফারসি মিলে গঠিত হয়েছে 'কাবিননামা' শব্দটি। কাবিননামা বিয়ের চুক্তিপত্র। এই চুক্তিপত্রে কন্যাকে দেয় 'মোহরানা'র (লেনদেনের কথা) উল্লেখ থাকে। তালাক এবং তালাকনামা শব্দের কথা এবার আলোচনা করা যাক। তালাক মানে বিবাহ বিচ্ছেদ। নির্দিষ্ট বাক্য উচ্চারণ করে বিয়ে ভেঙ্গে দেওয়াকে 'তালাক দেওয়া' বলা হয়। তালাক শব্দটির মূল অর্থ কোনো বাঁধন থেকে মুক্ত হওয়া বা ছাড়া পাওয়া। বর্জন করাও তালাকের আরেক অর্থ। তালাক তিন প্রকার 'তালাকে আহসান', 'তালাকে হাসান' এবং 'তালাকে বিদায়' (শিশু বিশ্বকোষ; ৮৫; ৩য় খণ্ড)। আরবি 'তালাক' ও ফারসি 'নামা' দিয়ে গঠিত হয়েছে তালাকনামা শব্দটি। বিয়ে বিচ্ছেদ সংক্রান্ত চুক্তি হচ্ছে তালাকনামা। তালাকনামা শব্দটি বহুকাল ধরে বাংলায় প্রচলিত। ময়মনসিংহগীতিকাতে এর স্বাক্ষর রয়েছে (তালাকনামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী/ হাসিয়া ওড়াইল কথা বিশ্বাস না করি দেওয়ান মদিনা, মনসুর বয়াতি)। তালাকের সঙ্গে সম্পর্কিত শব্দ ইদ্দত। 'বিধবা বা

Dhaka University Institutional Repository

তালাক প্রাপ্ত মুসলিম নারীর পুনর্বিবাহের পূর্ববর্তী শরীয়ত মতে নির্দিষ্টকাল। স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পরে সাধারণভাবে তিনমাস তেরো দিন ইদ্দতকাল' (আহমেদ শরীফ সম্পাদিত বাংলা একাডেমীর সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান; ৬৯)।

মুসলিম সমাজে পুরুষের একাধিক বিয়ের কারণে সৃষ্ট হয়েছে প্রধান মহিষী, বড় বিবি, ছোট বিবি ইত্যাদি শব্দ। পাল্‌কি শব্দটি বাংলায় বহুল ব্যবহৃত হলেও পর্দার কারণে মুসলিম বিয়ের সঙ্গে বিয়ের পালকি শব্দটি সম্পর্কিত। শব্দটি এসেছে ফারসি ফাল্‌কি থেকে। শহরে তো বটেই গ্রামেও এখন বিয়েতে পালকি ব্যবহার কমে যাচ্ছে বলে এই শব্দটির একদিন মৃত্যু হবে বা ভাষার সঞ্চয় থেকে ঝরে পড়বে। পালকির সঙ্গে মৃত্যু ঘটবে বাঙালিদের বিয়েকেন্দ্রিক একটি চমৎকার সংস্কৃতি। 'উচ্চারণের সহজতা আনয়নের জন্য যেমন ভাষার ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে তেমনি সমাজ-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক কারণেও শব্দ বা শব্দার্থের পরিবর্তন বা রূপান্তর ঘটে। এমনকি ভাষার ভাণ্ডার থেকে পুরাতন শব্দ ঝরে সেখানে জমা পড়ে নতুন শব্দরাশি' (সৌরভ সিকদার; ২০০২; ২০৬)।

২. *হিন্দু বিয়ে এবং সংস্কৃতিকেন্দ্রিক কিছু শব্দ*

প্রজাপতি নির্বন্ধ, প্রজাপতয়ে নমঃ, সাত পাকে বাঁধা, বিয়ের পিঁড়ি, গৌরীদান, গান্ধর্ব বিবাহ, বাল্যবিবাহ, বাগদান, সতীদাহ ইত্যাদি। প্রজাপতি নির্বন্ধ বলতে বিধাতা কর্তৃক বিবাহ বন্ধনকে বলা হয়েছে (চলন্তিকা; রাজশেখর বসু; ৪৪৬)। গান্ধর্ব বিবাহ অনেকটা Love marriage বা Court marriage এর প্রতিশব্দ। দেবতাকে সাক্ষী রেখে বর কন্যার গোপন বিবাহই গান্ধর্ব বিবাহ। 'সাত পাকে বাঁধা' দু'জনের পরিধেয় বস্ত্রের কিছু অংশ বেঁধে বিয়ে মণ্ডপের চারদিকে সাতবার ঘুরে আসার সাথে সম্পর্কিত। গৌরীদান শব্দটি সম্পর্কিত আট বছর বয়সে কোনো মেয়ের বিয়ের সঙ্গে। আট বছর বয়সী মেয়েকে বিয়ে না দিলে মেয়ের পিতাকে অনেক অপবাদ শুনতে হতো। আট বছর বয়সী বিয়ের পর কেউ কেউ স্বামীকে হারাত। ফলে সৃষ্ট হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

আরেকটি শব্দ বাল্যবিধবা অর্থাৎ বালিকা বিধবা। 'সতীত্ব' শব্দটি জন্ম হয়েছে সৎ থেকে কিন্তু এই সৎ এবং সতী শব্দটি মূলত ব্যবহৃত হয় দৈহিক সততার ক্ষেত্রে। যে নারী স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে দৈহিক সর্ম্পক স্থাপন করে না সেই সতী। নারীর এই সতীত্ব রক্ষার জন্যে সৃষ্ট হয়েছিল নিষ্ঠুর শব্দ ও প্রথা সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যুর পর জীবন্ত সতীকে দাহ করার প্রথায় 'সতীদাহ প্রথা'। সমাজ বিবর্তনের কারণে একালে সতীদাহ তো নেই এমনকি 'সতী' ধারণাও পাল্টে গেছে।

৩. *বিয়েকেন্দ্রিক অন্যান্য শব্দ এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ*

বাগদান

বাগদান= বাক্+দান। আক্ষরিক অর্থ কথা দান। সামাজিক অর্থ বিয়ের জন্য সম্মতি প্রদান। ইংরেজি প্রতিশব্দ এনগেজমেন্ট।

বাগদত্তা

বাগদত্তা= বাক্+দত্ত+আ। আক্ষরিক অর্থ যে নারী কথা দিয়েছে। সামাজিক অর্থ যে নারী বিয়ের জন্য কথা দিয়েছে।

গায়েহলুদ

গায়েহলুদ = গা+এ+হলুদ। আক্ষরিক অর্থ গায়ে হলুদ দেয়া। সমাস বদ্ধ এ শব্দের সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বর কনের গায়ে হলুদ মাখানো উপলক্ষে আয়োজিত বিয়ের একদিন বা দুদিন আগের বিশেষ সামাজিক অনুষ্ঠান।

ফুলশয্যা

ফুল+শয্যা নিয়ে গঠিত হয়েছে ফুলশয্যা শব্দটি। সমাজভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বিয়ের প্রথম রাত অর্থাৎ বাসর রাতের জন্য ফুল দিয়ে সাজানো শয্যা হচ্ছে ফুল শয্যা।

Dhaka University Institutional Repository

হানিমুন

বাংলা প্রতিশব্দ মধুচন্দ্রিমা। হানিমুন শব্দ থেকে বোঝা যায় হানিমুন প্রথা চালু হয়েছে পাশ্চাত্যের বা ইংরেজদের অনুকরণে। হানিমুন শব্দের সমাজভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হতে পারে এরকম– আজকের রাতটি মধুময়, আজকের চাঁদটি মধুমাখা। গানের ভাষায় হতে পারে 'এই মধুরাত শুধু ফুল পাপিয়ার। এই মধুরাত শুধু তোমার আমার।' পারিবারিক পরিবেশ ছেড়ে বর কনেকে নির্জনে কিছু সময় কাটাবার সুযোগ দেয়ার প্রথা থেকে জন্ম হয়েছে হানিমুন শব্দটির।

বেনারসি

বেনারস+ই। আক্ষরিক অর্থ বেনারসের তৈরি কোনো একটি জিনিশ। সমাজভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বেনারসি শাড়ি অর্থাৎ লাল রঙের বিয়ের শাড়ি বিশেষ।

ধানদুর্বা

বিয়ের বরণডালায় ধানদুর্বা ও মাছ দিতে হয়। ধান জীবিকার প্রতীক। দুর্বা জীবনের প্রতীক (দুর্বা ঘাস সহজে মরে না)। ডিমওয়ালা মাছ অধিক সন্তানের প্রতীক। পরিবার পরিকল্পনার যুগে ডিমওয়ালা মাছের প্রতীক অর্থ বুঝতে পারলে বরণ ডালায় মাছ প্রদান সরকারিভাবে নিষিদ্ধ হতে পারে। বিয়ে, সতীত্ব একাধিক নারী পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক ইত্যাদি কেন্দ্রিক উল্লেখযোগ্য কয়েকটি শব্দ হচেছ কুমারী, অক্ষতযোনি, পরকীয়া, উপপতি, জার, জারজ, উপপত্নী ইত্যাদি। কুমারী শব্দটি ইংরেজি Virgin শব্দের প্রতিশব্দ। মূল অর্থ পুরুষ সংশ্রবহীন। পরকীয়া শব্দের অর্থ পরপুরুষ/ পরস্ত্রীর সাথে প্রেম। উপপতি এবং জার শব্দটি থেকে বোঝা যায় স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের সঙ্গে সর্ম্পক স্থাপন নিষিদ্ধ হলেও এ ধরনের সম্পর্কের অস্তিত্ব সমাজে রয়েছে। জার শব্দটি বাংলায় প্রায় অপ্রচলিত। 'জার' শব্দটি থেকে গঠিত হয়েছে 'জারজ' শব্দটি। জারজ শব্দের অর্থ উপপতির জন্ম দেয়া সন্তান অর্থাৎ অবৈধ সন্তান বা যে সন্তানের সামাজিক বৈধতা নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৪. বিয়েকেন্দ্রিক কিছু ইংরেজি শব্দ

বিয়ে সংক্রান্ত ইংরেজি শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শব্দ হচ্ছে এনগেজড, এনগেজমেন্ট, লাভ ম্যারেজ, কোর্ট ম্যারেজ, ডিভোর্স, সেপারেশন, লাভ-চাইল্ড, লিভ-টুগেদার ইত্যাদি। এ শব্দগুলো মধ্যে লিভ-টুগেদার শব্দটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এ শব্দের আক্ষরিক অর্থ একসঙ্গে বসবাস করা। আর সমাজভাষাতাত্ত্বিক অর্থ বিয়ে প্রথাকে পাশ কাটিয়ে অর্থাৎ ধর্মীয় বা প্রথা মতে বিয়ে না করে স্বামী- স্ত্রীর মত এক সঙ্গে বসবাস করা। আমাদের বর্তমান সমাজে লাভ ম্যারেজ তো আছেই সেই সঙ্গে সম্প্রতিককালে যোগ হয়েছে অর্থাৎ কোর্টে ম্যারেজ বা বিয়ে করা। মধ্যবিত্ত পরিবারে ডিভোর্স কম হলেও উচ্চবিত্তদের মধ্যে ডিভোর্স বা স্বামী-স্ত্রীর ছাড়াছাড়ি বৃদ্ধি হয়েছে।

খ. স্বজনসূচক শব্দ

স্বজনসূচক কিছু শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক গঠন ইতোমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। প্রাসঙ্গিক কিছু শব্দ এবং কিছু শব্দের ব্যাখ্যা পুর্ণবার প্রয়োজন। ইংরেজিতে father-in-law, mother-in-law, sister-in-law, brother-in-law বলে অনেক সম্পর্ক চালিয়ে দেয়া যায়। কাজিন বললে মামাতো, ফুফাতো, খালাতো অনেক সম্পর্ককে বুঝাতে পারে। কিন্তু বাংলায় এসব শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে রয়েছে অসংখ্য শব্দ। এসব শব্দকে শুধু প্রতিশব্দ বললেই হবে না। এসব শব্দের মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেকগুলো ব্যঞ্জনা। জনক শব্দ থেকে বোঝা যায় যিনি জন্ম দিয়েছেন কিন্তু পিতৃদেব থেকে বোঝা যায় পিতাকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। অন্যদিকে আব্বা শব্দটি থেকে অনায়াসে অনুমান করা চলে আব্বা শব্দের ব্যবহারকারীর জন্ম অবশ্যই মুসলিম পরিবারে। প্রায় একই ধরনের কথা প্রযোজ্য জননী, মাতৃদেবী এবং আম্মা শব্দ প্রসঙ্গে। অন্যদিকে মাতৃতুল্য, পিতৃতুল্য,

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃস্থানীয়, পিতৃস্থানীয় শব্দসমূহ প্রতিবেশী অথবা দূরসম্পর্কের কারো সাথে অতি সুসম্পর্কের পরিচয়।

খালা, খালু, মামা, মামি, পিসা, পিসি, মাসি, মেসো দিয়ে সংগঠিত শব্দ অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কের পরিচয়বাহী একথা আগেই বলা হয়েছে। দেবর ননদের কথা সকলের জানা। কিন্তু তালই, মাঅই, ঠাকুরজামাই ইত্যাদি শব্দ থেকে বোঝা যায় বাঙালি সমাজের আত্মীয়তার পরিধি অনেক দূর প্রসারিত। অর্থাৎ স্বজনসূচক শব্দের ভাণ্ডার বাংলা ভাষায় বৈচিত্র্যময়, অর্থপূর্ণ এবং সমৃদ্ধ।

বাংলা সম্বোধনসূচক অনেক রূপমূল এবং বদ্ধরূপমূল রয়েছে যেগুলো থেকে সামাজিক বন্ধন সহজে বোঝা যায়। পাড়ার যে কোনো বয়স্ক ব্যক্তিকেই অনায়াসে চাচা, চাচি, আংকেল, আন্টি সম্বোধন করতে শোনা যায়। বাংলা চাকরানী অর্থে 'ঝি' (কন্যা হিসেবে দেখানো হতো) ব্যবহারের কথা বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন সময়ে বহুবার আলোচনা করেছেন।

১৯৮০ দশক বা কাছাকাছি থেকে 'ঝি' এর বদলে 'বুয়া' শব্দের ব্যবহার সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে। বুয়া শব্দ এসেছে বুবু থেকে। বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকে শিখিয়ে দেয়া হতো কাজের মহিলাকে বুয়া অর্থাৎ বুবু ডাকার কথা। আম্মাজান, আম্মাজি, আব্বাজান, আব্বাজি, মামনি, দিদিমনি এ ধরনের শব্দ এবং শব্দের বিশ্লেষণ সম্পর্কে মোটামুটি সকলেই অবগত। কিন্তু -'ষু' বা -'য়েষু' সহরূপমূল এর ব্যবহার নিয়ে কোথাও আলোচনা করতে দেখা যায়নি। শ্রদ্ধাস্পদেষু , কল্যাণীয়াসু, স্নেহভাজনেয়াসু, সুচরিতায়েসু ইত্যাদি শব্দে -সু, -ষু,-য়েষু ইত্যাদি যদিও সমীপে অথবা to অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার কথা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আদর, স্নেহ ভালোবাসার সূচক রূপমূল হিসেবে এগুলো ব্যবহৃত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা ভাষায় এবং বাঙালি সমাজে শ্রদ্ধা জানবার জন্যে কতকগুলো শব্দ বা রূপমূল রয়েছে। কিছু কিছু শব্দের বা অঙ্গের ভাষা জানা আবশ্যিক। নমস্কার করতে হলে দুহাত তুলে কপালে ঠেকিয়ে শ্রদ্ধা জানাতে হয়। দুহাত কপালে ঠেকাতে হয়, না হয় শ্রদ্ধা জানানো হবে না। প্রণাম করতে হলে মাথানত করে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে হয়। বাংলার সাষ্টাঙ্গপ্রণাম আরেকটি শব্দ আছে। প্রণামের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন এরকমঃ সাষ্টাঙ্গপ্রণাম = স+অষ্ট (আট)+অঙ্গ+প্রণাম। অর্থাৎ আট অঙ্গ মিলিয়ে প্রণাম করতে হবে। আট অঙ্গ= মাথা, দুই চোখ, দুই হাত, বুক, দুই হাটু, দুই পা, বাক্য এবং মন। প্রণামের মুসলমানি প্রতিশব্দ কদমবুসি। আক্ষরিক অর্থ পা চুম্বন হলেও পা ছোঁয়ার মাধ্যমে কদমবুসির সার্থকতা।

অঞ্জলি শব্দের আক্ষরিক অর্থ সংযুক্ত কর বা হাত। যুক্ত পাণিদ্বারা অর্পিত পুষ্পজলাদি দেবতাকে দেওয়া (চলন্তিকা; রাজশেখর বসু; ৯)। মাঝে মাঝে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকেও শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করা হয়। এই শ্রদ্ধার মধ্যে লুকিয়ে আছে পবিত্র অঞ্জলির ব্যঞ্জনা।

বাংলায় আত্মীয় বা স্বজনসূচক শব্দে তালিকা সুদীর্ঘ। আত্মীয়, পরমাত্মীয়, স্বজন, আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতি, কুটুম, অতিথি, অতিথিপরায়ণ, ইষ্টিকুটুম, সখেরকুটুম ইত্যাদি প্রত্যেকটি শব্দের গঠনের সঙ্গে সমাজের মন-মানসিকতা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 'আত্ম' থেকে আত্মীয়, স্ব+জন (নিজ) থেকে আত্মীয় স্বজন। আত্মীয়+স্বজন+ আত্মীয় স্বজন। আত্মীয়স্বজন শব্দের সামাজিক অর্থ পরিবারের সাথে সম্পর্কিত সকলকে নিজের লোক বলে মনে করা হচ্ছে। কুটুম, ইস্টিকুটুম, অতিথি ইত্যাদি শব্দ অতিথিপরায়ন বাঙালির কাছে অতিপ্রিয়। লোকশ্রুতি অনুসারে যিনি তিথি (নির্দিষ্ট ক্ষণ) ছাড়াও বাড়িতে আসতে পারেন তিনি অতিথি (অ+তিথি)। এই অতিথিকে 'স্বাগত' জানাতে সকল বাঙালি সদা প্রস্তুত। 'স্বাগত' শব্দের গঠন নিচে আলোচিত হলো-

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দি 'সোয়াগত্' থেকে বাংলায় স্বাগত শব্দ এসেছে। হিন্দির অন্তস্থ-ব (ওয়া) উচ্চারণ বাংলায় নেই বলে দন্ত-স এর নিচে বসে দন্ত্য-স ব-ফলা আকার হয়েছে। বাঙালিদের অসচেতনতার কারণে বা বাংলার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের কারণে দন্ত্য-স ব-ফলা আকারের উচ্চারণ শোনা যায় 'শা' হিসেবে। ফলে সোয়াগত পরিণত হয়েছে শাগত-এ।

গ. সম্প্রীতিসূচক কয়েকটি শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন ও বিশ্লেষণ

১. সৌজন্য

সৌজন্য= সু+ জন + য

'জন' শব্দের সঙ্গে য-ফলা বা ঞ্য-ফলা যুক্ত হওয়ার কারণে গুণবৃদ্ধি সূত্রানুসারে (উ ঔ) 'সু' পরিণত হয়েছে 'সৌ'- তে। ফলে সৌজন্য শব্দের অর্থ দাঁড়ালো 'সু' অর্থাৎ ভালো ব্যক্তির ভদ্র ব্যবহার।

২. সৌহার্দ্য

সৌহার্দ শব্দের গঠনটি খুব জটিল। প্রথম গঠন সু+হৃদ+য- ফলা। দ্বিতীয় পরিবর্তন সু+হার দ+য-ফলা (য-ফলার কারণে হৃদ এর 'হৃ' 'হার' এ পরিণত হয়েছে। হার এর 'র' রেফ এ পরিণত হয়েছে হার্দ্য। শব্দটি এবার দাঁড়ালো সুহার্দ্য। গুণবৃদ্ধির সূত্রানুসারে আবার য-ফলার প্রভাবে 'সু' পরিণত হয়েছে সৌ-তে সবশেষে পরিণত হল সৌহার্দ্য শব্দে।

৩. হার্দিক

হার্দিক = হৃদ+ইক। 'ইক' এর প্রভাবে 'হৃ' পরিণত হয়েছে 'হার' এ এবং হার এর 'র' টি রেফ এ পরিণত হয়ে শেষ পর্যন্ত শব্দটি হল হার্দিক।

Dhaka University Institutional Repository

৪. প্রাসঙ্গিক অন্যান্য শব্দ

সবশেষে বাংলার কিছু মেলা, কিছু সামাজিক অনুষ্ঠান এমনকি কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাঙালি সমাজের সামাজিক বন্ধনের ইঙ্গিতবাহী। আজকাল অনেক বিয়ের কার্ডেও লেখা থাকে প্রীতিভোজ শব্দটি। শব্দের গঠন অত্যন্ত সহজ। প্রীতি+ভোজ। কিন্তু ভোজের আগে প্রীতি শব্দটির সংযোজন এবং দুটি শব্দের ব্যঞ্জনা গভীর তাৎপর্যবহ। বাংলাদেশের কোনো কোনো গ্রামাঞ্চলে ব্যবহৃত 'মেজবান' অথবা 'মেজবানি' শব্দটিও এরূপ তাৎপর্যপূর্ণ। একই সঙ্গে 'বৌভাত' শব্দটিও বিশ্লেষণ করা যায়। নতুন বৌকে বরণ করার জন্য আগত অতিথিদের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত ভাত বা খাদ্য।

নববর্ষের মেলা থেকে হিন্দুদের আড়ং এবং আরো কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক মেলার মধ্যে মিলনমেলার ঈঙ্গিত রয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি মেলা পরিণত হয় সামাজিক মানুষের মিলনক্ষেত্রে। হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শব্দভাণ্ডারে রাখীবন্ধন, ভাইফোঁটা ইত্যাদি শব্দ রয়েছে। রাখীবন্ধন শব্দ আসছে রক্ষাবন্ধন থেকে। সাধারণত ভাইকে সকল বিপদ থেকে রক্ষার কামনায় বোন ভাইয়ের হাতে বেঁধে দেয় রঙিন সুতো। ধর্মীয় গণ্ডি পেরিয়ে রাখীবন্ধন সামাজিক প্রীতিবন্ধনের উৎসবে পরিণত হয়েছে এবং এর মূলমন্ত্র দাঁড়িয়েছে ভাই ভাই এক ঠাঁই। ভাইফোঁটা সাধারণত সহোদর ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেওয়া হয় এবং বোনের মুখে শোনা যায় "ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যাক চলে যাক যমের কাটা" এ জাতীয় ছড়া। ভাইফোঁটা সম্প্রীতি পরিবারের গণ্ডি এমনকি ধর্মীয় গণ্ডি অতিক্রম করেছে। হিন্দু সমাজে যে-কোনো কন্যা মুসলমান সমাজের কাউকে ভাই হিসেবে মনে করলে আনায়াসে ভাইফোঁটা দিতে পারে। সেদিন বেশি দূরে নয়, যেদিন রাখীবন্ধন এবং ভাইফোঁটার ব্যঞ্জনা বাঙালি সমাজের সকল স্তরে ছড়িয়ে পড়বে। আর ধর্ম-বর্ণ ভেদে বাঙালির জাতিগত সম্প্রীতি চেতনার কারণেই তা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন ও প্রাসঙ্গিক শব্দাবলী

ক. ভূমিকা

বিংশ শতাব্দী শেষ হয়ে একবিংশ শতাব্দীর দুই বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইউরোপে শিল্পবিপ্লব ঘটেছে বহু বছর আগে। ২০০৩ সালে বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস লিখতে হলে অবশ্যই শুরু করতে হবে এই বাক্যটি দিয়ে 'বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ', এর সাথে যোগ করা যেতে পারে আরেকটি বাক্য– 'বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোকই কৃষিজীবী'। কৃষিনির্ভর সভ্যতা ভালো কী মন্দ এই প্রসঙ্গ অবান্তর। একথা অনস্বীকার্য চাকুরীনির্ভর নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা গড়ে উঠলেও শতকরা ৯০ ভাগের বেশি জনগণের এখনও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক রয়েছে গ্রামনির্ভর কৃষি সভ্যতার সঙ্গে। সোজা কথায় বাংলাদেশের পারিবারিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বাংলাদেশ সচিবালয়ের প্রধান সচিবেরও গ্রামের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁর এক ভাই হতে পারেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক, অন্য এক ভাই হতে পারেন নিরক্ষর কৃষিজীবী। তাঁকে 'চাষাভুষা' বলে প্রতিবেশী কোনো ধনী ব্যক্তি টিপ্পনীও কাটতে পারেন।

যেহেতু বাংলাদেশ এখনও কৃষিপ্রধান দেশ সেহেতু কৃষিকেন্দ্রিক প্রচুর শব্দ রয়েছে বাংলা বুলিভাণ্ডারে। উল্লেখযোগ্য শব্দসমূহ হচ্ছে– জমি, চাষী, চাষাবাদ, লাঙল, জোয়াল,মই, মইদেওয়া, বীজবপন, গরু, মহিষ, ক্ষেতমজুর, বর্গাচাষী, ভাগচাষী, তেভাগা, নিড়ানো, ধানমাড়াই, সেচ, ইরিগেশন, ডিপটিউবওয়েল, শ্যালো, সার, গোবর সার, ফারটিলাইজার, ইউরিয়া, কীটনাশক, গ্যাস, বায়ুগ্যাস ইত্যাদি। তাছাড়া রয়েছে কাকতাড়ুয়া, রবিশস্য, একফসলী, দুফসলী, হালিয়া, কৃষিবিদ, গোলাঘর,

Dhaka University Institutional Repository

শস্যভাণ্ডার ইত্যাদি। ভাগচাষী বা বর্গাচাষী ইঙ্গিত দিচ্ছে অন্যের জমি চাষ করার প্রথা। লাঙল যার জমি তার নয়। জমি একজনের, লাঙল গরু আরেকজনের। উৎপন্ন ফসল সমানভাগে ভাগ করে নেয়ার প্রথা। তেভাগা শব্দ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। তে+ভাগ+আ= তেভাগা। তে অর্থ তিন। উত্তরবঙ্গের তে'ভাগা আন্দোলনের ফলে জন্ম লাভ করেছে তেভাগা শব্দটি। এর অর্থ উৎপাদিত ফসল তিন ভাগে ভাগ করা হবে। এর এক ভাগ পাবে মালিক, আর দুভাগ পাবে কৃষক। তেভাগা শব্দটি অভিধানে সংযোজিত হলেও বাস্তবে এর প্রয়োগ তেমন একটা নেই।

খ. জমির মালিকানা সংক্রান্ত শব্দ

কৃষিনির্ভর দেশে অধিকাংশ ব্যক্তির আয় জমির মালিকানার উপর নির্ভর করে। ফলে বাংলায় জন্ম লাভ করেছে জমির মালিকানাকেন্দ্রিক শব্দ। যেমন– চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, জমিদার, জমিদারি, তালুকদার, তালুকদারি, জোদ্দার, হাওলাদার, ভুঁইঞা, ভৌমিক ইত্যাদি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত শব্দটির জন্ম হয়েছে ইংরেজি permanent settlement প্রথা থেকে। ফারসি যমিন (ভূমি)+ এবং ফারসি বদ্ধরূপমূল 'দার' মিলে গঠিত প্রথমে যমিনদার পরে জমিদার শব্দটি। জমিদার শব্দ থেকে এসেছেই বিভক্তি যুক্ত জমিদারি শব্দটি। একালে জমিদার না থাকলেও জমিদারি শব্দটি আছে এবং প্রয়োগ হচ্ছে। জমিদারি প্রথা স্বল্পসংখ্যক বাঙালির অর্থ আয়ে একটি বিরাট উৎস ছিল। এ প্রথার সাথে সম্পর্কিত শব্দ প্রজা এবং খাজনা। 'খাজনা' অর্থ ভূমিকর বা রাজস্ব। জমিদারেরা নিয়মিতভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন। 'খাজনা' শব্দটি এসেছে আরবি 'খিযানা' থেকে। ভূমি নির্ভর ক্ষুদ্রতর 'ভূস্বামীগণ' পরিচিত ছিলেন তালুকদার, হাওলাদার, হালদার, ভুঁইঞা, ভৌমিক ইত্যাদি হিসেবে। আরবি 'তাআল্লুক্ব' এবং ফারসি -'দার' দিয়ে গঠিত হয়েছে তালুকদার শব্দটি। হাওলা জমির অর্থ রাজস্বমুক্ত জমি। ১৭৮৭-৮৮ সালে বৃটিশ সরকার কতিপয় যমিনদারকে হাওলাজমি দিয়েছিলেন। হাওলা জমির মালিকগণপরিচিত হয়েছিলেন হাওলাদার বা

Dhaka University Institutional Repository

হালদার হিসেবে। বাংলাদেশে হাওলাদার এবং হালদার দুটি পদবি দেখা যায়। সমাজভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় দেখা যায় হাওলাদার পদবি ব্যবহার করেন মুসলমানগণ আর হালদার পদবি ব্যবহার করেন হিন্দুগণ। ভূঁইঞা এবং ভৌমিক পদবি সর্ম্পকেও প্রায় একই কথা প্রযোজ্য। ভুইয়া এবং ভৌমিক দুটি শব্দ এসেছে ভূমি থেকে। ভূমি থেকে ভূঁই+আ= ভুঁইঞা। অন্যদিকে ভৌমিক শব্দের গঠন ভূমি+ইক= ভৌমিক। ভূমি শব্দজাত ভৌমিক পুরোপুরি হিন্দুদের পদবি। অন্যদিকে ভূমি শব্দজাত ভূঁইঞা মুসলামানদের পদবি হলেও হিন্দুরাও মাঝে মাঝে ব্যবহার করে থাকেন। এখানে বলা উচিত যে ভৌমিক এবং ভূঁইঞা শব্দের মূল উৎস ভূমি। ভূমিক > প্রাকৃত ভূমি অ > ভূঁইঞা, ভূমি +ইক = ভৌমিক (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; ১৯৯৬; ২য় খণ্ড; ১৬৮৮ ও ১৭০১) ভূমিকায় চাষাভুষা শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। লোকটি একটি চাষা। এ বাক্যে চাষা শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অবজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে। আমি একজন চাষাভুষা মানুষ। এ বাক্যেও নিজেকে চাষাভুষা বলতে অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি হিসেবে দাবী করা হয়েছে। এ দুটি বাক্য থেকে সহজে বোঝা যায় চাষাবাদকে উন্নত পেশায় মর্যাদা দেয়া হয় না। ট্রাক্টর, বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ ফারটিলাইজার, ইরির সঙ্গে কৃষিবিদদের সমন্বয় ঘটলে বিদেশি ফার্মের অর্থে খামার শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে কৃষি পেশা উন্নতর পেশার মর্যাদা লাভ করতে পারে।

গ. পশুপালনকেন্দ্রিক শব্দ

পশুপালনকেন্দ্রিক শব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচেছ গরু, গবাদিপশু, বাথান, রাখাল, গোয়ালী, বলদ, গোশালা, গোপ, দুধের গাই, গোধূলি, গোগ্রাম, জাবরকাটা এরকম অসংখ্য শব্দ। এ শব্দগুলোর মধ্যে অনেকগুলো শব্দের ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। রাখাল শব্দ এসেছে রক্ষপাল থেকে। মূলত গরু চরানোর সঙ্গে এ পেশা সম্পর্কিত ছিল। রাখাল শব্দটি চরাঞ্চলে বহুল ব্যবহৃত। একশ্রেণীর লোক আছেন যারা অন্যের গবাদি পশু লালন পালন করার পেশাকে বাথান প্রথা এবং যারা লালন পালন করেন তাদেরকে বাথানি বা বাথাইন্না (আঞ্চলিক ভাষায়) বলে।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ. গ্রামীণ পেশাজীবী ও সমাজভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

শত শত বছর ধরে বাংলার গ্রাম সমাজে রয়েছে সুনির্দিষ্ট পদবিধারী পেশাজীবী। যেমন– কামার, কুমার, জেলে, স্বর্ণকার, চামার, ধোপা, নাপিত, সাহা ইত্যাদি। কামার শব্দটি এসেছে কর্মকার থেকে। লোহার পেশার সঙ্গে অর্থাৎ নিত্যপ্রয়োজনীয় দা, কুড়াল, খন্তা, কোদাল তৈরির সঙ্গে যারা জড়িত তারাই কর্মকার বা কামার। কুমার শব্দটি এসেছে কুম্ভকার শব্দ থেকে। তারা তৈরি করে থাকেন মাটি নির্মিত হাঁড়ি পাতিল থেকে শুরু করে মাটির পুতুল পর্যন্ত অনেক সামগ্রী। স্বর্ণ বণিকগণ সোনার বেনে এবং সোনারু নামে পরিচিত। শত শত বছর ধরে তারা স্বর্ণের অলঙ্কার তৈরি করে আসছে। আজকাল হিন্দু ছাড়া মুসলমানরাও স্বর্ণকার হতে পারে এবং এক্ষেত্রে জুয়েলার্স পরিচিতিতে তারা বেশি আগ্রহী। জাল ফেলেন যিনি তিনি জেলে। জাল শব্দ থেকে জেলে শব্দটি সৃষ্টি হলেও জেলে বলতে বহুকাল ধরে বোঝাত গরিব ও অবহেলিত মাছচাষীদের। হিন্দুরাই আগে মাছ চাষের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। ফলে জেলে বলতে মাছ ধরার পেশায় নিয়োজিত হিন্দুদের বোঝাত। আজকাল মাছ ধরার পেশার সঙ্গে জড়িত হচেছন প্রচুর ব্যবসায়িক মুসলমান। ফলে বাংলা ভাষায় সংযোজিত হচ্ছে মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষ, মৎস্য খামার, হ্যাচারী ইত্যাদি অনেক অনেক শব্দ। জেলে শব্দটির পদ মর্যাদা না থাকলেও মৎস্য খামার বা 'মৎস্যজীবী' শব্দের পদমর্যাদার অভাব নেই। সাহা পদবিধারী ব্যক্তিগণ গ্রামের মিষ্টান্ন তৈরির পেশায় নিয়োজিত। শত শত বছর ধরে জিলেপি, মিষ্টি, রসগোল্লা রসমালাই, মোয়া, মুড়কি ইত্যাদি তৈরি ও বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। ময়রা শব্দ রসমালাই, রসকদম্ব, রসগোল্লা এ শব্দগুলো বাংলা রসিক সমাজে দেখা যেত না সাহা শ্রেণীর লোকেরা না থাকলে। মুচি বা চামার চামড়ার ব্যবসা, ধোপা কাপড় ধোয়ার ব্যবসা এবং নাপিতেরা চুল কাটার পেশার সঙ্গে জড়িত। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে চামার, ধোপা ও নাপিতের পেশা উন্নত পেশা হিসেবে কখনও বিবেচিত হয়নি। নাপিতেরা নাপিত শব্দের বদলে ক্ষৌরকার বা নরসুন্দর ব্যবহারের চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

চালালেও মর্যাদার হেরফের হয়নি। 'তুই একটা চামার', 'তোকে আমি ধোপা নাপিত ও রাখি না' ইত্যাদি গালাগাল বাংলার সমাজে এখনও মাঝে মধ্যে শোনা যায়। পেশা ও পেশাজীবীদের প্রতি অবজ্ঞা পৃথিবীর খুব বেশি দেশে নেই। বিভিন্ন পেশার প্রতি অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ বাঙালিদের দারিদ্রের জন্যে অনেকটা দায়ী।

ঙ. *পেশা ও ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্রিক শব্দ ও প্রতিশব্দ*

ব্যবসা বাণিজ্যকেন্দ্রিক শব্দ এবং কিছু প্রতিশব্দের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন নিচে বিশ্লেষিত হল; যুদ্ধার

(১) সওদাগর

সওদা+গর দুটি ফারসি রূপমূল। ফারসি সওদাগরের 'সও' এর উচ্চারণ বাংলায় 'শ'- তে পরিণতি হয়েছে। বর্তমানে সওদাগরের অর্থ দাঁড়িয়েছে ব্যবসায়ী।

(২) আমদানি- রপ্তানি

ফারসি আম্‌দ ও রফ্‌ত এর আক্ষরিক অর্থ আসা-যাওয়া। আমদ, রফ্‌ত থেকে গঠিত হয়েছে আমদানি রফতানি। যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Export, Import ।

(৩) সুদখোর

ফারসি মুক্তরূপমূল সুদ এবং ফারসি বদ্ধরূপমূল খোর মিলে হয়েছে সুদখোর (শুদখোর) শব্দটি। এখানে ফারসি 'স' বাংলা 'শ' -তে পরিণত হয়েছে (স> শ) ।

(৪) নৌকার প্রতিশব্দ

নৌকা, সাম্পান, বালাম, পানসি, গনা, ডিঙি, ঘাসি, গোদারা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশানুসারে অধিকাংশ প্রতিশব্দ তৈরি হয়েছে। সাম্পান মূলত ব্যবসার নৌকা হিসেবে ব্যবহৃত।

Dhaka University Institutional Repository

(৫) নৌকা বা জাহাজের সাথে সম্পর্কিত শব্দ

সারেং, সুকানী, মাঝি, নাইয়ে, পাল, হাল, মাস্তুল, ধার, গলুই, খোল ইত্যাদি। সুকানী শব্দের গঠন নিম্নরূপ আরবি সুককান+ই = সুকানী, সুককান শব্দের অর্থ হাল। বর্তমানে বড় জাহাজে যিনি হাল ধরেন তিনি সুকানী নামে পরিচিত। প্রবল ঝড়ের কবলে পড়ে দিশেহারা সুকানীরা মাঝে মাঝে হাল ছেড়ে দেন। এই প্রক্রিয়ার অনুসরণে শুকনো ডাঙ্গাতেও কোনো সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে আমরা অনেক সময় হাল ছেড়ে দেই।

(৬) জোদ্দার

জি এম হিলালী'র মতে সংস্কৃত Yotra থেকে জোদ শব্দটি এসেছে। এই য়োত্র এর সঙ্গে ফারসি বদ্ধরূপমূল -'দার' যুক্ত হয়ে গঠিত হয়েছে জোদ্দার। য়োত্র> জোৎ + দার = জোদ্দার

(৭) পেশকার

পেশ+কার। বাংলা অর্থ দাঁড়িয়েছে বিচারালয়ে মামলা উপস্থাপনকারী। ফারসি শব্দের মূল অর্থ কেরানি, সহকারি ইত্যাদি।

(৮) নকলনবিশ

নবিশ এর অর্থ যে লিখে। নকলনবিশ অর্থ যিনি অফিসের কাগজপত্র নকল বা কপি করেন। বর্তমানে ফটোকপি মেশিনের ব্যাপক ব্যবহারের জন্য এরূপ পেশা উঠে যাবার উপক্রম। এক সময় হয়তো শব্দটিও উঠে যাবে। এছাড়াও বাংলায় 'নবিশ' শব্দটি আনকোরা, নতুন, প্রভৃতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

(৯) বদমাশ

বদমাশ শব্দটির গঠন চমকপ্রদ। ফারসি 'বদ' আরবি 'মাশ' দিয়ে গঠিত হয়েছে বদমাশ শব্দটি। মাশ শব্দের অর্থ জীবিকা। সুতরাং বদমাশ এর অর্থ খারাপ জীবিকার

Dhaka University Institutional Repository

লোক। খারাপ জীবিকার লোকদের পক্ষে যেহেতু খারাপ চরিত্রের হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেহেতু বদমাশ অর্থ বর্তমানে দাঁড়িয়েছে দুশ্চরিত্র। (পূর্বোক্ত; জি এম হিলালী; ১৮৬ - ১৮৭)।

(১০) টাকাকড়ি

টাকা+কড়ি= টাকাকড়ি অত্যন্ত সহজ গঠন। কড়ি রূপমূল এলো কোথেকে? এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এক সময় সামুদ্রিক কড়ি (টাকার মত) লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতো। আমার কাছে এক কানাকড়িও নেই। এখনও এই বাক্যটি ব্যবহৃত হতে শোনা যায়। আবার আমি একেবারে কপর্দকশূন্য একথাও শোনা যায়। কোনো কোনো পণ্ডিতদের মতে কপর্দক থেকে কড়ি শব্দটি এসেছে।

সং কপর্দিকা > প্রা কবড়ী/ কবডী> বাংলায় কড়ি। সংস্কৃতের আদ্য ব্যঞ্জন ক-বর্ণ অপরিবর্তিত। অঘোষ বর্ণ হয়েছে? ঘোষবর্ণ ব-ধ্বনি। সুতরাং ঘোষীভবন হয়েছে। দন্ত্য ব্যঞ্জন দ-বর্ণ মূর্ধা ও বা ড়-তে পরিণত- মূর্ধন্য ভবনের দৃষ্টান্ত। মধ্যব্যঞ্জন র বা ক বিলুপ্ত এবং অন্ত্যব্যঞ্জন ও লুপ্ত হওয়ার কারণে আ-বর্ণ > দীর্ঘ -ঈ বর্ণে পরিণত। বাংলায় আদ্য ব্যঞ্জন অটুট থাকলেও মধ্যব্যঞ্জন ব-লুপ্ত হয়েছে বলে, একে মধ্য স্বরলোপের (Syncope) উদাহরণ বলতে হয়। শব্দটি সংকোচনেও দেখা গিয়েছে। (পূর্বোক্ত; অরুণকুমার ঘোষ; ১৪৮)।

(১১) গঞ্জ

নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, শম্ভুগঞ্জ শব্দভুক্ত গঞ্জের অর্থ নদীবন্দর। শব্দটি আসছে ফারসি 'গন্‌জ' থেকে। আক্ষরিক অর্থ আড়ত, শস্যবাজার ইত্যাদি। যেহেতু আড়ত শস্যবাজার সাধারণত নদীতীরে গড়ে উঠে সেহেতু গঞ্জ বলতে বাংলায় নদী বন্দরকে বোঝায়। ইংরেজ আমলে অর্থ উপার্জনকেন্দ্রিক প্রচুর ইংরেজি শব্দ বাংলায় সংযোজিত হয়েছে। যেমন– অফিস, ক্লার্ক, ম্যানেজার, সেকশন অফিসার, আরদালি, ডিরেক্টর, এ্যাসিস্‌টেন্ট ডিরেক্টর, এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হেডমাস্টার, প্রিন্সিপাল,

Dhaka University Institutional Repository

ভাইস-প্রিন্সিপাল, ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব ডিপুটি, সাব রেজিস্টার, জয়েন্ট সেক্রেটারি, সেক্রেটারি ইত্যাদি অসংখ্য শব্দ। এ শব্দগুলোর মধ্যে কয়েকটি শব্দের গঠন এখানে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যেমন–

(১২) হেডপণ্ডিত

ইংরেজি হেড এবং পণ্ডিত মিলে গঠিত হয়েছে হেডপণ্ডিত। পণ্ডিত শব্দটি এখন ইংরেজি শব্দের তালিকাভুক্ত।

(১৩) হেডমৌলভী

'হেডমৌলভী' শব্দের 'হেড' ইংরেজি 'মৌলভী' ফারসি। প্রচলিত ভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এগুলি সংকর শব্দ (Hybrid) হিসেবে পরিচিত। সমাজভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় এগুলো বিশেষ ধরনের Code switching।

(১৪) বাঈজি

সম্ভ্রান্ত মহিলা নামের শেষে বাঈ সম্মানসূচক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতো মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজপুতেনা প্রভৃতি অঞ্চলে। যেমন– হিন্দিতে সেন বাঈ, মিসেস্ বাঈ ইত্যাদি বলে মহিলাদের সম্মান দেখানো হতো। এর সাথে 'জি' যোগ করে অধিকতর সম্মান দেখানো হতো। কিন্তু বাংলায় এসে শব্দটির অর্থ পবিবর্তন হয়ে গেছে। বর্তমানে 'বাইজি' বলতে আমরা পেশাদার গায়িকা, নর্তকী বুঝে থাকি। সহকারীবৃন্দ সম্মানের সঙ্গে বলতেন গহরজান বাইজি, 'আ রাহা হেঁ'। যেহেতু গহরজান একজন নর্তকী ছিল, ফলে বাঙালি শ্রোতারা ভাবতো বাইজি মানে নর্তকী। পরবর্তীকালে নাচনেওয়ালী, মুজরাওয়ালী নর্তকীরা মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে দেহ ব্যবসায় লিপ্ত হতো বলে বাঈজি বলতে বাংলায় দেহ ব্যবসায় নারীদের বোঝানো হত। বাঈ+জী= বাঈজী।

Dhaka University Institutional Repository

(১৫) আমলা ও আমলাতন্ত্র

বাংলাদেশে সচিব, সচিবালয় ইত্যাদি শব্দ বহুল ব্যবহৃত। কিন্তু ব্যুরোক্রেট এবং বুরুক্রেসি অর্থ আমলা এবং আমলাতন্ত্র, আমলা, আমলাতন্ত্র, বড় আমলা, ছোট আমলা ইত্যাদি শব্দ প্রায়ই ব্যবহৃত হতে শোনা যায়। আরবি বহুবচন আমালা থেকে গঠিত হয়েছে আমলা শব্দটি। মূল অর্থ অফিসার বা সরকারি অফিসার।

পৃথিবীর আদিমতম পেশার সঙ্গে সম্পর্কিত বাঈজী শব্দ এবং ক্ষমতায় সঙ্গে সম্পর্কিত আমলা ও আমলাতন্ত্রের ভাষাতাত্ত্বিক গঠন বিশ্লেষণ করে আপাতত এই অধ্যায়ের ইতি টানা হলো।

বাংলাদেশের মানুষের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থ উপার্জনের ইতিহাস থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকুরী নির্ভর উপার্জন প্রক্রিয়া ও পদবির কারণে সৃষ্ট হয়েছে অনেক শব্দ। আরদালি শব্দের মূলে যে ইংরেজি অর্ডালি শব্দটি আছে এ কথা অনেকেই ভুলে গেছেন। অনেকেই ভুলে যাচ্ছেন ইংরেজি অফিস এবং আর মিলে গঠিত হয়েছে অফিসার শব্দটি। অফিসার, ম্যানেজার, ডিরেক্টরের মতো অনেক শব্দকেই ভবিষ্যতে মনে হবে বাংলার নিজস্ব শব্দ। যেমন- 'সবুজ' যে ফার্সী শব্দ তা আমাদের আজ মনেই হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিদেশ এবং বিদেশি ভাষা প্রভাবিত রাজনীতিকেন্দ্রিক বাংলা শব্দ

ক. ভূমিকা

বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল থেকে বহু বিদেশি ও বিদেশি শব্দের আগমন ঘটেছে। বিদেশিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আর্য, মোগল, ইংরেজ এবং পাকিস্তানি। প্রত্যেক বিদেশি শক্তি এদেশে আগমনকালে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে এসেছেন। যেমন- আর্যদের সঙ্গে এসেছে সংস্কৃত ভাষা। মোগলদের সঙ্গে এসেছে ফারসি ভাষা। ফারসি এবং বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে এসেছে আরবি ভাষা। ১৭৫৭ সালের পর ধীরে ধীরে ইংরেজ শাসকরা তাদের প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং তাদের ইংরেজি ভাষা ছড়িয়ে পড়ে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলসহ ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। সে সময় পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ভাষা ছিল বাংলা ভাষা। কিন্তু পাকিস্তানের শাসকবর্গ বাংলা ভাষাভাষীদের উপর উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পান। বিদেশি জনগোষ্ঠী এবং বিদেশি ভাষার সহাবস্থানের ফলে বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে বিরাট পরিবর্তন আসে এবং এ পরিবর্তন প্রবলভাবে দেখা যায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে এবং বাংলা শব্দের গঠন প্রক্রিয়ায়। বাংলার রাজনীতি থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ব্যবহৃত শব্দাবলীতে বিদেশি ভাষা বা সভ্যতার ছাপ সুস্পষ্ট।

খ. রাজনীতিকেন্দ্রিক শব্দাবলী ও গঠন

আমাদের দেশে প্রাচীন আমলে রাজনীতিকেন্দ্রিক যে সব শব্দ ব্যবহৃত হতো সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো রাজা, রাজপুত্র, রাজকন্যা, নৃপতি, রাণী, মহারানী, রাজসভা ইত্যাদি। মোগল, সুলতানি ও নবাবি আমলে ব্যবহৃত শব্দসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাদশা, বেগম, সম্রাট, সুলতান, নবাব, শাহজাদা, শাহজাদি

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদি শব্দ। ইংরেজ শাসন আমলে ব্যবহৃত শব্দসমূহ হচ্ছে গভর্নর জেনারেল, ভাইস রয়, লর্ড, কিং, মহারানী, প্রিন্স, গভর্নমেন্ট, ইত্যাদি শব্দ। পাকিস্তান আমলে ব্যবহৃত শব্দের মধ্যে উলেখযোগ্য ছিল উজিরেআজম, প্রাদেশিক গভর্নর, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট, চিফ মার্শালল এ্যাডমিনিস্ট্রেটর ইত্যাদি শব্দ। বাংলাদেশ আমলে উল্লেখযোগ্য শব্দ হচ্ছে বাঙালি জাতীয়তাবাদ, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ, উপপ্রধানমন্ত্রী, তত্ত্বাবধায়ক সরকার, জোট সরকার, সংসদীয় গণতন্ত্র, বাকশাল ইত্যাদি শব্দ।

গ. প্রাচীন বাংলায় ব্যবহৃত রাজনীতিকেন্দ্রিক তৎসম শব্দ ও তাদের সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক গঠন

'একদেশে ছিল এক রাজা'। বাংলার কিচ্ছাকাহিনীর এ রাজা গল্পের ইঙ্গিতানুসারে ছিলেন অবশ্যই সে রাজ্যের মালিক এবং সকল ক্ষমতার অধিকারি। তিনি যখন যাকে ইচ্ছা হত্যা করতে পারতেন এবং যখন যাকে ইচ্ছা প্রাণভিক্ষা দিতে পারতেন এবং তার কন্যা অর্থাৎ রাজকন্যাকে বিয়ে দিতে চাইলে অর্ধেক রাজ্য ও রাজত্ব প্রদানের ক্ষমতাও ছিল তার। 'রাম রাজত্ব' বলে বাংলায় আরেকটি প্রচলিত শব্দ আছে। সে শব্দও অনেকটা এ ধরনের ইঙ্গিত দেয়।

(২) নৃপতি শব্দের গঠন

নৃ+পতি = নৃপতি।

নৃ মানে মানুষ, পতি মানে প্রভূ। এ অর্থ থেকে বোঝা যাচ্ছে একটি দেশের সকল মানুষের প্রভূকে বোঝানো হতো নৃপতি শব্দে।

(৩) রাজ্যেশ্বর

রাজ্য+ঈশ্বর = রাজ্যেশ্বর

Dhaka University Institutional Repository

এ শব্দের সহজ ব্যাখ্যা একটি দেশের রাজাকে রাজ্যের ঈশ্বর ভাবা হতো। পরবর্তীকালে রাজতন্ত্র শব্দটি রাজারতন্ত্র বোঝালেও প্রাচীনকালের রাজার মতো রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা থাকে না। বর্তমানে ব্রিটেনের যে রাজতন্ত্র সেটা অনেকটা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। রাজা বা রানী এলিজাবেথ এখন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী নন।

প্রাচীন বাংলার কয়েকটি শব্দ বর্তমানে ব্যবহৃত না হলেও প্রাচীনকালের সমাজব্যবস্থা বোঝাবার প্রয়োজনে উপস্থাপন করা যেতে পারে। যেমন–

(১) দৌবারিক। অর্থ দারপাল। সংস্কৃত দ্বার শব্দ থেকে এসেছে। এ শব্দটির গঠন এ রকম হতে পারে–

= দ+ওয়া+র+ইক
= দোওয়ার + ইক
= দৌওয়ার + ইক
= দৌবারিক।

সংস্কৃতে অন্তস্থ -ব বাংলার নিয়মে 'ওয়া' হয়েছে। ইক যোগ হবার পর 'দো' পরিণত হয়েছে 'দৌ'তে, আর 'ওয়া' পরিণত হয়েছে 'বা' তে, শেষ পর্যন্ত শব্দটি দাঁড়াল দৌবারিক।

(২) চতুরঙ্গ সেনা। এ শব্দটির গঠন বিশ্লেষিত হলো–

হস্তি, অশ্ব, রথ ও পদাতিক- এই চার শাখাবিশিষ্ট সৈন্যদল। চতুঃ শব্দের অর্থ চার। তার সঙ্গে অঙ্গ শব্দ যুক্ত হয়ে চতুরঙ্গ শব্দটি গঠিত হয়েছে। যেমন- 'চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা' (দেবসনাপতি; ১৯৯৭; ৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) মোঘল আমলে ব্যবহৃত ফারসি প্রভাবিত বাংলা শব্দের গঠন

মোঘলরা ভারতবর্ষে আসবার পর ধীরে ধীরে ফারসিকে রাজভাষা করেছিলেন। ফারসির প্রভাবে বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডারে, বাংলা শব্দের গঠনে এবং বাংলার সামাজিক সংস্কৃতিক জগতে এসেছে বিরাট পরিবর্তন। পণ্ডিতগণের ধারণা কোনো বিদেশি ভাষার বদ্ধরূপমূল অন্য একটি ভাষার বদ্ধরূপমূলকে প্রভাবিত করে না অর্থাৎ সোজা কথায় একটি ভাষার বদ্ধরূপমূল (Prefix-Suffix) অন্যভাষায় গৃহীত হয় না। অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও সত্য ফারসি ভাষার প্রচুর Prefix-Suffix বাংলায় গৃহীত হয়েছে। রাজনীতিকেন্দ্রিক কয়েকটি ফারসি শব্দের বিশ্লেষণ করে ফারসি বদ্ধরূপমূলসমূহ সম্পর্কে নিম্নে সংক্ষিপ্ত আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো।

(১) বাদশাঃ

বহুল প্রচলিত বাদশা শব্দটি ফারসি 'পাদশা' থেকে এসেছে। প্রসঙ্গত ডক্টর জি এম হিলালীর বিশ্লেষণ উদ্ধৃত হতে পারে।

[Pers. pād- shāh, written bādshāh in pure Arabic letter] king; emperor. (পূর্বোক্ত; জি এম হিলালী; ১৯৬৭; ১৯৪)।

(২) জাহাপনাঃ

উজির-নাজির, সেনাপতি অথবা সেনাপতিকে তার সামনে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিতেন মুঘল বাদশা। তাঁরা বিশেষ কায়দায় ডান হাত বার বার কপালের কাছে ঠেকিয়ে কুর্নিশ করে বলতেন 'জো হুকুম জাহাপনা' অর্থাৎ জাহাপনা আপনি যে আদেশ করবেন সে আদেশই পালন করা হবে। 'জাহাপনা' শব্দটির সঙ্গে অঙ্গের ভাষা ব্যবহার আবশ্যিক ছিল। ডঃ হিলালী জাহাপনা শব্দটি লিখেছেন জহাঁপনা হিসেবে এবং তাঁর বিশ্লেষণ নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

[Pers. jahān- panāh, panāh- shelter] shelter or protector of the world (used in addressing a king or emperor.) (পূর্বোক্ত; জি এম হিলালী; ১৯৬৭; ১০১)।

অন্যদিকে, দেবসেনাপতির বিশ্লেষণে ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে।

মূল ফারসি শব্দ ' জহান্ পনাহ্ '। জহান্ অর্থ পৃথিবী, পনাহ্ অর্থ আশ্রয়। এর অর্থ হল পৃথিবীর আশ্রয়। মোগল বাদশাহের সম্মানসূচক সম্বোধনপদ। অনেকটা Your majesty শব্দের মতো। যেমন– 'জঁহাপনা, আপনি সারা বাংলার মালিক' (পূর্বোক্ত; দেব সেনাপতি; ৩৮)

গবেষক হিলালী অথবা দেবসেনাপতির বিশ্লেষণ নিয়ে দ্বিমত পোষণের প্রয়োজন না থাকলেও একথা বলা যায় পৃথিবীর আশ্রয় অর্থে 'জাহাপনা' শব্দের ব্যবহার সঠিক ছিল না। কেননা, নবাব অথবা বাদশাহগণ বড়জোর বাংলা অথবা ভারতবর্ষের আশ্রয় ছিলেন, পৃথিবীর আশ্রয় ছিলেন না। শব্দটিকে সুভাষণ হিসেবে ধরলে ভুল বলার অবকাশ থাকে না।

ঙ) *কয়েকটি ফারসি বদ্ধরূপমূল ও বাংলা শব্দ*

ডক্টর জি এম হিলালী তাঁর গ্রন্থে (জি এম হিলালী; ভূমিকা অংশ: ৭-১০) বাংলায় ব্যবহৃত হয় এরকম ২৬টি বদ্ধরূপমূল (suffix) এর কথা বলেছেন। তাঁর অনুসরণে রাজনীতি ও প্রশাসনকেন্দ্রিক কয়েকটি শব্দের গঠন বিশ্লেষিত হলো। উদাহরণঃ-

১) অন্দাজ
তীরন্দাজ
তীর + অন্দাজ

Dhaka University Institutional Repository

২) বাজ

চালবাজ

চাল+বাজ

৩) বরদার

হুকুমবরদার

হুকুম+বরদার

৪) খানা

জেলখানা

জেল+খানা

৫) খোর

সুদখোর

সুদ + খোর

৬) সাজ

সাজ থেকে সাজস

যোগসাজস

যোগ+সাজস

৭) গিরি, গারি, গরি

কেরানিগিরি

কেরানি+গিরি

৮) গীর

জাহা+গীর

জাহান+ গীর

জাহাঙ্গীর

৯) নশীন

গদিনশীন

গদি+নশীন

Dhaka University Institutional Repository

ফারসি উপসর্গ (prefix)– রাজনীতি এবং প্রশাসনকেন্দ্রিক শব্দের উদাহরণঃ-

১) কম

কমবখত

কম+ বখত

২) কার

কারসাজি

কার+সাজি

৩) দর

দরখাস্ত

দর+খাস্ত

৪) না

নামঞ্জুব

না+মঞ্জুব

৫) ফি

ফি-মাহিনা

ফি+মাহিনা

৬) বদ

বদজাত

বদ+জাত > বদজাত > বজ্জাত

৭) বর

বরখাস্ত

বর+খাস্ত

৮) বে

বেকসুর

বে+কসুর

Dhaka University Institutional Repository

এসব শব্দ ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত উপাদান বাংলা ভাষার অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গিয়েছে। অনেক সময় এগুলোকে অন্যভাষার শব্দ বলে মনে হয় না (ডক্টর কাজী দীন মোহাম্মদ; বাংলা ভাষার সমৃদ্ধিতে বিদেশী ভাষার প্রভাব; প্রবন্ধ; আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউটে পঠিত)।

চ. ফারসি ও রাজনীতিকেন্দ্রিক বাংলা শব্দের উৎখাত প্রসঙ্গে

রামায়ণ, মহাভারত এবং সম্পর্কিত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে রাজনীতি ও প্রশাসনকেন্দ্রিক অনেক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং তাদের অনেকগুলো বাংলা শব্দভাণ্ডারে সংযোজিত হয়েছিল। ফারসির প্রভাবে অনেক শব্দ অপ্রচলিত হয়ে গেছে এবং কিছু কিছু শব্দের ফ্রিকোয়েনন্সি (Frequency) কমে গিয়েছে। এ ধরণের শব্দগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাদশা, জমিদার, সিপাই, কামান, আইন, আসামি, মোকদ্দমা, জমি, দলিল দস্তাবেজ, কাচারি ইত্যাদি।

ছ. আরবি উপসর্গ (prefix) এবং রাজনীতিকেন্দ্রিক কয়েকটি শব্দ

উদাহরণঃ-

১) আম (সাধারণ)

আমদরবার

আম+দরবার

২) খাস

খাসদরবার

খাস+ দরবার

৩) গর

গরহাজির

গর+হাজির

Dhaka University Institutional Repository

৪) লা (-না অর্থে)

লাখেরাজ

লা+খেরাজ

লাখেরাজ শব্দটি বলতে বিনা খাজনায় ব্যবহৃত সম্পত্তিকে বোঝায়। খাজনা বা রাজস্ব অর্থে খেরাজ শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় না অথচ লাখেরাজ শব্দটি বহুল প্রচলিত। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রক্রিয়াটি তাৎপর্যপূর্ণ।

জ. ব্রিটিশ শাসন এবং ইংরেজি প্রভাবিত রাজনীতিকেন্দ্রিক বাংলা শব্দ

বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূত্রপাত ঘটেছিল ১৭৫৭ সালে এবং প্রায় দুশ বছর পর ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ সর্বত্র ইংরেজি ব্যবহৃত হতে শুরু করে। সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বাংলার শব্দভাণ্ডারে এমনকি রাজনীতিকেন্দ্রিক শব্দাবলীতেও ইংরেজির প্রভাব চলে আসছে। এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো বাংলা বলে মনে হয়, আসলে সেগুলো ইংরেজি ধারণার (concept) অনুবাদ মাত্র। রাষ্ট্রপতি, লালফিতার দৌরাত্ম্য, ঠাণ্ডালড়াই, রুদ্ধদ্বার বৈঠক, অসহযোগ আন্দোলন, বামপন্থি এ শব্দগুলো যথাক্রমে ইংরেজি President, Redtapism, Coldwar, Close door meeting, Non-cooperation movement, Leftist ইত্যাদির অনুবাদ। এ তালিকা অনায়াসে সুদীর্ঘ করা চলে। আজকাল হরদম ব্যবহৃত হয় পরাশক্তি এবং Superpower শব্দ দুটি। পরাশক্তি শব্দটি Superpower এর অনুবাদ মাত্র। এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো মনে হয় বাংলা। আসলে শব্দগুলো এসেছে ইংরেজি থেকে। দুটি শব্দের কথা উল্লেখ করা যায়– আগ্রাসন ও আর্দালি। আর্দালি এসেছে ইংরেজি orderly থেকে। ডক্টর পরেশচন্দ্র মজুমদার এর মতে– আগ্রাসন শব্দটি এসেছে ইংরেজি Aggression থেকে।

Dhaka University Institutional Repository

ঝ. ইংরেজি ও code switching

Code switching বা সঙ্কেত বদলের মূলে রয়েছে পদমর্যাদা-সচেতনতা, আরো বহুবিদ কারণ। একজন রাজনীতিকের সঙ্কেতবদল (Code switching) হতে পারে নিম্নরূপঃ

তুমি তো জান আমি 'পলিটিক্স' করি। আমার মত 'পলিটিশিয়ান' বাংলাদেশে বেশি নেই। কিছুকাল আগের একজন রাজনীতবিদ বলতে পারতেন আমি অমুক 'সাব-ডিভিশনে' গিয়েছিলাম। সেখানকার সাব-ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তিনি একজন 'সাব-ইন্সপেক্টর'কে আমাকে কো-অপারেশন দেয়ার জন্য অর্ডার দিলেন। পলিটিক্স করি শব্দটি গঠিত হয়েছে ইংরেজি পলিটিক্সের সঙ্গে বাংলা 'করা' ক্রিয়া যুক্ত হয়ে। এটি N + V রীতির ক্রিয়াসংগঠন।

সাব-ইন্সপেক্টর এবং এ জাতীয় শব্দগুলো গঠিত হয়েছে ইংরেজি prefix 'sub' এর সহযোগে। অধিকাংশ বাংলা ভাষাভাষী এ সম্পর্কে সচেতন নন।

ঞ) উর্দু ও বাংলা রাজনীতিকেন্দ্রিক শব্দের গঠন

বাংলা শব্দভাণ্ডারে এবং শব্দের গঠনে আরবি, ফারসি ও উর্দুর সংমিশ্রন ঘটিয়ে বাংলাকে মুসলমানি বাংলায় পরিণত করবার চেষ্টা চলছিল কয়েক শতাব্দী ধরে। সন্দ্বীপের কবি আব্দুল হাকিমের শক্ত উচ্চারণের পরেও মুসলমানি বাংলা বানানোর প্রয়াস থেমে থাকেনি। ইংরেজ আমলে ভেজিল, সুমার করা এধরনের দোভাষী বাংলা ব্যবহারের মাধ্যমে এ প্রয়াস অব্যাহত ছিল। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান সৃষ্টি পর এ প্রয়াস জোরদার হয়েছিল এবং এ প্রয়াসের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল একটি পরিকল্পিত রাজনীতি। উদাহরণ– রেডিও পাকিস্তানের থেকে প্রচারিত একটি বাংলা খবরের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করলে রাজনীতির অপপ্রয়াসটি বোঝা যাবে। 'পিছলে এতোয়ার খান গাফ্ফার খাঁ কা লড়কা গ্রেফতার হয়েছে। হুকুমতে হায়দারাবাদ হুকুমত হিন্দুস্থানের কেলাকে জং ও জোহাদের ইরাদা জাহির করেছেন' (রাজীব হুমায়ুন; ২০০১; ১২৪)

Dhaka University Institutional Repository

ভাষা তার নিজস্ব গতিতে চলে। স্বদেশি বিদেশি রাষ্ট্রনায়কেরা তাদের রাজনীতির প্রয়োজনে ভাষাকে ব্যবহারের চেষ্টা করলেও সে চেষ্টা সব সময় সফল হয় না। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যাদের হাতে থাকে, প্রয়োজনের তাগিদে কিছু শব্দ তারা দ্রুত সৃষ্টি করিয়ে নেন। প্রতিদিনের ব্যবহারে তার কিছু টিকে যায়, কিছু টেঁকে না (মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী; ১৯৯৪; ৩১২)।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

সমাজভাষাবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক পরিভাষা হিসেবে ভাষার সমাজতত্ত্ব (Sociology of language) এবং সমাজভাষাতত্ত্ব (Sociolinguistics) বহুল ব্যবহৃত। এ দুটি পরিভাষায় মধ্যে তত্ত্বগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। বর্তমান অভিসন্দর্ভে এ তত্ত্বগত কোনো জটিলতায় না গিয়ে উভয় তত্ত্বানুসারে বাংলা শব্দের গঠন বর্ণনা ও বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। Communicative competence, Code switching, Social stratification ইত্যাদি পরিভাষা এবং দেশি বিদেশি সংস্কৃতির কথা মনে রেখে অনেকগুলো শব্দের গঠন বর্ণিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে এ অভিসন্দর্ভে। বিশেষ করে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি পরিবেশ প্রভাবিত শব্দগুলোর আলোচনা ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। আর এ বিশ্লেষণ মূলত সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ নির্ভর। বাংলার শব্দভাণ্ডার এবং সমাজভাষাতাত্ত্বিক পরিভাষায় প্রত্যেক ব্যক্তির বুলিভাণ্ডার বিশাল ও বিচিত্র। আমাদের সীমাবদ্ধতার কারণে বিশাল ও বিচিত্র শব্দভাণ্ডারের সকল শব্দের বর্ণনা ও বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে নিষ্ঠাবান গবেষকগণ বাংলা শব্দের গঠনকেন্দ্রিক বিশ্লেষণে সুবিশাল দায়িত্ব পালনে ব্রতী হবেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

অশোক মুখোপাধ্যায়

১৯৮৭; সংসদ সমার্থক শব্দকোষ। সাহিত্য সংসদ; নবম মুদ্রণ ২০০০; কলকাতা

আবু ইসহাক

১৯৯৩; সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (স্বরবর্ণ)।
বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

আবু ইসহাক

১৯৯৮; সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (ব্যঞ্জনবর্ণ, ক-ঞ)।
বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত)

১৯৯২; বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান।
বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

১৯৮৬; বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (প্রথম খণ্ড)। প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত; পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৮; কলকাতা।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস

১৯৮৬; বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (দ্বিতীয় খণ্ড)। প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত; পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৮; কলকাতা।

পি, আচার্য

১৯৯২; শব্দ সন্ধান: শব্দাভিধান। ভারতী আচার্য ও ব্রতী আচার্য; কলকাতা।

ফরহাদ খান

২০০০; বাংলা শব্দের উৎস অভিধান। প্রতীক প্রকাশনা; ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৯৯৫; শিশু বিশ্বকোষ (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৯৯৬; শিশু বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)। ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৯৯৭; শিশু বিশ্বকোষ (তৃতীয় খণ্ড)। ঢাকা।

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৯৯৭; শিশু বিশ্বকোষ (চতুর্থ খণ্ড)। ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

১৯৯৭; শিশু বিশ্বকোষ (পঞ্চম খণ্ড)। ঢাকা।

মিলন দত্ত ও অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

১৯৯৫; শব্দ সঞ্চয়য়িতা বাংলা অভিধান। নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিমিটেড; কলকাতা।

মুহম্মদ হাবিবুর রহমান

১৯৭৪; যথাশব্দ। ইউপিএল; ঢাকা।

রাজশেখর বসু (সংকলিত)

১৩৫৮; চলনিকা, আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান। প্রকাশক শমিত সরকার; সংস্করণ ১৩৮৯; কলকাতা।

সত্রাজিৎ গোস্বামী

২০০০; বাংলা অকথ্য ভাষা ও শব্দকোষ। কলকাতা।

সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত)

১৩৬৫; পৌরাণিক অভিধান। প্রকাশক শমিত সরকার; ১৩৯৬ (ষষ্ঠ সংস্করণ); কলকাতা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬; বঙ্গীয় শব্দকোষ (প্রথম খণ্ড)। সাহিত্য অকাদেমি; চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৬; কলকাতা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৬৬; বঙ্গীয় শব্দকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড)। সাহিত্য অকাদেমি; চতুর্থ মুদ্রণ ১৯৯৬; কলকাতা।

অন্যান্য গ্রন্থ

অতীন্দ্র মজুমদার

১৯৬১; ভাষাতত্ত্ব। নয়া প্রকাশ, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৭; কলকাতা।

অনাদিকুমার মহাপাত্র

১৯৯৪; বিষয় সমাজতত্ত্ব। প্রকাশক ইন্ডিয়ান বুক কণসার্ন, ২য় সংস্করণ; ১৯৯৮, কলকাতা।

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

১৯৮৫; আধুনিক ভাষাতত্ত্ব; তৃতীয় মুদ্রণ; মাওলা ব্রাদার্স (২০০২), ঢাকা।

আশিস পাল

২০০১; নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত : বাংলা লোকসাহিত্য। পুস্তক বিপনি; কলকাতা।

কাজী সিরাজ

১৯৯৭; আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা ভৌমিক

১৯৯৩; সংস্কৃত ও বাংলা ভাষা-সাহিত্যে সংখ্যাবাচক শব্দের ব্যবহার। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জালাল ফিরোজ

১৯৯৮; পার্লামেন্টারি শব্দকোষ। বাংলা একাডেমি; ঢাকা।

জাহাঙ্গীর তারেক (অনূদিত)

১৯৯৩; শব্দার্থ বিজ্ঞানের মূলসূত্র। স্টিফেন ওলম্যান; বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

জীনাত ইমতিয়াজ আলী

২০০১; ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা। মাওলা ব্রাদার্স; ঢাকা।

ডেভিড অ্যাবার ক্রম্বি (অনুবাদ খোন্দকার আশরাফ হোসেন)

১৯৮৯; সাধারণ ধ্বনিতত্ত্বের উপাদান। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

তরুণ ঘোষ

১৯৯৬; বাংলা ভাষাচর্চা। প্রকাশক সুমন চট্টোপাধ্যায়; কলকাতা।

দেবসেনাপতি

১৯৯১; অর্থ জানো। প্রকাশক দেবজ্যোতি দত্ত; তৃতীয় মুদ্রণ ১৯৯৭; কলকাতা।

নবনীতা দেবসেন

১৯৯৫; শব্দ পড়ে টাপুর টুপুর। আনন্দ পাবলিশার্স; কলকাতা।

নরেন বিশ্বাস

১৯৯৮; প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা। অনন্যা প্রকাশ; ঢাকা।

নীহাররঞ্জন রায়

১৩৫৯; বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দে'জ পাবলিশিং। দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪০২, কলকাতা।

পবিত্র সরকার

১৩৯২; ভাষা-দেশ-কাল। জি. এ. ই. পাবলিশার্স; কলকাতা।

পবিত্র সরকার

১৯৯১; লোকভাষার লোকসংস্কৃতি। চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭, কলকাতা।

পবিত্র সরকার

১৯৯২; ভাষা মনন: বাঙালি মনীষা। প্রকাশক পুনশ্চ; দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৯৯৯, কলকাতা।

পরিমলভূষণ

১৯৭৪; সমাজতত্ত্ব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তকপর্ষৎ; অষ্টম মুদ্রণ; ২০০০; কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

পরেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৭৭; বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং
প্রথম সংস্করণ ১৯৯২; কলকাতা।

পরেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৮০; বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (প্রথম খণ্ড)। দে'জ পাবলিশিং
প্রথম সংস্করণ কলকাতা; ১৯৯৩।

বিকাশ বসু

১৯৮৫; শব্দ নিয়ে। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড; কলকাতা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

১৯৫০; বাগর্থ। জিজ্ঞাসা প্রকাশনা; তৃতীয় সংস্করণ; ১৯৭৭; কলকাতা।

বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

১৯৮৫; বঙ্গভাষা ও বঙ্গসংস্কৃতি। আনন্দ পাবলিশার্স;
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৪; কলকাতা।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

১৯৯৩; অপরাধ জগতের ভাষা। দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা।

মনসুর মুসা

১৯৯৫; বাঙলা পরিভাষা: ইতিহাস ও সমস্যা। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনসুর মুসা সম্পাদিত

১৯৯৫; বাঙালির বাঙলা ভাষাচিন্তা। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ;
ঢাকা।

মনসুর মুসা (সম্পাদিত)

১৯৭৪; বাঙলাদেশ। আগামী প্রকাশনী; প্রথম সংস্করণ (নতুন) ১৯৯৪।

মনসুর মুসা

১৯৮৫; ভাষা পরিকল্পনার সমাজতত্ত্ব। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনসুর মুসা

১৯৯১; ভাষাচিন্তা প্রসঙ্গ ও পরিধি। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনসুর মুসা (সম্পাদিত)

১৯৯৪; মুহম্মদ এনামুল হক রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড);
বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনসুর মুসা

১৯৮৪; ভাষা পরিকল্পনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ;
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫; মুক্তধারা; ঢাকা।

মনিরুজ্জামান

১৯৯৩ উপভাষা চর্চার ভূমিকা; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

মনিরুজ্জামান

১৯৮৫; ভাষাতত্ত্ব অনুশীলন। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনোয়ারা হোসেন

১৯৯৬; বাংলা শব্দের শ্রেণীবিচার ও প্রয়োগ বিশ্লেষণ: প্রাচীন ও মধ্যযুগ। বাংলা একাডেমী; ঢাকা।

মনিলাল খান

২০০০; বাংলা চলিত গদ্য। প্রকাশক সোনারতরী; কলকাতা।

মাযহারুল ইসলাম

২০০০; বাংলা ভাষা বাঙালী সংস্কৃতি। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন

১৯৯৪; বাংলাদেশের উৎসব। সময় প্রকাশন; দ্বিতীয় মুদ্রণ; ২০০০, ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

১৯৯০; বাংলাদেশ ও বাঙালী: আত্মপরিচয়ের সন্ধানে। সাগর পাবলিশার্স; দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯১; ঢাকা।

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত)

১৯৯৩; আবহমান বাংলা। প্রকাশনা মোঃ আমিনুল হক; ঢাকা।

মৃণাল নাথ

১৯৯৯; ভাষা ও সমাজ। নয়া উদ্যোগ, নতুন সংস্করণ ১৯৯৯; কলকাতা।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

১৯৬৩; বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত। মাওলা ব্রাদার্স (১৯৯৮); নতুন সংস্করণ; ঢাকা।

মুহাম্মদ দানীউল হক

১৯৯০; ভাষার কথা ঃ ভাষাবিজ্ঞান। করিম বুক কর্পোরেশন; দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৯৩) ঢাকা।

মোহাম্মদ হান্নান

১৯৯৬; বাঙালি মুসলমানের পদবী। ডলফিন প্রকাশন; ঢাকা।

রবিশঙ্কর মৈত্র

২০০১; দেশি বাংলা শব্দের অভিধান। অনন্যা, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম

১৯৭০; ভাষাতত্ত্ব; প্রকাশক নসাস; তৃতীয় সংস্করণ ১৯৮৬; ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম

২০০০; ভাষাতাত্ত্বিক প্রবন্ধাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯০৯; শব্দতত্ত্ব। বিশ্ব ভারতী; তৃতীয় সংস্করণ ১৩৯১; কলকাতা।

Dhaka University Institutional Repository

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৯৬৯; বাংলাভাষা পরিচয়। বিশ্বভারতী; শান্তি নিকেতন; কলকাতা।

রমাপ্রসাদ দাশ

১৯৯৫; শব্দ ও অর্থ। আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।

রাজীব হুমায়ুন

১৯৯৭; সন্দ্বীপের ইতিহাস সমাজ ও সংস্কৃতি;
সন্দ্বীপ শিক্ষা ও সংস্কৃতি পরিষদ; ঢাকা।

রাজীব হুমায়ুন

১৯৯৩; সমাজভাষাবিজ্ঞান। বাঙলাদেশ ভাষাতত্ত্ব- চর্চা পরিষদ এবং দীপ প্রকাশন, নতুন সংস্করণ ২০০১; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রামেশ্বর'শ

১৩৯০; সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলাভাষা। পুস্তক বিপণী তৃতীয় সংস্করণ; (১৪০৩); কলকাতা।

শিশির কুমার ভট্টাচার্য

১৯৯৯; মোদের গরব মোদের আশা। চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ; কলকাতা।

শ্রীপরেশচন্দ্র মজুমদার

১৯৮৭; আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে। দে'জ পাবলিশার্স;
নতুন সংস্করণ ১৯৯০; কলকাতা।

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৮২; গ্রামবাঙলার গড়ন ও ইতিহাস। প্রকাশক অনিল আচার্য,
দ্বিতীয় সংস্করণ; ২০০১; কলকাতা।

সুকুমার সেন

১৯৭৮; বাংলা স্থাননাম। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ ; কলকাতা

সুকুমার সেন

১৩৩৯; ভাষার কথা। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ;
দ্বিতীয় মুদ্রণ; ১৯৯৪; কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৩৯; ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত;
রূপা প্রকাশন ১৯৯৫; কলকাতা।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

১৯৯২; বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা;
রূপা সংস্করণ (নতুন) ১৯৯১; কলকাতা।

সৈয়দ আলী নকী ও মোঃ নজরুল ইসলাম

১৯৯৩; সমাজবিজ্ঞান পরিক্রমা। প্রকাশক সার্বজনীন গ্রন্থালয়, ঢাকা।

সৈয়দা নাজমুন নাহার

১৯৯৯; ঢাকার রাজপথের ইতিহাস। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

সৌরভ সিকদার

১৯৯৬; স্টাইলিসটিকস: বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। সানন্দ প্রকাশ; ঢাকা।

সৌরভ সিকদার

২০০২; ভাষাবিজ্ঞানের ভূমিকা ও বাংলা ভাষা। অনন্যা প্রকাশনা; ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ

১৯৯৯, অর্থবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ

১৯৮৮, তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান। আগামী প্রকাশনী,
দ্বিতীয় সংস্করণ; ১৯৮৫; ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত)

১৯৮৪, বাঙলা ভাষা (প্রথম খণ্ড)। আগামী প্রকাশনী,
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৭; ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত)

১৯৮৫, বাঙলা ভাষা (দ্বিতীয় খণ্ড)। আগামী প্রকাশনী,
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৫; ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ (সম্পাদিত)

১৯৯৪, মুহম্মদ আব্দুল হাই রচনাবলী। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ

১৯৮৪, বাক্যতত্ত্ব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা সংস্থা;
দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৯৪; ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ইংরেজি গ্রন্থ

Adrian Room

1998; NTC'S Dictionary of Word Origins; NTC Published Group.

Geoffry Hughes

2000; A History of English Words; Blackwell publishers Ltd; USA.

H.A. Gleason

1955; An introduction to Descriptive Linguistics; Oxford and Ibh published Co. Pvt., Calcutta; Indian addition 1968.

David Crystal

1989; The Cambridge Encyclopedia of the English Language.

N. A. Chomsky

1965; Aspect of the theory of syntax; MIT pree; USA.

Peter trudill

1974; Sociolinguistics: an Introduction; Penguin Books.

Rajib Humayun

1985; Sociolinguistics and Descriptive Study of Sandvipi A Bangla Diatect; University press Limited; Dhaka.

R.E. Asher

1993; Encyclopedia of Language and Linguistics (Vol. 10); London

Qazi Din Muhammad

1985; the Verbal Structure is Colloquial Bengali; Bangla Academy; Dhaka.

Shaikh Ghulam Maqsud Hilali

1967 Perso- Arabic Elements in Bengali; Central Board for development of Bengali; Dhaka. non-cooperation

Suniti Kumar Chatterji

1926; The Origin and Development of the Bengali Language; New Addition 1993; Rupa and Co.

Sukumer Sen

1971; An Etymological Dictionary of Bengali; Calcutta

Sir Edward B. Tylor

1960; Anthropology, Ann Arbor paperbacks; The university of Michigan press.

W. Labov

1985; The study of Language in its Social context; penguin book.